

বসেন নাই। ইনিই সর্বশেষ নবী। নবীকরিম (ছঃ) ৪০ বছর বয়সে নবুয়ত লাভের পর পরই হজরত আবুবকর (রাঃ) ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ছই বছর পর তাঁহার বয়স চল্লিশ বছর হইলে তিনি মোনাজাত করিলেন, হে আল্লাহ! আমার প্রতি এবং আমার পিতামাতার প্রতি আপনি যে অল্পগ্রহ করিয়াছেন, তাহার শুকরিয়া আদায় করিবার তওফীক দিন।

হজরত আলী (রাঃ) বলেন মুহাজিরিনদের মধ্যে পিতামাতা উভয়ই মুসলমান হইয়াছেন এমন সৌভাগ্য অণু কাহারো হয় নাই। দ্বিতীয় দোয়া ছিল সন্তানদের সম্পর্কে সেই দোয়াও আল্লাহ পাক কবুল করিয়াছেন তাঁহার সন্তানরা মুসলমান ছিলেন! সূরা আনকাবুত এর আয়াত সবচেয়ে কঠিন নির্দেশ সম্বলিত, সেখানে কাফের পিতামার সহিতও উত্তম ব্যবহারের নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে। কাফের পিতামাতার সাথেও আল্লাহ তায়ালা যখন উত্তম ব্যবহারের নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন এমতাবস্থায় মুসলমান পিতামাতার সহিত ভাল ব্যবহারের তাগিদ যে আরো কত অধিক তাহা বলার অপেক্ষা রাখে না।

হজরত সা'দ ইবনে আব্বি ওক্কাছ (রাঃ) বলেন, আমার ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর আমার মা বলিলেন যে তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত পানাহার করিবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি মোহাম্মদ (সঃ) এর দীন পরিত্যাগ না করি। এমতাবস্থায় তাহার মুখে জোর পূর্বক খাদ্য দ্রব্য দেওয়া হইত। এই সময় এ আয়াত নাজিল হয়। (হুররে মনছুর)

প্রনিধানযোগ্য বিষয় হইতেছে এতো কঠিন সময়েও আল্লাহ বলিয়াছেন আমি মাতৃষকে তাহার পিতামাতার সহিত উত্তম ব্যবহারের নির্দেশ দিয়াছি। তবে তাহারা যদি মুশরিক বানাইবার চেষ্টা করে তাহাদের আনুগত্য করার প্রয়োজন নাই।

হজরত হাছানকে (রাঃ) এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতামাতার সহিত উত্তম ব্যবহারের মাপকাঠি কি? তিনি বলিলেন, তোমার মালিকানায় যাহা রহিয়াছে তাহাদের জন্তে উহা ব্যয় কর। তাহারা যেই আদেশ করেন সেই আদেশের আনুগত্য কর তবে তাহারা

কোন পাপের আদেশ করিলে তখন আনুগত্য করিতে হইবে না কেননা এক্ষেত্রে আনুগত্য প্রয়োজন নাই। ইহাই ছিল ইসলামের শিক্ষা এবং মুসলমানদের কার্য কলাপের নমুনা। পৌত্তলিক অর্থাৎ মুশরিক পিতামাতা যদি সন্তানকে ইসলাম থেকে দূরে সরাইতে চাহে তবুও তাহাদের সহিত সদব্যবহারের নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে। তবে শেরেক করার আদেশের ব্যাপারে তাহাদের আনুগত্য করা যাইবে না কেননা ইহা অশটার হক। পিতামাতার হক যতই হোকনা কেন অশটার হকের মোকাবেলায় তাহা অহুসরণ যোগ্য নহে। তবে তাহাদের ধর্মাস্তরিত করার প্রচেষ্টার মুখেও তাহাদের সহিত ভাল ব্যবহার করিতে হইবে। অন্য একটি হাদীছেও ছুরা লোকমানের আয়াত সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে ইহা হযরত সা'দ (রাঃ) এর ঘটনা সম্পর্কে নাজিল হইয়াছে। হজরত সা'দ (রাঃ) বলেন আমি আমার মায়ের সতিত সব সময় ভাল ব্যবহার করিতাম। আমার ইসলাম গ্রহণের পর আমার মা বলিলেন, তুই এ কি করলি সা'দ এই নতুন ধীন ছাড়িয়া দে, তাহা না হইলে আমি পানাহার গ্রহণ বন্ধ করিব এবং মরিয়া যাইব। তোকে এই কথা বলিয়া লোকে সব সময় মাতৃহত্যাকারী বলিয়া লজ্জা দিবে। আমি বলিলাম, মা তুমি অমন কাজের প্রতিজ্ঞা করিও না, ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করা আমার পক্ষে সম্ভব হইবে না। অতঃপর আমার মা ছই দিন যাবত অনশন করিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, মা যদি তোমার একশতটি প্রাণ থাকে এবং অনশনে প্রতিটি প্রাণ দেহত্যাগ করে তথাপি ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার সৈমানের দৃঢ়তা দেখিরা আমার মা অনশন ভঙ্গ করিলেন। (হুররে মনছুর)

এই আয়াতে পিতামাতার সহিত উত্তম ব্যবহারের নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে। ফকীহ আবুল লায়ছ (রহঃ) বলেন, যদি আল্লাহ তায়ালা পিতামাতার সহিত উত্তম ব্যবহারের নির্দেশ নাও দিতেন তবুও নিবেক সম্মতভাবে ইহা বোঝা যায় যে, পিতামাতার আনুগত্য করাও তাহাদের হক আদায় করা কর্তব্য। আল্লাহ তায়ালা তাহার সকল কিতাব তওরাত, ইঞ্জিল, জবুর, ও কোরানে পিতামাতার হকের

প্রতি নির্দেশ দিয়াছেন। সকল নবীকে ওহী পাঠাইয়া তাগিদ দিয়াছেন। নিজের সন্তটিকে পিতামাতার সন্তষ্টির সহিত সম্পৃক্ত বলিয়াছেন এবং পিতামাতার অসন্তষ্টির সহিত নিজের অসন্তষ্টির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। (তাযীহুল গাফেনী)

উপরোক্ত তিনটি আয়াত ছিল উত্তম ব্যবহার সম্পর্কে অতঃপর তিনটি আয়াতে খুব ব্যবহারের পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করা হইয়াছে।

(১) وَمَا يُوَلِّهِ إِلَّا الْفٰسِقِيْنَ - الَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ مَاۤ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ اَنْ يُّوۡصَلَ وَيُفْسَدُوْنَ فِى الْاَرْضِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝

অর্থাৎ “কিন্তু ইহা দ্বারা কেবল কপট বিশ্বাসীদেরকেই পথভ্রষ্ট করেন যাহারা আল্লাহর সহিত সূদৃঢ় অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার পর তাহা ভঙ্গ করে এবং সেই সম্বন্ধ ছিন্ন করে যাহা অক্ষুন্ন রাখিতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়াছেন এবং তাহারা পৃথিবীতে কলহ বিবাদ করে, তাহারাই কতিপয় হইবে।” (বাকারাহ; রুকু ৩)

ফায়েদা : আল্লাহ তায়ালা কোরানে পাকের কয়েক জায়গায় নিকটাত্মীয়দের সহিত সম্পর্ক রাখার বিশেষতঃ পিতামাতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের নির্দেশ দিয়াছেন। একইভাবে নিকটাত্মীয়দের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করণ বিশেষতঃ পিতামাতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যে অবহেলার পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। ইহা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করা প্রত্যেকের কর্তব্য। আল্লাহ পাক বলেন, “এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যাহার নামে তোমরা পরস্পর পরস্পরের নিকট নিবেদন করিয়া থাক। (নেছা রুকু ১)

এবং দরিদ্রতাহতু নিজেদের সন্তানকে হত্যা করিও না।

(আনয়াম রুকু ১৯)

আর তোমরা হত্যা করিও না তোমাদের সন্তানগণকে দারিদ্রতার ভয়ে (যনি ইসরাইল রুকু ৪) এবং আমি মানবকে স্বীয় পিতামাতার সহিত উত্তম ব্যবহার করিবার জন্য চূড়ান্ত আদেশ প্রদান করিয়াছি। (আহকাফ রুকু ২) অনন্তর ইহাও সম্ভাবনা যে যদি তোমরা বিমূখ হও তাহা হইলে তোমরা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি ও তোমাদের আত্মীয়-

তার বন্ধন কর্তন করিবে, (মোহাম্মদ রুকু ৩।)।

হযরত মোহাম্মদ বাকেরকে (রহঃ) তাহার পিতা বিশেষভাবে সে অসিয়ত করিয়া গিয়াছেন তাহা প্রথম পরিচ্ছেদের ২৩নং হাদীছের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি বলেন, আমাকে আমার পিতা হযরত জয়নুল আবেদীন (রহঃ) অসিয়ত করিয়াছেন যে, পাঁচ প্রকারের লোকের ধারে কাছেও যাইও না। (১) ফাছেক লোকের সান্নিধ্যে যাইও না, সে তোমাকে এক লোকমা আহাৰ্যের বিনিময়ে এমনকি তাহার কম মূল্যের বিনিময়েও তোমাকে বিক্রয় করিয়া দিবে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম তাহা কিভাবে? তিনি বলিলেন, এক লোকমা খাদ্য প্রদানের আশ্বাস পাইয়াই তোমাকে বিক্রি করিয়া দিবে অথচ সেইখাদ্য ও সে পাইবে না। (২) কৃপনের সান্নিধ্যে যাইও না। তোমার দারিদ্রের সময়ে সে তোমাকে পরিত্যাগ করিবে। (৩) মিথ্যাবাদীর সংস্পর্শে যাইও না। সে তোমাকে প্রতারণার মধ্যে রাখিবে। যাহা দূরে তাহা নিকটে বলিবে যাহা নিকটে তাহা দূরে বলিবে। (৪) নির্বোধের সংস্পর্শে যাইও না। সে তোমাকে উপকার করার ইচ্ছা করিয়াও নিজের নিবুদ্ধিতার কারণে পারিবে না। প্রবাদ রহিয়াছে যে, নাদান দোস্তের চাইতে জ্ঞানী ছশমন উত্তম। আত্মীয় স্বজনদের সহিত সম্পর্ক ছিন্নকারীর নিকট যাইও না। আল্লাহ তায়ালা কোরানে তিন জায়গায় তাহাদের প্রতি লানত করিয়াছেন।

(২) وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ مَاۤ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ اَنْ يُّوۡصَلَ وَيُفْسَدُوْنَ فِى الْاَرْضِ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْعٰذَةُ وَلَهُمْ سُوۡءُ الدّٰرِ ۝

অর্থাৎ আর যাহারা ভঙ্গ করে আল্লাহর ওয়াদা একবার তাহার সহিত পরিপক্ব কওল ও কারারের পরে, আর ছিন্ন করে ঐসব সম্পর্কে যাহাকে মজবুত রাখার জন্য আল্লাহ পাক নির্দেশ দিয়াছেন এবং দেশে কলহ বিবাদের সৃষ্টি করে, ইহারাই উহার যাহাদের জন্য লানত রহিয়াছে আর উহাদের জন্য জ্বনয় পরিণতি রহিয়াছে।

(রা'দ রুকু ৩)

ফায়েদা : হজরত কাতাদা (রাঃ) হইতে নকল করা হইয়াছে। তিনি বলেন, অঙ্গীকার পালন না করার পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক হও, আল্লাহ তায়ালা ইহা অপছন্দ করিয়াছেন এবং বিশটির অধিক আয়াতে এ সম্পর্কে সাবধান করিয়াছেন। যাহা উপদেশ হিসাবে কল্যাণ কর নির্দেশ হিসাবে ও দলিল হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। অঙ্গীকার পালন সম্পর্কে যতো বেশী সতর্ক করা হইয়াছে অন্য কোন বিষয়ে এত সতর্ক করা হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। কাজেই যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে অঙ্গীকার করে সে যেন তাহা পালন করে।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করিম (ছঃ) তাহার এক ভাষণে বলিয়াছেন যে ব্যক্তি আমানত পরিশোধ না করে তাহার ঈমান নাই। আর যে ব্যক্তি অঙ্গীকার পালন না করে তাহার দীন নাই। হজরত আবু ওমামা (রাঃ) এবং ওয়াদা (রাঃ) হইতেও অনুরূপ বক্তব্য বর্ণনা করা হইয়াছে। (ছুররে মনছুর)

হজরত মায়মুন ইবনে মোহরান (রাঃ) বলেন, তিনটি জিনিস এমন রহিয়াছে যাহাতে কাফের ও মুসলমানের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই সবার জন্যই সমান নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। (১) অঙ্গীকার করিলে তাহা পালন করিতে হইবে, কাফেরের সহিত বা মুসলমানের সহিত যাহার সহিতই অঙ্গীকার করা হোক না কেন। কেননা অঙ্গীকার প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর সহিত করা হইয়া থাকে। (২) যাহার সহিত আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকে সেই সম্পর্কের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিতে হইবে। সেই আত্মীয় মুসলমান বা কাফের যাহাই হোকনা কেন। (৩) যেই ব্যক্তি আমানত রাখে তাহার আমানত যথাযথভাবে ফিরাইয়া দেওয়া, সে মুসলমান বা কাফের যাহাই হোক না কেন।

(তাহীজুল গাফেলীন)

কোরানে বহু জায়গায় নির্দেশ দেওয়া ছাড়াও আল্লাহ তায়ালা সুস্পষ্টভাবে বনি ইসরাঈলের চতুর্থ রুকুতে বলিয়াছেন, অঙ্গীকার পালন কর নিঃসন্দেহ অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে।

হজরত কাতাদা (রাঃ) বলেন, যেইসব সম্পর্ক জোড়া দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে নিকট ও দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়তার

সম্পর্কের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। (ছুররে মনছুর)

দ্বিতীয়ত সম্পর্ক জোড়া দেওয়া সম্পর্কে বলা হইয়াছে। হজরত ওমর বিন আবুহুল আজিজ (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে তাহার সহিত মেলামেশা করিও না। পবিত্র ছুরা রা'দ এবং ছুরা মোহাম্মদে এ ধরনের বন্ধন ছিন্নকারীদের সম্পর্কে লানত করা হইয়াছে। ছুরা মোহাম্মদের আয়াত ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে উক্ত আয়াতের পর আল্লাহ পাক বলিয়াছেন, “আল্লাহ এইসব লোককে বধির করিয়া দিয়াছেন এবং অন্ধ করিয়া দিয়াছেন।”

হজরত ওমর ইবনে আবুহুল আজিজ (রাঃ) দুই জায়গায় এবং হজরত ইমাম জয়হুল আবেদীন তিন জায়গায় লানতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার কারণ সম্ভবত এই যে, রা'দ ও ছুরা মোহাম্মদে লানত শব্দ উল্লেখ করা হইয়াছে। তৃতীয় জায়গায় এধরনের লোককে পথভ্রষ্ট এবং ক্ষতিগ্রস্ত বলা হইয়াছে, যাহা লানতের কাছাকাছি। যেমন ইতিপূর্বে ছুরা বাকারার আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে।

হজরত সালমান (রাঃ) নবী করিম (ছঃ) এর পবিত্র বাণী উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, যখন কথা প্রকাশ হইয়া পড়িবে এবং কাজ কোষাগারে চলিয়া যাইবে, (অর্থাৎ কথা অনেক থাকিবে কিন্তু আগল থাকিবে না) পারস্পরিক মৌখিক ঐক্য তো থাকিবে কিন্তু মন বিভিন্নমুখী এবং আত্মীয়স্বজন পরস্পর সম্পর্কের বন্ধন ছিন্ন করিবে তখন আল্লাহ তায়ালা তাহাদেরকে নিজের রহমত হইতে দূরে সরাইয়া দিবেন এবং তাহাদিগকে অন্ধ ও বধির করিয়া দিবেন।

হজরত হাছান (রাঃ) হইতেও নবী করিম (ছঃ) এর বাণী উদ্ধৃত করা হইয়াছে যে, লোকেরা যখন এলেম প্রকাশ করিবে এবং আমল ধবংস করিবে এবং মৌখিক ভালবাসা প্রকাশ করিবে অথচ মনে মনে শত্রুতা পোষণ করিবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাদেরকে নিজের রহমত হইতে দূরে সরাইয়া দিবেন, তাহাদেরকে অন্ধ ও বধির করিয়া দিবেন। (ছুররে মনছুর)

ইহাতে সরল পথ তাহারা দেখিতে পাইবে না, সত্য কথা তাদের কানে প্রবেশ করিবে না। একটি হাদীছে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, বেহেশতের সুবাস এতো দূরে চলিয়া যায়, যাহার দুঃখ পাঁচশত বছরের পথের

দূরত্বের সমান। পিতামাতার অবধ্যতাকারী এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী বেহেশতের সুবাস ও পাইবে না। (এহুইয়া)

হজরত আবুল্লাহ ইবনে আবি আওফা (রাঃ) বলেন, আরাকার বিকালে নবীকরিম (ছঃ) এর দরবারে আমরা তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিলাম। নবীজী বলিলেন, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী কেহ মজলিশে থাকিলে সে যেন উঠিয়া যায় এবং আমার নিকটে না বসে। একজন লোক উঠিয়া যায় এবং ক্ষণকাল পরে আসিয়া বসিল। নবীজী তাহাকে বলিলেন, তুমি আমার কথা শুনিয়া দূরে যাইয়া আবার আসিয়া বসিলে, ইহার কারণ কি? লোকটি বলিল, আপনার কথা শোনার পর আমি আমার খালার নিকট গেলাম। তিনি আমার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন। আমাকে দেখিয়া খালা বলিলেন, তুমি অপ্রত্যাশিত ভাবে আসিয়াছ কেন? আমি তাহাকে আপনার বাণী শুনাইলাম। তিনি আমার জন্ত আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, আর আমিও তাহার জন্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম। (পারম্পরিক সমবোতার পর এখানে আসিলাম)।

নবী করিম (ছঃ) বলিলেন, তুমি খুবই ভাল কাজ করিয়াছ, বসিয়া পড়। সেই কওমের উপর আল্লাহর রহমত নাজিল হয় না যেই কওমের কেহ আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে। ফকীহ আবুল লায়স (রহঃ) এই বর্ণনা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, এই ঘটনা হইতে বোঝা যায় সম্পর্ক ছিন্ন করা এত মারাত্মক পাপ যে ইহার ফলে ছিন্নকারীর নিকটে উপবেশনকারীও আল্লাহর রহমত হইতে বঞ্চিত হইয়া যায়। কাজেই আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী কেহ থাকিলে তওবা করিয়া সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করা উচিত। নবী করিম (ছঃ) বলিয়াছেন, আত্মীয়তার বন্ধন স্থাপন করার চাইতে কোন কাজের পুণ্য এত তাড়াতাড়ি পাওয়া যায় না। আখেরাতের শাস্তি ছাড়াও হুনিয়ায় যেই কাজের শাস্তি ভোগ করিতে হইবে তাহা হইতেছে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করণ এবং জুলুম।

বিভিন্ন বর্ণনায় ইহা লক্ষ্য করা গিয়াছে যে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার শাস্তি আখেরাতে ছাড়া হুনিয়ায়ও ভোগ করিতে হয়। আখেরাতের শাস্তি সম্পর্কে তো উপরোক্ত আয়াতেই উল্লেখ রহিয়াছে।

একটি আজব কেছা

ফকীহ আবুল লায়স (রহঃ) এক বিস্ময়কর ঘটনা লিখিয়াছেন। তিনি বলেন মক্কায় একজন খোরাসানবাসী পুণ্যবান ও আমানতদার হিসাবে পরিচিত ছিল। তাহার কাছে অনেকে নিজেদের দ্রব্যাদি ও অর্থ সম্পদ গচ্ছিত রাখিত। একব্যক্তি তাহার নিকট দশহাজার আশরাফী (স্বর্ণ-মুদ্রা) আমানত রাখিয়া নিজের বিশেষ প্রয়োজনে সফরে চলিয়া গিয়াছিল। সফর হইতে ফিরিয়া আসিয়া শুনিলেন যে সেই খোরাসানবাসীর মৃত্যু হইয়াছে। পরিজনকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা কিছু জানেনা বলিয়া জানাইল। যিনি আমানত রাখিয়াছেন তিনি চিন্তায় পড়িলেন। ঘটনাক্রমে সেই সময় মক্কা শরীফে কিছু সংখ্যক আলেম অবস্থান করিতেছিলেন। তাহাদের কাছে সব কথা বলিলে তাহারা অভিমত ব্যক্ত করিলেন যে লোকটি পুণ্যবান ছিল, আমাদের ধারণা সে জান্নাতবাসী হইয়াছে। তুমি এক কাজ কর। অর্ধেক রাত অথবা রাতের দুই তৃতীয়াংশ কাটিয়া যাওয়ার পর তুমি যম্-যম্ কূপের তীরে যাইয়া তাহার নাম ধরিয়া ডাকিবে এবং তাহাকে নিজের আমানত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবে। লোকটি তিন দিন যাবত এরূপ তদ্বীর করিয়াও কোন সাড়া পাইল না। ওলামাদের নিকট ইহা জানাইলে তাহারা ইমালিল্লাহ পড়িয়া বলিলেন লোকটি জান্নাতী কিনা এ ব্যাপারে আমাদের আশঙ্কা হইতেছে। যাক, তুমি অমুক উপত্যাকায় গমন কর। লোকটি সেই উপত্যাকায় গিয়া মৃত ব্যক্তিকে ডাক দিলে প্রথম আওয়াজেই জওয়াব আসিল যে তোমার আমানত আমি যথাস্থানেই গচ্ছিত রাখিয়া আসিয়াছি, পূর্বে যেখানে রাখিয়াছিলাম, সেখানেই আছে আমার সন্তানদের উপর আস্থা না হওয়ায় আমি এসম্পর্কে তাহাদেরকে অবহিত করি নাই। আমার সন্তানদের বল তাহারা যেন গৃহের অভ্যন্তরে অমুক জায়গায় তোমাকে লইয়া যায়। সেখানে মাটি খুঁড়িয়া তোমার অর্থ বাহির করিয়া লও। লোকটি তাহাই করিল এবং তাহার স্বর্ণমুদ্রা ফিরিয়া পাইল। নিজের আমানতের সন্ধান পাওয়ার পর মৃত ব্যক্তিকে লোকটি এ বিষয় প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে তুমি তো খুব পুণ্যশীল ছিলে তুমি এখানে আসিলে কি করিয়া? কুয়ার ভিতর হইতে আওয়াজ আসিল খোরাসানে আমার

কিছু আত্মীয় স্বজন ছিল আমি তাহাদের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিলাম। সেই অজ্ঞায় অপরাধে আমি এখানে পাকড়াও হইয়া রহিয়াছি। (তান্বীলুল গাফেলীন)

হজরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, সকল উপত্যকার চাইতে শ্রেষ্ঠ উপত্যকা হইতেছে মরকার উপত্যকা। হিন্দু-স্তানের সেই উপত্যকাও উত্তম। যেখানে হজরত আদম (আঃ) বেহেশত হইতে অবতরন করিয়াছিলেন। সেখানে লোকের ব্যবহৃত সুগন্ধির আধিক্য রহিয়াছে। নিকট উপত্যকা হইতেছে আহকাফ এবং হাজরা মাউতের উপত্যকা যাহাকে বারহত বলা হইয়া থাকে। পৃথিবীর সর্ব নিকট কুপ হইতেছে বারহতের কুপ। কাফেরদের আত্মা সমূহ সেখানে একত্রিত হইয়া থাকে। (ছুররে মনজুর)

এই সকল আত্মার কোন সময়ে এখানে অবস্থান করা শরীয়তের যুক্তি ভিত্তিক নয় বরং ইহা হইতেছে কাশফী বিষয়ক। যাহা আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা মাকিক কাহারো উপর প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু কাশফ শরীয়তের দলিল বা যুক্তি নহে।

মাতাপিতার সহিত কুরুপ আচরণ করিতে হইবে।

(৩) اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما - واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم اعلم بهما في نفوسكم ان تكونوا مصلحين فانه كان الاوا بين غفورا -

অর্থাৎ “আর মাতাপিতার সহিত উত্তম ব্যবহার করিবে। যদি তোমাদের সম্মুখে বার্ষক্যে পৌছিয়া যায় উভয়ের একজন কিম্বা উভয়েই তবে উহাদের উদ্দেশ্যে উহু শব্দটুকু বলিবে না। আর না উহাদিগকে ধমক দিবে, আর উহাদের সাথে কথা বলিবে আদবের সাথে। আর নত করিয়া রাখিবে উহাদের সামনে নততার মস্তক ভালোবাসার সহিত, আর দোয়া করিবে যে হে আমার পালনকারী তাহাদের প্রতি ঐরূপ রহম প্রদর্শন করুন যেইরূপ ইহারা আমাকে

পালন করিয়া আসিতেছেন শিশু কাল হইতে। হে লোক সকল, তোমাদের মনের মধ্যে কি রহিয়াছে তোমাদের প্রভু উহা খুব ভাল করিয়া জানেন, যদি তোমরা পুণ্যবান হও তবে তিনি সব তওকারীগণের দোষ ক্ষমাকারী। (বনি ইসরাইল, রুকু ৩)

কাযুদা : হজরত মোজাহেদ (রাঃ) এই আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ করিয়াছেন যে, যদি তাহারা বৃদ্ধ হইয়া যায় এবং তোমাদের প্রশ্রাব পায়খানা ধুইতে হয় তবু কখনো উহু শব্দ করিও না, যেমন নাকি শৈশবে তাহারা তোমার পায়খানা প্রশ্রাব ধুইয়াছেন। হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন যে আদবী প্রকাশের ক্ষেত্রে যদি উহা ছাড়া অন্য কোন ক্ষুদ্র অভিব্যক্তি থাকিত তবে আল্লাহ তায়ালা তাহাও হারাম করিয়া দিতেন। হজরত হাছানকে (রাঃ) কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন নাকরমানির মাপকাটি কি? জবাবে তিনি বলিলেন, নিজের ধন সম্পদ হইতে পিতামাতাকে বঞ্চিত রাখা তাহাদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ না করা এবং তাহাদের প্রতি তির্যক দৃষ্টিতে তাকানো। হজরত হাছানকে (রাঃ) জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, আদবের সহিত বলিতে কি বোঝায়? তিনি জবাবে বলিলেন, তাহাদিগকে আশ্রা আশ্রা বলিয়া সম্বোধন করিবে, কখনো তাহাদের নাম মুখে আনিবে না।

হজরত যোবায়ের ইবনে মোহাম্মদ (রাঃ) হইতে তাহার তাফসীরে নকল করা হইয়াছে যে, পিতামাতা যখন আশ্রান করিবে তখন খী-হাজির খী-হাজির বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিবে।

হজরত কাতাদা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, পিতামাতার সহিত নতভাবে কথা বলিবে।

হজরত সাঈদ ইবনে মোছাইয়েব (রাঃ) এর নিকট এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল যে, পরিত্র কোরানে সদ্ভাবহারের আদেশ বহু জায়গায় রহিয়াছে আমি তাহা বুঝিয়াছি কিন্তু আদবের সহিত কথার অর্থ (কওলে করীম) বুঝিতে পারি নাই। হজরত সাঈদ (রাঃ) বলিলেন নারাত্মক অপরাধে অপরাধী গোলাম কঠোর বদ মেজাজ মনিবের সহিত যেভাবে কথা বলে সেইভাবে কথা বলিতে হইবে।

হজরত মা আয়েশা (রাঃ) বলেন নবীকরিম (সঃ) এর নিকট একব্যক্তি হাজির হইল। তাহার সঙ্গে একজন বয়স্ক লোকও ছিল। নবীজী

জিজ্ঞাসা করিলেন এই লোকটি কে? লোকটি বলিল, ইনি আমার পিতা নবীজী বলিলেন তাহার আগে পথ চলিবে না, তাহার আগে বসিবে না তাহার আগে বলিবে না তাহার নাম ধরিয়া ডাকিবে না এবং তাহাকে কটু কথা বলিবে না। হজরত ওরওয়াকে (রাঃ) এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল যে, পবিত্র কোরানে বলা হইয়াছে “আর নত করিয়া রাখিবে উহাদের সামনে নম্রতার মন্তক” ইহার অর্থ কি? তিনি বলিলেন পিতামাতা যদি তোমার পছন্দ নহে এমন কোন কথাও বলে তবু তাহাদের প্রতি তীর্থক দৃষ্টিতে তাকাইবে না, মানুষের বিরক্তির প্রথম প্রকাশ তাহার চোখের দৃষ্টিতে ফুটিয়া উঠে।

হজরত আয়েশা (রাঃ) নবী করিম (সঃ) এর নিকট হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবীজী বলেন, যে ব্যক্তি তাহার পিতার প্রতি তীর্থক দৃষ্টিতে তাকায় সে আনুগত্য পরায়ন নহে।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমি নবী করিম (ছঃ) এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় কাজ কি? নবীজী বলিলেন, সময় মত নামাজ আদায় করা। বলিলাম তারপর? নবীজী বলিলেন, পিতামাতার সহিত ভালো ব্যবহার। বলিলাম; তারপর? নবীজী বলিলেন জেহাদ।

অন্য এক হাদীছে নবী করিম (ছঃ) বলেন, আল্লাহর সন্তুষ্টি পিতার সন্তুষ্টির মধ্যে এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টি পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যে রহিয়াছে।
(ছুররে মনজুর)

মাজাহের গ্রন্থের লেখক লিখিয়াছেন পিতামাতার সহিত এমন বিনীত ব্যবহার করিতে হইবে যাহাতে তাহারা সন্তুষ্ট হয়, বৈধ কাজ সমূহে তাহাদের আনুগত্য করিতে হইবে, বেআদবী, অহংকার করা চলিবে না যদিও তাহারা ক্রোধের হয় না কেন, কথার মাঝে উচ্চ বাচ্চ করা চলিবে না তাহাদের নাম ধরিয়া ডাকা চলিবে না, কোন কাজ তাহাদের আগে আরম্ভ করা চলিবে না, সংকাজের আদেশ এবং অসং কাজের নিষেধের ক্ষেত্রে শান্ত স্বরে নম্রভাবে কথা বলিবে। এক বার বলিলে যদি তাহারা গ্রহণ না করে নিজে পালন করিতে থাকিবে এবং তাহাদের ক্ষমা করিবার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করিবে। এইসব কথা কোরান হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। অর্থাৎ

হজরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁহার পিতাকে দেখাবে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা হইতে লওয়া হইয়াছে। একবার হজরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁহার পিতাকে উপদেশ দেয়ার পর বলিয়াছেন, আচ্ছ, এবার আমি আপনার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করিতেছি। ছুরা কাহাফের তৃতীয় রুকুতে ইহা উল্লেখ রহিয়াছে। কোন কোন ওলামা লিখিয়াছেন, অবৈধ কাজে পিতামাতার অনুকরণ হারাম কিন্তু সন্দেহমূলক বিষয় সমূহে ওয়াজিব। কেননা সন্দেহমূলক ব্যাপার সমূহ থেকে দূরে থাকা পরহেজগারীর পরিচায়ক অথচ পিতামাতার সন্তুষ্টি বিধান ওয়াজিব। যদি পিতামাতার উপাজিত মালামাল সন্দেহমূলক হইয়া থাকে এবং তাহারা তোমার আলাদা আহ্বায় গ্রহণে নারাজী প্রকাশ করেন তবে তাহাদের সহিতই খান্না খাইতে হইবে।

হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এমন কোন মুসলমান নাই যাহার পিতামাতা জীবিত রহিয়াছেন সে তাহাদের সহিত উত্তম ব্যবহার করে অথচ তাহার জন্য বেহেশতের দ্বার খোলা হয় না। পিতামাতাকে অসন্তুষ্ট করা হইলে তাহাদেরকে সন্তুষ্ট না করা পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট হয় না। একজন জিজ্ঞাসা করিল যদি তাহারা জুলুম করে? ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিতেন যদি তাহারা জুলুম ও করে।

হজরত তালহা (রাঃ) বলেন নবী করিম (ছঃ) এর দরবারে হাজির হইয়া এক লোক জেহাদে অংশ গ্রহণের আবেদন জানাইল। নবীজী জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার মা বাঁচিয়া আছেন? লোকটি বলিল হ্যাঁ বাঁচিয়া আছেন। নবীজী বলিলেন যথার্থভাবে তাঁহার সেবা কর, বেহেশত তাহার পদতলে রহিয়াছে। দ্বিতীয়বার তৃতীয়বার ও নবীজী একই কথা বলিলেন।

হজরত আনাস (রাঃ) বলেন এক ব্যক্তি নবীজীর কাছে আসিয়া বলিল, হে আল্লাহর রাসূল জেহাদে অংশগ্রহণ করার আমার একান্ত ইচ্ছা কিন্তু আমি তাহাতে সক্ষম নহি। নবীজী জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার পিতামাতার মধ্যে কেহ কি বাঁচিয়া আছেন? লোকটি বলিল হ্যাঁ বাঁচিয়া আছেন, নবীজী বলিলেন তাহার সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় কর। যদি ভয় কর তাহা হইলে তুমি হজ ওমরা এবং

জেহাদকারীরূপে পরিগণিত হইবে।

হজরত মোহাম্মদ ইবনে আল মোনকাদের (রহঃ) বলেন, আমার ভ্রাতা জীবনভর রাত্রিকালে নামাজ পড়িতেন আর আমি মায়ের পা টিপিয়া দিতাম। আমার রাতের পরিবর্তে ভাইয়ের রাত লাভ করিবার ইচ্ছা আমার কখনো হয় নাই।

আম্মাজান হজরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি নবী করিম (সঃ) এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম নারীর উপর সবচেয়ে বেশী অধিকার কাহার? নবীজী বলিলেন স্বামীর। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম পুরুষের উপর সবচেয়ে বেশী অধিকার কাহার? নবীজী বলিলেন মায়ের।

একটি হাদীছে নবীজী বলিয়াছেন, তোমরা অশ্রু নারীদের সম্মান রক্ষা করিয়া চলিও, তোমাদের নারীদের সম্মান রক্ষিত হইবে, তোমরা পিতামাতার সহিত সদব্যবহার করিও তোমাদের সন্তান ও তোমাদের সহিত সদব্যবহার করিবে। (হররে মনছুর)

পিতার খেদমত করার আশ্চর্য পরিণাম

হজরত তাউস (রহঃ) বলেন একটি লোকের চারটি পুত্র ছিল। লোকটি অসুখে পড়িলে চার পুত্রের একজন ভাইদেরকে বলিল, তোমরা যদি পিতার সম্পত্তির অংশ কিছুই গ্রহণ করিবে না এমন শর্তে পিতার দেখাশোনা করিতে রাজি থাক তবে কর, অশ্রুথায় অনুরূপ শর্তে আমি পিতার দেখাশোনা করিতেছি। ভাইয়েরা বলিল, তুমিই সম্পত্তির অংশ গ্রহণ না করার শর্তে পিতার দেখাশোনা কর, আমরা তাহা করিব না। সেই পুত্র পিতার সেবাযত্নে কোন ক্রটি করিল না। অসুখে লোকটি মারা গেল; শর্ত অনুযায়ী সেবাকারী পুত্র পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তির কোন অংশ গ্রহণ করিল না। রাতে সে স্বপ্ন দেখিল, একজন লোক বলিতেছে, অমুক জায়গায় একশত দীনার অংশরাফী মাটির তলায় লুকানো রহিয়াছে? তুমি তাহা গ্রহণ কর সে জিজ্ঞাসা করিল, উহাতে কি বরকত রহিয়াছে? লোকটি বলিল, বরকত উহাতে নাই। সকালে স্ত্রীর নিকট স্বপ্নের বিবরণ বলিলে স্ত্রী দীনারগুলো খুঁড়িয়া বাহির করিতে স্বামীকে পীড়া-পীড়ি করিতে লাগিল। কিন্তু সে স্ত্রীর কথা তুলিল না। পদদিন রাতে একই রকম স্বপ্ন দেখিল।

এবার অশ্রুত দশ দীনারের কথা বলা হইল। সে একই ভাবে বরকতের প্রশ্ন তুলিল। তাহাকে বলা হইল যে, বরকত উহাতে নাই। সকালে স্ত্রীর নিকট স্বপ্নের বিবরণ বলিলে স্ত্রী মুদ্রাগুলো তুলিতে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। কিন্তু সে মানিল না। তৃতীয় রাতেও স্বপ্ন দেখিল। এবার পূর্বোক্ত ব্যক্তি তাহাকে একটি স্বর্ণ মুদ্রা মাটির তলা হইতে খুঁড়িয়া লইবার স্থান নির্দেশ করিতেছিল। লোকটি বরকতের প্রশ্ন তুলিল, এবার তাহাকে বলা হইল যে এই স্বর্ণ মুদ্রায় বরকত হইবে। লোকটি সেই স্বর্ণ মুদ্রা তুলিয়া বাজারে যাইয়া দুইটি মাছ ক্রয় করিল। বাড়ীতে আসিবার পর সেই মাছের পেটে এমন অপরূপ দুইটি মুক্তা পাওয়া গেল, এমন মুক্তা ইতিপূর্বে কেহ দেখে নাই। বাদশাহ তাহার নিকট হইতে দর কষাকষি করিয়া ৩টি খচ্চর বোকাই স্বর্ণের বিনিময়ে সেই মুক্তা দুইটি ক্রয় করিলেন।

আত্মীয় স্বজনের সহিত সদ্যবহার সম্পর্কীয় হাদীছ সমূহ

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَضِيَ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ أَحَقِّ بَعْضِنَا صَحَابَتِي قَالَ أَمْلِكْ قَالَ ثُمَّ مِنْ قَالَ أَمْلِكْ ثُمَّ أَمْلِكْ ثُمَّ أَبَاكَ ثُمَّ إِيَّاكَ فَادْنَاكَ -

অর্থাৎ নবী করিম (ছঃ) এর নিকট কেহ জিজ্ঞাসা করিল আমার উত্তম ব্যবহার পাওয়ার সব চাইতে উপযুক্ত কে? নবীজী বলিলেন মা! দ্বিতীয় বার ও তৃতীয়বারের জিজ্ঞাসার জবাবেও নবীজী বলিলেন, মা। অতঃপর বলিলেন বাবা। অতঃপর পর্যায়ক্রমিকভাবে অশ্রুত আত্মীয়স্বজন।

ফায়েদা : এ হাদীছ হইতে কোন কোন ওলামা অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন যে, উত্তম ব্যবহার এবং অনুগ্রহের ক্ষেত্রে মায়ের অধিকারের তিনটি অংশ রহিয়াছে আর পিতার রহিয়াছে একটি অংশ। কেননা নবীকরিম (ছঃ) তিনবার মায়ের কথা বলিয়া চতুর্থবার পিতার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। একারণে ওলামাগণ বলিয়াছেন যে, সন্তানের জন্ত

মা তিনটি কষ্ট সহ্য করেন। গর্ভধারণ, প্রসব এবং ছুধপান। একারণে কৈকাবিদগণ বলিয়া থাকেন যে অনুগ্রহ এবং উত্তম ব্যবহার পাওয়ার ক্ষেত্রে পিতার চাইতে মাতার অধিকার রহিয়াছে। যদি কোন ব্যক্তি দারিদ্রের কারণে পিতা মাতা উভয়ের সহিত উত্তম ব্যবহার করিতে সক্ষম না হয় তবে মায়ের সহিত উত্তম ব্যবহার করিতে হইবে। অবশ্য সম্মত, আদব ও তাজিমের ক্ষেত্রে পিতার অধিকার অগ্রগত।

(মাজাহেরে হক)
ইহাও লক্ষ্যনীয় যে নারী হওয়ার কারণে মায়ের অনুগ্রহপূর্ণ ব্যবহার পাওয়ার অধিক প্রয়োজন পিতামাতা উভয়ের পর অত্যাশ্রয়ীয় স্বজন পর্যায়ক্রমিকভাবে উত্তম ব্যবহার লাভ করিবে। একটি হাদীছে রহিয়াছে যে নিজের মায়ের সহিত উত্তম ব্যবহারের সূচনা করে, তারপর পিতার সহিত তারপর বোনের সহিত তারপর ভাইয়ের সহিত। তারপর পর্যায়ক্রমে অত্যাশ্রয় আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশী এবং পরমুখাপেক্ষীদের সহিত ভাল ব্যবহার করিবে। তাহাদের কাহারে প্রয়োজন পূরণ না হইয়া থাকিবে। (কানজ)

হজরত বাহাজ ইবনে হাকিম তাহার দাদার নিকট হইতে নকল করিয়াছেন যে, তিনি নবী করিম (ছঃ) এর নিকট উল্লেখ করিয়াছেন নবীজীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হজুর, আমি অনুগ্রহ এবং সদ্যবহার কাহার সহিত করিব? নবীজী বলিলেন, আপন মায়ের সহিত। তিনি পুনরায় একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে নবীজী একই জবাব দিলেন। তৃতীয়বারও অনুগ্রহপূর্ণ জবাব দেওয়ার পর চতুর্থবার নবীজী বলিলেন, পিতার সহিত, তার পর পর্যায়ক্রমে অত্যাশ্রয় আত্মীয় স্বজনের সহিত। অন্য এক হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে যে, একব্যক্তি নবীজীর দরবারে যাইয়া আবেদন জানাইল আমাকে পালন করার মত কোন আদেশ প্রদান করুন। নবীজী বলিলেন, আপন মায়ের সহিত অনুগ্রহপূর্ণ আচরণ কর। দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বার একই কথা বলার পর নবীজী বলিলেন, পিতার সহিত অনুগ্রহপূর্ণ আচরণ কর। (হুররে মনজুর)
একটি হাদীসে উল্লেখ রহিয়াছে, তিনটি গুণ কৈশিষ্ট্য তাহার মধ্যে পাওয়ার সহিতই জাহান্নাম হইতে রক্ষা পায়। তাহার জন্য সহজ করিয়া দিবেন। এবং তাহাকে বেহেশতে প্রবেশ করাইবেন। হৃবলের প্রতি

অনুগ্রহ, পিতামাতার প্রতি ভালোবাসা এবং স্বাধীনদের প্রতি অনুগ্রহ।

দ্বিতীয় ও দীর্ঘায়ু হওয়ার ব্যবস্থাপত্র

(৪) من انس (ره) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه

অর্থঃ নবী করিম (ছঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি চায় যে তাহার রেজেক বাড়িয়া দেওয়া হইবে এবং তাহার পদচিহ্ন দীর্ঘায়িত করা হইবে সে যেন নিকটাত্মীয়দের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করে।

ফাযদা : পদচিহ্ন দীর্ঘায়িত করা অর্থঃ হায়াত বন্ধি হওয়া। যাহার বয়স অধিক হইবে সে-ই দীর্ঘদিন যাবত ভূপৃষ্ঠে পদচিহ্ন রাখিতে সক্ষম হইবে। যে ব্যক্তি মরিয়া যাইবে তাহার পদচিহ্ন ভূপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া যাইবে। এখানে প্রশ্ন জাগে যে প্রতিটি লোকের বয়সই নির্ধারণ করা রহিয়াছে। পবিত্র কোরানে কয়েক জায়গায় বলা হইয়াছে যে প্রতিটি লোকের বয়সই নির্ধারিত ইহাতে এক মুহর্তও এদিক সেদিক হইতে পারে না। একারণে কোন কোন ওলামা বয়োবৃদ্ধিকে রেজেক বৃদ্ধির মতো পরকতপূর্ণ ব্যাপার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কেননা ইহাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আত্মবুদ্ধির ফলে অত্যাশ্রয় বাহা দিনের পুরা অংশে করিতে অক্ষম তাহা সেই ব্যক্তি এক ঘটায় সম্পন্ন করিতে পারে। অশ্র লোক যাহা এক মাসে করে সে তাহা এক দিনে করিতে পারে। কোন কোন ওলামা বয়োবৃদ্ধিকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পুণ্যময় কীতি সমূহকে বলিয়াছেন কেননা বতদিন সে বাঁচিয়া থাকে ততদিন তাহার কীতিচিহ্ন অক্ষুণ্ণ থাকে কেহ কেহ লিখিয়াছেন বয়োবৃদ্ধির ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সন্তান সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তাহার মৃত্যুর পরও এ ধারা অব্যাহত থাকে। একারণেই মহান সত্যবাদি নবী করিম (ছঃ) এর বাণীর পূর্ণতা বিধান তথা সত্যতা প্রমাণিত হইয়া থাকে। আল্লাহ তায়ালা সকল কাজে সক্ষম তিনি যাহা কিছু করিতে চান কোন উপকরণ ছাড়াই করিতে পারেন। অনেক সময় তাহার কদরত দেখিয়া বিস্ময়ে নির্বাক হইতে

হয়। আল্লাহর কুদরত ও ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও এ পৃথিবীকে তিনি দারুল আসবাব হিসাবে সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রতিটি জিনিসের জন্তই তিনি প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য উপকরণ ও কারণ সৃষ্টি করিয়াছেন। পেটের পীড়া ইত্যাদি অসুখ হইলে মানুষ চিকিৎসকের কাছে ছুটিয়া যায় যে, হয়ত ঔষধের ফলে উপকার হইবে। ঔষধের উপকারের তাৎপর্য কি? ইহাতে আয়ু বৃদ্ধি পাইবে অথচ মৃত্যু অবধারিত ব্যাপার। ঔষধের ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় তাহা কমবেশী হইবে কেন? তবুও দেখা যায় যে ডাক্তারের তথা চিকিৎসকের কথায় আয়ু কম বৃদ্ধির আশা মানুষ সহজেই বিশ্বাস করে অথচ উপরোক্ত হাদীছ এমন এক চিকিৎসকের কথা যাহার ভুল ভ্রান্তি প্রমাণিত হয় নাই। এমনিতে আমরা যাহাদিগকে চিকিৎসক হিসাবে স্বীকার করি তাহাদের ব্যবস্থাপত্রে ভুল হইবার সম্ভাবনা থাকে।

একটি হাদীছে হজরত আলী (রাঃ) নবীকরিম (ছঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি একটি কথার দায়িত্ব গ্রহণ করে আমি তাহার জন্ত চারটি কথার দায়িত্ব গ্রহণ করি। যে ব্যক্তি নিকটাত্মীদের সহিত ভাল ব্যবহার করে তাহার বয়স বৃদ্ধি পায়, সম্মানীয় লোকেরা তাহাকে ভালোবাসে, তাহার রেজেক বাড়িয়া দেওয়া হয় এবং সে জান্নাতে প্রবেশ করে। (কানজ)

নবীকরিম (ছঃ) হজরত আবুবকরকে (রাঃ) বলিয়াছেন, তিনটি বিষয় সম্পূর্ণ সত্য। কেহ অত্যাচার করিলেও যে ব্যক্তি তাহা গোপন রাখে তাহার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়, যে ব্যক্তি ধন সম্পদ বৃদ্ধির জন্ত ভিক্ষা করে তাহার ধন সম্পদ কমিয়া যায়, যে ব্যক্তি দান ও নিকটাত্মীদের সহিত সদ্যবহার করার দরোজা উন্মুক্ত করে তাহার ধনসম্পদ বাড়িয়া দেওয়া হয়। (ছরয়ে মনছুর)

ফকীহ আবুল লাহেছ (রহঃ) বলেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক কয়েকের মধ্যে দশটি বস্তু প্রশংসনীয়। (১) যেহেতু ইহা আল্লাহর আদেশ একা-রূপে ইহাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ হয় (২) আত্মীয় স্বজনকে সন্তুষ্ট করা হয়। নবীজী বলিয়াছেন, মোমেনকে সন্তুষ্ট করা হইতেছে সর্বো-ত্তম আমল। (৩) ইহাতে ফেরেশ্তারাও আনন্দিত হন। (৪) মুসল-মানরা তাহার প্রশংসা করেন। (৫) তাহার ব্যাপারে অভিশপ্ত শয়তান

খুবই ছঃষিত ও ছশ্চিন্তাগ্রস্থ হইয়া পড়ে। (৬) ইহাতে বয়োবৃদ্ধি হয় (৭) রেজেকে বরকত হয়। (৮) তাহার ইন্তেকালে তাহার কবরের আত্মীয়রা আনন্দিত হয় (৯) পারস্পরিক সম্পর্ক শক্তিশালী হয়। তুমি কাহারো প্রতি অন্তরগ্রহ করিলে তোমার প্রয়োজনের সময় সে তোমাকে সাহায্য করিবে। তোমার কষ্ট দেখিলে সে তোমার সাহায্য করার জন্ত মানবিক তাগিদ অনুভব করিবে (১০) মৃত্যুর পর তুমি যাহাদের উপ-কার করিয়াছ তাহারা তোমাকে স্মরণ করিয়া দোয়া করিবে।

হজরত আনাস (রাঃ) বলেন, কয়েকমতের দিন পরম করুণাময়ের আরশের ছায়ায় তিন শ্রেণীর মানুষ স্থান লাভ করিবে। (১) আত্মীয় স্বজনের সহিত সদ্যবহারকারী, ছুনিয়াতেও তাহার আয়ু বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হয়, রেজেক বাড়িয়া দেওয়া হয়, তাহার কবরও প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হয়। (২) যেই নারী স্বামীর মৃত্যুর পর অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের কারণে তাহাদের প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া পর্যন্ত বিবাহ বন্ধনে পুনরায় আবদ্ধ না হয়। কেননা অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান রাখিয়া বিবাহ করিলে তাহাদের লালান পালনে অসুবিধা দেখা দিতে পারে। (৩) যে ব্যক্তি খাবার ভৈরী করিয়া এতিম মিসকিনদেরকে দাওয়াত দেয়।

হজরত হাসান (রাঃ) নবীকরিম (ছঃ) এর নিকট হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, দুইটি পদচারণা আল্লাহর নিকট অতি প্রিয়। যে ব্যক্তি ফরজ নামাজ আদায়ের জন্ত পা বাড়ায় এবং যে ব্যক্তি নিকটাত্মীদের সহিত সাক্ষাতের জন্ত পা বাড়ায়।

কোন কোন ওলামা লিখিয়াছেন, পাঁচটি জিনিস এমন রহিয়াছে যাহার দ্বারা স্থায়ীভাবে আল্লাহর দরবারে এমন পুন্য পাওয়া যায় যেমন নাকি উচু উচু পাহাড়। ইহা ছাড়া আল্লাহ তাহার রেজেক বাড়িয়া দেন। তাহা হইতেছে অন্ন হোক বা বেশী হোক আত্মীয়-স্বজনের সহিত সদ্যবহার অব্যাহত রাখা। তৃতীয়ত আল্লাহর পথে জেহাদ করা। চতুর্থত সব সময় ওজুসহ থাকা। পঞ্চমত পিতামাতার আনুগত্য অব্যাহত রাখা। (তাবীহুল গাফেলীন)

একটি হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে যে একটি আমলের সওয়াব

খুব তাড়াতাড়ি পাওয়া যায় তাহা হইল আত্মীয় স্বজনের প্রতি সদ্যবহার।

কোন কোন লোক পাপী হইয়া থাকে কিন্তু আত্মীয় স্বজনের প্রতি সদ্যবহারের কারণে তাহাদের ধন সম্পদে বরকত হয় এবং তাহাদের সম্মানেও বরকত হয়।

একটি হাদীছে রহিয়াছে যে নিয়ম মাসিক ছদকা আদায় করা এবং ন্যায় পথ অবলম্বন করা, পিতামাতার সহিত অনুগ্রহপূর্ণ ব্যবহার করা এবং আত্মীয় স্বজনের প্রতি উত্তম ব্যবহার দ্বারা সৌভাগ্যে পরিবর্তিত করে। ইহাতে বয়োবৃদ্ধি হয় এবং কষ্টকর মৃত্যু হইতে সেই ব্যক্তি মুক্তি পায়।

বয়স এবং রেজেক বৃদ্ধির বহুসংখ্যক বর্ণনা উল্লেখ করা হইয়াছে ইহাই যথেষ্ট। এছাড়া বিষয়ের সফলতার জন্ত প্রতিটি মানুষই সচেতন। পৃথিবীর ষাণ্ঠীয় কর্মপ্রচেষ্টা এ ছাড়া বিষয়কে দিবিয়াই আবর্তিত হইয়া থাকে। এ ছাড়া বিষয়ে সফলতা লাভের জন্ত নবী করিম (ছঃ) খুবই সহজ পদ্ধতি শিখাইয়া দিয়াছেন। আত্মীয় স্বজনের সহিত সদ্যবহার করিলে উভয় প্রত্যাশাই পূর্ণ হইবে। নবী করিম (ছঃ) এর বাণীর প্রতি যাহাদের বিশ্বাস রহিয়াছে তাহারা যদি রেজেক ও আয়ুবৃদ্ধির জন্ত আগ্রহী হইয়া থাকেন তবে এই বাণীর প্রতি আমল করিতে থাকুন। ইহাতে বয়োবৃদ্ধি হওয়া এবং রেজেক বৃদ্ধি নিশ্চিত হইবে।

মৃত্যুর পরেও পিতার সহিত সদ্যবহারের তরীকা

(৩) من ابن (رفه) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اب-والبر صلة الرجل اهل وداية بعد ان يولى -

অর্থাৎ নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন, পিতার সহিত সদ্যবহারের উন্নত পর্যায় এই যে, তাহার চলিয়া যাওয়ার পর তাহার সহিত সম্পর্কিত লোকদের সহিত সদ্যবহার করিলে।

ফায়েদা : চলিয়া যাওয়া দ্বারা সাময়িকভাবে চলিয়া যাওয়া ও

হইতে পারে আবার চিরতরে চলিয়া যাওয়াও হইতে পারে। অর্থাৎ মরিয়া যাওয়া। মৃত্যুর পর পিতার সহিত সম্পর্ক তাদের সহিত সদ্যবহারের গুরুত্ব এই কারণেও বেশী যেহেতু পিতার জীবদ্দশায় তাহার বন্ধুবান্ধবের সহিত সদ্যবহার হয়তো কোন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ছিল কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর সদ্যবহারের সেইরূপ সম্ভাবনা থাকে না। ইহাতে পিতার প্রতি সম্মান ও মর্যাদাই প্রকাশ পায়। একটি হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে যে, ইবনে দীনার (রহঃ) বলেন, হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) মক্কার পথ দিয়া যাইতেছিলেন, পথে একজন বেজুইনকে পথ চলিতে দেখিয়া ইবনে ওমর (রাঃ) নিজের সওয়ারী ও মাথার পাগড়ী তাহাকে প্রদান করিলেন। ইবনে দীনার (রাঃ) বলিলেন, মহাত্মন, এ ব্যক্তি তো ইহার চাইতে কম উপহারেও সন্তুষ্ট হইত। ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন তাহার পিতা ছিল আগার পিতার অত্যন্ত বন্ধু, আমি নবীকরিম (ছঃ) এর নিকট শুনিয়াছি পিতার বন্ধুদের সহিত অনুগ্রহ প্রদর্শন নিকটাত্মীয়দের সহিত সদ্যবহারের মধ্যে উত্তম।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি মদিনায় গমন করিলে ইবনে ওমর (রাঃ) আমার সহিত দেখা করিতে আসিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কি জানো আমি কেন আসিয়াছি? আমি নবীকরিমকে (ছঃ) বলিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি নিজের পিতার সহিত কবরে সুসম্পর্ক স্থাপন করিতে চায় সে যেন পিতার বন্ধুদের সহিত সদ্যবহার করে। আমার পিতা হজরত ওমরের (রাঃ) সহিত তোমার পিতার বন্ধু ছিল একারণে আমি তোমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছি। (তারগীব)

বন্ধুর সন্তানও বন্ধু হইয়া থাকে। অতএব এক হাদীছে রহিয়াছে হজরত আবু সাইয়েদ মালেক ইবনে রাবিয়া (রাঃ) বলেন, আমরা নবীজীর নিকট উপস্থিত ছিলাম, বহু সালমা গোত্রের একব্যক্তি নবীজীর নিকট আসিয়া বলেন, হে আল্লাহর রাছুল আমার পিতার মৃত্যুর পর তাহার সহিত সদ্যবহারের কোন পথ আছে কি? নবীজী বলিলেন হ্যাঁ হ্যাঁ তাহাদের জন্ত দোয়া করা তাহাদের মাগফেরাতের দোয়া করা কাহারো সাথে কৃত তাহাদের অঙ্গীকার পালন, তাহার আত্মীয়-স্বজনের সহিত সদ্যবহার করা এবং তাহাদের বন্ধুদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন। অতএব এক হাদীছে এ ঘটনার পর উল্লেখ রহিয়াছে যে

লোকটি বলিল, হে আল্লাহর রাসূল ইহা কতো উত্তম এবং উপাদেয় ব্যবস্থা। নবীজী বলিলেন তুমি ইহা পালন করিও। (তারগীব)

মাতাপিতার নাকরমান হলে কিভাবে বাধ্যগত হইতে পার

(৴) من انس (رض) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العبد ليموت والداه اواحد هما وانه لهما لعاق فلا يزال يدعوهما ويستغفر لهما حتى يكتبه الله باراً - مشكوة

অর্থাৎ নবী করিম (ছঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তির পিতামাতা উভয়ে অথবা তাহাদের মধ্যে কোন একজন মারা যায় এবং সে ব্যক্তি তাহার নাকরমানি করিয়াছিল তবে সব সময় যেন তাহার জন্ত মাগকেরাতের দোয়া করে। ইহা ছাড়া যদি তাহাদের জন্ত আরো দোয়া করিতে থাকে তবে আল্লাহ পাক তাহাকে অনুগতদের মধ্যে শামিল করিবেন।

ফায়দা : পিতামাতার জীবদ্দশায় তাহাদের সহিত হর্ব্যবহার করিলেও তাহাদের মৃত্যুর পর পিতামাতার অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়া মন ব্যাকুল হইয়া উঠে। আপাতদৃষ্টিতে সেই সময় অনুশোচনা করিয়া কোন ফল হয় না। আল্লাহ তাআলা নিজের অনুগ্রহের দ্বারা সেই ব্যবস্থাও করিয়া দিয়াছেন। মৃত্যুর পর পিতামাতার জন্ত কমা প্রার্থনা করিয়া বলিয়াছেন, তাহাদের জন্ত ছওয়াব রেছানি করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। দান খয়রাত করিতে বলিয়াছেন। ইহাতে সন্তান কতক পিতামাতার জীবদ্দশায় দায়িত্ব ও কর্তব্য অবহেলার ক্ষতি-পূরণ হইবে এবং অবাধ্য শ্রেণী হইতে সেই অনুতপ্ত সন্তান অনুগতের শ্রেণীভুক্ত হইয়া যাইবে। ইহা আল্লাহর এক অপার মেহেরবাণী সময় চলিয়া যাওয়ার পরও উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা রাখিয়া দিয়াছেন। এই ধরনের সুযোগ গ্রহণে গাফলতি করিলে তার চেয়ে হুঁতগা আর কে হইতে পারে? পিতামাতার সন্তুষ্টি সব সময় অর্জন করা খুব কম লোকের পক্ষেই সম্ভব হয় আপ্রাণ চেষ্টা করিলেও কিছু না কিছু ত্রুটি থাকিয়াই যায়। যদি তাহাদের মৃত্যুর পর তাহাদের প্রতি পূণ্য বখশাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায় তবে তাহা কতই না উত্তম হইবে।

একটি হাদিছে রহিয়াছে যে কেহ পিতামাতার নামে হজ্ব করিলে সে হজ্ব তাহাদের জন্ত বদল হজ্ব হইতে পারে, তাহাদের আত্মাকে আকাশে সেই সুসংবাদ জানাইয়া দেওয়া হয়। ইহাতে সেই ব্যক্তি আল্লাহর দরবারে অনুগত বান্দাদের শ্রেণীভুক্ত হইয়া যায় যদিও ইতিপূর্বে সে নাকরমানদের তালিকাভুক্ত থাকে। অন্য এক বর্ণনায় রহিয়াছে যে ব্যক্তি পিতামাতার কাহারো নামে একবার হজ্ব পালন করে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির নামে একটি হজ্ব লেখা হয় এবং হজ্ব পালনকারীর নামে নয়বার হজ্ব পালনের সওয়াব লেখা হয়। (রহমতল মোহদাত)

আল্লামা আইনী শরহে বোখারীতে একটি হাদীছ নকল করিয়াছেন, যে ব্যক্তি একবার নিম্নোক্ত দোয়া পড়িবে এবং পড়ার পর সেই দোয়ার সওয়াব পিতামাতাকে পৌছানোর জন্ত আল্লাহর নিকট দোয়া করিবে সে পিতামাতার প্রতি আরোপিত যাবতীয় দায়িত্ব পালন করিল। দোয়াটি এই :

الحمد لله رب العلمين رب السموت رب الارض رب العلمين و لة الكبرياء في السموت والارض وهو العزيز الحكيم الله الحمد رب السموت والارض وهو العزيز الحكيم هو الملك رب السموت ورب الارض ورب العلمين و لة النور في السموت والارض وهو العزيز الحكيم -

অন্য একটি হাদীছে রহিয়াছে কেহ যদি নফল স্বরূপ কোন ছদকা দিয়া তাহা পিতামাতাকে বখশাইয়া দেয়, যদি সে ব্যক্তি মুসলমান হইয়া থাকে তবে সে সওয়াব তাহাকে পৌছাইয়া দেওয়া হইবে। ইহাতে ছদকা প্রদানকারীর সওয়াব কম হইবে না।

এ হাদীছ হইতে বোঝা যায় যে পিতামাতার জন্ত আলাদা কিছু করিবারও দরকার হয় না, যাহা কিছু খরচ করা হয় অথবা অন্তভাবে পূণ্য করা হয় তাহার সওয়াব পিতামাতাকে বখশাইয়া দিলেই চলে। হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) বলেন, সেই পাক জাতের কছম যিনি নবীয়ে করীমকে (ছঃ) সত্যবাণী সহ প্রেরণ করিয়াছেন, ইহা

আল্লাহর কালাম, যে ব্যক্তি তোমার পিতার সহিত আত্মীয়তার সম্পর্ক কায়ম করিয়াছে তুমি তাহার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিও না যদি কর তবে নূর চলিয়া যাইবে।

একটি হাদীছে রহিয়াছে, যে ব্যক্তি নিজের পিতামাতার বা তাহাদের মধ্যকার একজনের কবর প্রতি জুমার দিনে জেয়ারত করে তাহাকে মার্জনা করা হইবে এবং অনুগতদের তালিকা ভুক্ত করা হইবে। আওজাযী (রহঃ) বলেন: আমি শুনিয়াছি যে ব্যক্তি নিজের পিতামাতার জীবদ্দশায় তাহাদের নাকরমানী করে অতঃপর তাহাদের মৃত্যুর পর দোয়া প্রার্থনা করে, তাহাদের জিন্মায় ঋণ থাকিলে সে ঋণ পরিশোধ করে এবং তাহাদিগকে মন্দ না বলে তবে সে অনুগতদের তালিকা ভুক্ত হইবে। আর যে ব্যক্তি জীবদ্দশায় পিতামাতার অনুগত থাকা সত্ত্বেও মৃত্যুর পর পিতামাতার ছন'ম করে তাহাদের ঋণ থাকিলে সে ঋণ পরিশোধ করে না। তাহাদের গোনাহের জন্ত আল্লাহর কাছে মার্জনা চায় না সে ব্যক্তি নাকরমানদের তালিকাভুক্ত হইয়া যায়। (ছুররে মনছুর)

(৫) عَنْ سُرَّةَ بْنِ مَالِكٍ (رَضِيَ) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِلَّا لَكُمْ عَلَى أَفْضَلِ الصَّدَقَةِ ابْنَتُكَ مَرْدُودَةٌ لِيكَ لَيْسَ لَهَا كَأَسْبَ غَيْرِكَ .

অর্থাৎ নবী করিম (ছঃ) একবার বলিলেন আমি কি তোমাদিগকে সর্বোত্তম ছদকার কথা বলিয়া দিব? তোমার মেয়ে তোমার নিকট ফিরিয়া আসিলে তাহার তুমি ব্যতীত অথ যদি কোন উপার্জনক্ষম না থাকে তবে তাহার জন্ত তোমার ব্যয়িত অর্থ সর্বোত্তম ছদকা বলিয়া গণ্য হইবে।

ফায়ুদা : ফিরিয়া আসার অর্থ হইতেছে, নিজ কন্যার বিবাহ দেওয়ার পর স্বামীর যদি মৃত্যু হয় বা স্বামী তাহাকে তালাক দেয় অথবা অন্য কোন প্রকার অঘটন ঘটে, যে কারণে মেয়ে পিতার সংসারে ফিরিয়া আসে তবে সেই ঘরের দায়িত্ব পিতাকেই পালন করিতে হয়। সেই মেয়ের তত্ত্বাবধান এবং তাহার ব্যয় নির্বাহ করা উত্তম ছদকার অন্তর্ভুক্ত। ইহা উত্তম এজ্ঞতেই হইবে যেহেতু ইহা ছদকা।

দ্বিতীয়ত বিপদগ্রস্থের প্রতি সাহায্য। তৃতীয়ত আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপনের আল্লাহর নির্দেশ পালন করা হইতেছে, পক্ষমত হুশিষ্ঠা গ্রন্থের হুশিষ্ঠা লাযব হইবে। প্রাথমিক জীবনে সন্তান পিতামাতার সংসারে থাকা আনন্দের ব্যাপার হইয়া থাকে, কিন্তু স্বামীর সংসারে চলিয়া যাওয়ার পর পুনরায় পিতার সংসারে ফিরিয়া আসা গভীর বেদনা ও দুঃখের কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

নবী করিম (ছঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন বিপদগ্রস্থকে সাহায্য করে তাহার জন্ত ক্ষমাশীলতার ৭৩ দরজা লেখা হয়। ইহার মধ্যে একটি হইতেছে তাহার যাবতীয় কার্যকলাপের সংস্কার ও সংশোধন হইয়া থাকে, এবং ৭২ দরজা তাহার জন্ত উন্নতির কারণ হইবে। এ বিষয়ে বহু সংখ্যক বর্ণনা প্রথম পরিচ্ছেদের ২৬ নং হাদীছের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে।

উম্মুল মোমেনীন ইজরত সালমা (রাঃ) নবীজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার প্রথম স্বামী আবু সালমার যে সন্তান আমার নিকট রহিয়াছে তাহার জন্ত খরচ করিলে কি আমার সওয়াব হইবে? সেতো আমারই সন্তান। নবীজী বলিলেন, তাহার জন্ত খরচ কর, তুমি ইহার সম্ভার্য পাইবে। (মেশকাত)

সন্তানের প্রতি স্নেহ ভালবাসার কারণেই তাহার প্রয়োজনে আগাইয়া যাওয়া স্বাভাবিকভাবেই পিতামাতার জন্ত প্রিয়তর বিষয় হিসাবে পরিগণিত। একবার নবীকরিম (ছঃ) এর নিকট তাহার উভয় দৌহিত্র হাসানি হোসায়েন (রাঃ) উপস্থিত ছিলেন। নবীজী তাহাদের আদর করিলেন। তামিম গোত্রের সদার আমর ইবনে হাবেছ (রাঃ) সেখানে ছিলেন। তিনি বলিলেন, আমার সন্তান সংখ্যা দশ, আমি তাহাদের কাউকে কখনো আদর সোহাগ করি নাই। নবীকরিম (ছঃ) তাহার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিলেন, যে ব্যক্তি দয়া করে না তাহার প্রতি দয়া করা হয় না। অতঃপর এক হাদীছে, এক বেহুইন নবীজীকে বলিল, আপনারা সন্তানকে আদর করেন আমিতো করি না। নবীজী বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা তোমার হৃদয় হইতে দয়ার বৈশিষ্ট্য বাহির করিয়া দিয়াছেন আমার কি করার আছে।

সন্তানের পিতা হওয়া ছাড়াও তাহার বিপদে সহায়ক হওয়ার জন্ত আলাদা হওয়ার রহিয়াছে।

(৭) عَنْ سَلِيمَانَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدَقَّةُ عَلَى الْمَسْكِينِ مَدَقَّةٌ وَهِيَ عَلَى ذِي الرِّحْمِ ثَنَّتَانِ مَدَقَّةٌ وَصَلَةٌ.

অর্থাৎ নবীকরিম (ছ:) বলিয়াছেন, গরীবের প্রতি ছদকা করা শুধুই ছদকা এবং আত্মীয়স্বজনের প্রতি ছদকা করা ছদকা এবং আত্মীয়দের সম্পর্ক স্থাপন—এ উভয় হওয়ার রহিয়াছে।

ফায়দা : আত্মীয়স্বজন এবং প্রতিবেশীদের সদকা করা অর্থাৎ দান খয়রাত করা সাধারণ গরীব হুঃখীকে দান খয়রাত করার চাইতে উত্তম। নবী করিম (ছ:) এর নিকট হইতে বিভিন্ন হাদীছে এ সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। নবীজী বলিয়াছেন একটি স্বর্ণমুদ্রা আল্লাহর পথে দান করা, একটি স্বর্ণমুদ্রা গোলাম আজাদের জন্ত খরচ করা, একটি স্বর্ণমুদ্রা কোন ভিক্ষুককে দেয়া, একটি স্বর্ণমুদ্রা নিজের আত্মীয়স্বজনের জন্ত খরচ করা—ইহার মধ্যে শেষোক্তটি উত্তম (তবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্ত তাহা খরচ করিতে হইবে এবং তাহাদের প্রয়োজন রহিয়াছে কিনা তাহাও দেখিতে হইবে)। অন্য এক হাদীছে রহিয়াছে হযরত মায়মুন্য (রা:) এক দাসীকে মুক্তি দিলেন, নবীকরীম (ছ:) ইহা জানিতে পারিয়া বলিলেন, উহাকে যদি তোমার মামাদেরকে দান করিতে তবে বেশী ছাওয়াব হইত।

একবার নবী করিম (ছ:) নারীদের বিশেষভাবে দান খয়রাত করার তাগিদ দেন। বিশিষ্ট সাহাবী ও ফকীহ হজরত আবুহুলাহ ইবনে মাসউদ (রা:) এর স্ত্রী হযরত জয়নব (রা:) স্বামীকে বলিলেন, নবীকরিম (ছ:) আজ আমাদেরকে দান খয়রাত করার আদেশ দিয়াছেন আপনার আর্থিক অবস্থা তো ভাল নয়, নবীজীকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন আমার অর্থ আপনাকে দান করিলে হইবে কিনা। হজরত আবুহুলাহ ইবনে মাসউদ (রা:) স্ত্রীকে বলিলেন, তুমি নিজেই নবীজীর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা কর। হজরত যয়নব (রা:) নবীজীর নিকট গিয়া দেখিলেন আরো একজন

মহিলা একই মহিলা জিজ্ঞাসা করার জন্য দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন কিন্তু নবীজীর বৃদ্ধগীর কারণে জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পাইতেছেন না। এমন সময় হজরত বেলাল (রা:) আসিলে উভয় মহিলা উহাকে বলিলেন আপনি নবীজীকে জিজ্ঞাসা করুন যে দু'জন মহিলা জানিতে চাইতেছেন যদি তাহারা স্বামীকে এবং প্রথম স্বামীর এতিম সন্তানের জন্য দান করেন তবে তাহা বৈধ হইবে কিনা। নবীজীকে উহা জানাইলে তিনি মহিলা দু'জনের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। হজরত বেলাল (রা:) বলিলেন একজন অমুক আনসার মহিলার আর অন্যজন আবু হুলাহ ইবনে মাসউদের স্ত্রী জয়নব (রা:)। নবী করিম (ছ:) বলিলেন, হ্যাঁ তাহাদের জন্য দিগুণ সওয়াব, ছদকার সওয়াব এবং নিকটাত্মীয়দের প্রতি দারিদ্র্য পালনের ছওয়াব।

(মেশকাত)

হযরত আলী (রা:) বলেন, আমি নিজের কোন ভাইকে এক দিরহাম দিয়া সাহায্য করা অন্য কারো জন্য দিশ দিরহাম খরচের চেয়ে অধিক পছন্দ করি। নিজের কোন ভাইয়ের জন্য বিশ দিরহাম খরচ করা একটি দাসকে মুক্ত করে দেয়ার চাইতে অধিক পছন্দ করি।

একটি হাদীছে রহিয়াছে যে কোন লোক যখন অভাবগ্রস্ত হয়, তখন সে অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য, নিজের অভাব মিটাইবার পর পর্যায় ক্রমে অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের জন্য খরচ করিবে।

(কানজ)

ইহা কানজুল ওশালসহ বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাতে বোঝা যায় নিজের এবং নিজের আত্মীয়স্বজনের প্রয়োজনের পর অন্যকে দান করিতে হইবে। তবে যদি নিজে আল্লাহর প্রতি ভরসা বিশ্বাস ও ধৈর্য ধারনে সক্ষম হয় তবে অন্যদের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দেয়া উত্তম। এ ব্যাপারে প্রথম পরিচ্ছেদে ২৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

তাহবীহে ফাতেমীর হুজুর

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আমি তোমাদেরকে আমার এবং নবীজীর সবচেয়ে আদরের ছালালী ফাতেমার (রাঃ) কাহিনী শোনাব। তিনি আমার গৃহে থাকিতেন, নিজে চাকি পিষিতেন, ইহাতে হাতে ফোঁসকা পড়িয়া গিয়াছিল, নিজে পানি তুলিতেন, ইহাতে গায়ে পানিপাত্ত তোলাও রশির দাগ পড়িয়া গিয়াছিল, ঘর ঝাড়ু দেয়া ইত্যাদি নিজের হাতে করিতেন, ইহাতে পোষাক অপরিষ্কার থাকিত, নিজে রান্না করিতেন, ধোঁয়ায় ও অত্যাগ কারণে পোষাক কালো হইয়া যাইত, মোট-কথা তিনি সকল প্রকার কষ্টকর কাজ করিতেন। একবার নবীজীর নিকট দাসদাসী প্রভৃতি আসিলে আমি বলিলাম, তুমিও যাইয়া একটি দাসীর জন্ত আবেদন কর। ইহাতে কষ্ট কম হইবে। তিনি নবীজীর নিকটে গেলেন, সেখানে লোকজন থাকায় লজ্জায় বলিতে পারিলেন না, ফিরিয়া আসিলেন। অতঃ এক হাদীছে উল্লেখ আছে যে হজরত আয়েশার (রাঃ) নিকট বলিয়া আসেন। পরদিন নবীজী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ফাতেমা, তুমি গতকাল কি বলিতে গিয়াছিলে? ফাতেমা লজ্জায় চুপ করিয়া রহিল। হজরত আলী (রাঃ) বলেন, আমি তাহার যাবতীয় কষ্টের কথা বলিয়া উল্লেখ করিলাম যে, আমিই তাহাকে একটি দাসী চাহিবার জন্ত পাঠাইয়াছি। নবীকরিম (ছঃ) বলিলেন, আমি তোমাকে দাসী পাওয়ার চাইতে উৎকৃষ্ট একটা বিষয় বলিয়া দিতেছি। ঘুমাইবার জন্ত শয়ন করিলে সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ ৩৩ বার এবং আল্লাহ আকবার ৩৪ বার পাঠ করিবে ইহা দাসী পাওয়ার চাইতে উত্তম।

(আবু দাউদ)

অতঃ এক হাদীছে নবীকরিম (ছঃ) এর এ ঝগীও নকল করা হইয়াছে যে, আহলে ছোফ্বার পেট ক্ষুধায় কাতর থাকিতেছে এমতাবস্থায় আমি দাস দাসীদের বিক্রি করিয়া তাহাদের মূল্য উহাদের জন্য ব্যয় করিব।

(ফতহুল বারী)

(v) من أسماء بنت أبي بكر (رض) قالت قدمت

على أمي وهو مشرك في عهد قريش فقلت يا رسول

الله ان أمي قدمت على وهي راغبة اذا صلها قال نعم صليها -

অর্থাৎ হজরত আসমা (রাঃ) বলেন, যেই সময় নবীকরিম (ছঃ) এর সহিত কোরাইশদের চুক্তি হইয়াছিল সেই সময় আমার কাফের মা (মক্কা হইতে মদীনায়) আসিলেন। আমি নবীজীকে বলিলাম, আমার মা আমার প্রত্যাশী হইয়া আসিয়াছেন। তাহাকে কি সাহায্য করিব? নবীজী বলিলেন, হ্যাঁ সাহায্য কর।

ফায়দা : ইসলামের প্রাথমিক যুগে কাফেরদের পক্ষ থেকে মুসলমানের উপর যেসব অত্যাচার করা হইয়াছে সেসব অবর্ণনীয়। ইতিহাস গ্রন্থাবলী সেই সব বর্ণনায় পরিপূর্ণ। এমনকি বাধ্য হইয়া মুসলমানদের মক্কা হইতে মদীনায় হিজরত করিতে হয়। মদীনায় পৌঁছার পরও মুশরিকদের পক্ষ হইতে সকল প্রকার অত্যাচার নির্ধাতন অব্যাহত থাকে। নবীকরিম (ছঃ) সাহাবাদের একটি জামাতের সহিত শুধু ওমরাহ করিতে গিয়াছিলেন, মক্কার বাহির হইতেই ফিরিয়া আসিতে বাধ্য করা হইল। কাফেরগণ তাহাদের মক্কায় প্রবেশ করিতে দিল না। তবে উভয় পক্ষে সেখানে একটি সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সেই সন্ধিতে পরস্পর কয়েকটি শর্তে কয়েক বছর যুদ্ধ না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। হজরত আসমা (রাঃ) এই হাদীছে সেই চুক্তির প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। কোরায়েশদের সহিত যখন চুক্তি হইতেছিল সেই চুক্তির সময়ে হজরত আবু বকরের (রাঃ) অন্যতম স্ত্রী যিনি আসমার (রাঃ) মা ছিলেন তিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন নাই—তিনি কিছু সাহায্য সহানুভূতির আশায় নিজ কন্যা আসমার (রাঃ) কাছে গমন করেন। যেহেতু তিনি ছিলেন পৌত্তলিক একারণে হজরত আসমার (রাঃ) মনে সন্দেহ দেখা দিল তাহাকে সাহায্য করিবেন নাকি করিবেন না বিষয়টি তিনি নবীকরিমকে (ছঃ) জিজ্ঞাসা করেন। নবীজী আসমাকে (রাঃ) তার মায়ের সাহায্যের আদেশ দেন। এ ঘটনা হইতে জানা যায় যে, মুসলমান আত্মীয় স্বজনদের অনুরূপ কাফের আত্মীয়দেরও আর্থিক সাহায্য করা প্রয়োজন।

একটি বর্ণনায় রহিয়াছে পবিত্র কোরানের ছুরা মোমতাহেনার

দ্বিতীয় রুকুতে একটি আয়াত এ ঘটনা উপলক্ষে নাজিল হয়। উক্ত আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন, “আল্লাহ পাক নিষেধ করেন না তোমাদেরকে, যাহারা ধর্মীয় ব্যাপারে তোমাদের সহিত যুদ্ধ করে নাই, তোমাদেরকে আপন বাসস্থান হইতে বিতাড়িত করে নাই তাহাদের সহিত সদ্‌ব্যবহার ও সুবিচার করিতে। কেননা আল্লাহ তায়ালা সুবিচারকগণকে ভালবাসেন।”

হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী খানবী (রহ:) বলেন এখানে সেইসব কাকফেরের কথা বলা হইয়াছে যাহারা জিম্মি, অর্থাৎ তাহাদের সহিত সদ্‌ব্যবহার করিবে। ইহাকে শায়পরাযন বলা হইয়াছে। কাজেই ইনসাফ দ্বারা বিশেষ ইনসাফ বুঝানো হইয়াছে। অশুখা স্বাভাবিক ইনসাফ বা শায়পরাযনতামূলক ব্যবহার তো প্রত্যেক কাকফের এমনকি জীবজন্তুর সহিতও ওয়াজিব। (বয়ানুল কোরান)।

হজরত আসমা (রা:) মা কায়সা অথবা কোতায়লা বিনতে আবদুল ওজ্জা যেহেতু মুসলমান হয় নাই একারণে হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রা:) তাহাকে তালুক দেন। কোন কোন বর্ণনায় উল্লেখ রহিয়াছে যে, তিনি আপন কান্যার জন্য কিছু পনীর ইত্যাদি লইয়া মদীনা গিয়াছিলেন। হজরত আসমা (রা:) তাহাকে নিজ গৃহে প্রবেশ করিতে দেন নাই এবং বৈপিত্য ভগ্নি হজরত আয়েশার (রা:) নিকট লোক পাঠাইলেন এসম্পর্কে নবীজীর মতামত জানিয়া আসার জন্য। নবীজী হজরত আসমাকে (রা:) তাহার মায়ের সহিত সদ্‌ব্যবহারের অনুমতি দিলেন। সেই সময় কোরআনের এ আয়াত নাজিল হইল। ঈমানের দৃঢ়তা ও আল্লাহ এবং রাছুলের প্রতি তাহার ভালোবাসা কত গভীর ছিল যে সুদূর মক্কা হইতে কন্যার সহিত দেখা করিতে আসা সত্ত্বেও নবীজীর অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত হজরত আসমা (রা:) কোন প্রকার সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন না।

বিভিন্ন বর্ণনায় এ ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে। অমুসলমানদেরকে দান খয়রাত করা সাহাবাগণ ইসলামের প্রাথমিক যুগে পছন্দ করিতেন না। আল্লাহ তায়ালা তখন সূরা বাকারার ৩৭ রুকু এ আয়াতটি নাখিল করেন: উহাদের ঠিক পথে লইয়া আসা তোমার দায়িত্ব নহে এবং আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা ঠিক পথে লইয়া আসেন, বস্তুত তোমরা

যাহা কিছু ব্যয় কর তাহা তোমাদের নিজেদেরই জন্য।

অর্থাৎ তোমরা ছদকা ইত্যাদি যাহা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যয় করিয়া থাক উহাতে কাকফের হোক বা মুসলমান সকল পরমুখাপেক্ষীই অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। হজরত ইবনে আব্বাস (রা:) বলেন মুসলমানেরা নিজেদের কাকফের আত্মীয় স্বজনকে সাহায্য করা পছন্দ করিতেন না তাহারা চাহিতেন যে উহারাও ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করুক। এ ব্যাপারে তাহারা নবী করিম (ছ:) এর নিকট অনুরোধ করিলেন আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত নাখিল করিলেন। এ প্রসঙ্গে আরো কয়েকটি বর্ণনা রহিয়াছে।

ইমাম গাম্ভালী (রা:) লিখিয়াছেন একজন অগ্নিপূজক হজরত ইব্রাহীম (আ:) এর কাছে গিয়া তাহার মেহমান হওয়ার আবেদন করিলে তিনি বলিলেন তুমি মুসলমান হইলে আমি তোমার মেহমানদারী করিতে পারি। অগ্নিপূজক চলিয়া গেল। আল্লাহ তায়ালা ওহী নাখিল করিলেন যে ইব্রাহীম, তুমি এক বেলা অন্ন অগ্নিপূজককে দিতে পারিলে না অথচ আমি তাহাকে ৭০ বছর যাবত তাহার কুকুরী সত্ত্বেও অন্ন দান করিতেছি। এক বেলা অন্ন দিলে কি এমন অসুবিধা হইত। ওহী নাখিলের পর ইব্রাহীম (আ:) উক্ত অগ্নি পূজকের সম্মানে বাহির হইলেন এবং তাহাকে ফিরাইয়া আনিলেন, এবং তাহাকে আহার করাইলেন। ইব্রাহীম (আ:) ওহীর ঘটনা বর্ণনা করিলে লোকটি অভিভূত হইয়া মুসলমান হইয়া গেল। (এহইয়া)

একটি হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে, তিনটি জিনিস এমন রহিয়াছে, যে ব্যাপারে কাহারো কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। (১) পিতামাতা মুসলমান হোক বা কাকফের হোক তাহাদের সহিত অন্নগ্রহমূলক ব্যবহার করিতে হইবে। (২) মুসলমান বা কাকফের যাহার সাথেই ওয়াদা করা হোক না কেন সেই ওয়াদা পালন করিতে হইবে। মুসলমানের হোক বা কাকফেরের হোক যাহারই আমানত রাখা হোক না কেন তাহা ফেরৎ দিতে হইবে। (জামেউস সগীর)

মোহাম্মদ ইবনুল হানফিয়া, আতা, (রা:) এবং কাদাতা তিনজন হইতে বর্ণিত আছে যে ছুরা আহকাকের এই আয়াতে—“কিন্তু যাহা তোমরা তোমাদের বন্ধুদের প্রতি উপকার কর”—মুসলমানদেরকে ইচ্ছা

নাসারা এবং অমুসলমান আত্মীয়জনের জন্ত ওসিয়তের কথা বলা হইয়াছে।

সমস্ত মাথলুক আল্লাহর পরিবারভুক্ত

(৮) عَنْ أَنَسٍ (رَضِيَ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَلْقُ عِيَالُ اللَّهِ ذَا حَبٍّ الْخَلْقُ إِلَى اللَّهِ مِنْ أَحْسَنِ إِلَى عِيَالِهِ - مَذْكُورَةٌ -

অর্থাৎ নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন, সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর পরিবার যে ব্যক্তি তাঁহার পরিবারের সহিত সদ্যবহার করে আল্লাহ তাহাকে ভাল-বাসেন।

ফায়েরদা : আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে কাফের মুসলমান জীবজন্তু পশু-পাখী সবই অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। প্রতিটি সৃষ্টির সহিত সদ্যবহার করা আল্লাহর নির্দেশ এবং ইহা আল্লাহর পছন্দনীয়। প্রথম পরিচ্ছেদের ১০নং হাদীছে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, একজন কাহেশা নারীকে একটি কুকুরকে পানি পান করানোর কারণে মার্জনা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ৮নং হাদীছে উল্লেখ করা হইয়াছে যে একজন নারীকে এ কারণেই শাস্তি দেওয়া হইয়াছে যে সে একটি বিড়াল পালন করিত কিন্তু তাহাকে খাইতে দেয় নাই। জীবজন্তুর ব্যাপারে এইরূপ অবস্থা হইলে মানুষ তো সৃষ্টির সেরা জীব তাহাদের সহিত অনুগ্রহ এবং সদ্যবহারের বিনিময় কত বেশী হইবে।

নবীকরিম (ছঃ) বলেন, ভূপৃষ্ঠের অধিবাসীদের প্রতি তোমরা দয়া কর আকাশে যিনি থাকেন তিনি তোমাদেরকে দয়া করিবেন আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রতি দয়া করেন না, যে অস্ত্রের প্রতি দয়া করে না। অন্য এক হাদীছে নবীজী বলেন যেই ব্যক্তির অন্তর হইতে দয়া বাহির করিয়া দেওয়া হয় সে ব্যক্তি হতভাগ্য। (মেশকাত)

নবীকরিম (ছঃ) এর সারাটি জীবন সমগ্র পৃথিবীর জন্ত রহমত স্বরূপ। তাঁহার জীবনের প্রতিটি ঘটনা সাক্ষ্য দিতেছে যে তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী পর্যালোচনা করা এবং তাহার অনুসরণ করা উম্মতের

জন্ত অবশ্য কর্তব্য আল্লাহ তায়ালা কোরানে বলিয়াছেন, হে নবী আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্ব জাহানের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছি।

এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যাহারা নবীজীর প্রতি ঈমাম আনয়ন করে তাহাদের জন্ত তাঁহার সত্তা ছনিয়া ও আখেরাতের জন্য রহমত স্বরূপ, কিন্তু যাহারা ঈমান আনয়ন করে না তাহাদের জন্যও তিনি রহমত স্বরূপ, কেননা তাহারা পূর্ববর্তী উম্মতদের মত কুফুরীর কারণে ইহলৌকিক জীবনের আজাব হইতে নিকৃতি পাইয়াছে। ফলে তাহারা ভূপৃষ্ঠে ধসিয়া যাওয়া আকাশ হইতে পাথর বর্ষিত হইয়া ও হত্যার আজাব হইতে রক্ষা পাইতেছে।

হজরত আবু হোরাযরা (রাঃ) বলেন, কতিপয় লোক নবীকরিম (ছঃ) এর নিকট আবেদন করিলেন যে কোরায়েশগণ মুসলমানদের অনেক কষ্ট দিয়াছে অনেক অত্যাচার করিয়াছে আপনি তাহাদের জন্য বদদোয়া করুন। নবীজী বলিলেন, আমি বদদোয়া করার জন্ত প্রেরিত হই নাই আমি মানুষের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরিত হইয়াছি! আরো বহু সংখ্যক বর্ণনায় এ বিষয় উল্লেখিত রহিয়াছে। (ছুরের মনছুর)

নবীকরিম (ছঃ) এর তায়েফ সফরের হৃদয় বিদারক ঘটনা হেকায়েতে ছাহাবার প্রথম দিকে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। হতভাগ্য তায়েফবাসীরা নবীজীকে এতকষ্ট দিয়াছে যে তাঁহার পবিত্র দেহ হইতে রক্ত ধারা জারি হইয়াছিল। ইহাতে পাহাড় সমূহের দায়িবে নিয়োজিত ফেরেশতা নবীজীর কাছে আবেদন করিলেন যে, আপনি যদি অনুমতি দেন তবে ছুইদিক হইতে পাহাড় একত্রিত করিয়া উহাদিগকে পিষ্ট করিয়া দিব। নবীজী বলিলেন, আমি আশা করি ইহারা মুসলমান না হইলেও আল্লাহ তায়ালা উহাদের বংশধরদের কাউকে হয়তো তাঁহার নাম লওয়ার তওফীক দিবেন।

ওহদের যুদ্ধে নবীকরিম (ছঃ) এর দান্দান মোবারক শহীদ হয়। কাফেরদের প্রতি বদদোয়ার আবেদন জানানো হইলে নবীকরিম (ছঃ) বলিলেন, হে আল্লাহ তায়ালা আমার কণ্ঠকে হেদায়েত করুন, তাহার। বুঝে না। হজরত ওমর (রাঃ) বলিলেন হে আল্লাহর রাছুল! আপনিও

যদি হজরত নুহের (আঃ) মত বদদোয়া করিতেন তাহা হইলে আমরা সবাই ধ্বংস হইতাম। নবীজীকে সকল প্রকার কষ্ট দেওয়া সত্ত্বেও তিনি সব সময় মোনাজাত করিতেন, হে আল্লাহ আমার কণ্ঠকে ক্ষমা করিয়া দাও, কেননা তাহারা জানে না।

কাজী আয়াজ (রহঃ) বলেন এ অবস্থাকে গভীরভাবে দেখা দরকার নবীজীর কতো উন্নত চরিত্র ছিল, কতো করুণাপ্রবন অন্তর ছিল যে সকল প্রকার অত্যাচার নির্ধাতন সত্ত্বেও তিনি স্বজাতির পথভ্রষ্ট লোকদের জন্য কখনো মাগকেরাতের কখনো হেদায়েতের দোয়া করিতেন। গাওয়াছ ইবনে হারেসের ঘটনা বিখ্যাত যে এক সফরে নবী করিম (ছঃ) একাকী ঘুমাইয়াছিলেন এমন সময় সে তলোয়ার হাতে নবীজীর শিয়রে পৌছিল। হুকার দিয়া সে বলিল, এবার তোমাকে কে রক্ষা করিবে? নবীজীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি বলিলেন, আল্লাহ জাম্মা-শানুহ, একথা বলার সাথে সাথে তাহার হাত কাঁপিতে কাঁপিতে তলোয়ার পড়িয়া গেল। নবীজী তলোয়ার হাতে লইয়া বলিলেন, বল, তোমাকে এবার কে রক্ষা করিবে? সে বলিল আপনি। নবীজী তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিলেন।

ইহুদী নারী কতৃক নবীজীকে বিষ প্রদানের ঘটনাতো সুবিখ্যাত। সেই নারী স্বীকারও করিয়াছিল কিন্তু নবীজী প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নাই। লবিদ ইবনে আসেম নবীজীর উপর যাহু করিয়াছিল নবীজী তাহা জানিতেও পারিয়াছিলেন কিন্তু তিনি এ ঘটনা সম্পর্কে আলাপ আলোচনা ও পছন্দ করেন নাই। এই ধরনের দুই চারটি ঘটনা নহে শত্রুদের প্রতি করুণা প্রদর্শনের অসংখ্য ঘটনা নবীকরিম (ছঃ) এর জীবনে রহিয়াছে। (শামা)

নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন পরম্পরের সহিত করুণা পূর্ণ ব্যবহার না করা পর্যন্ত তোমরা মোমেন হইতে পারিবে না। সাহাবাগণ বলিলেন হে আল্লাহর রাসূল, আমরা সবাইতো করুণা প্রদর্শন করিয়াই থাকি। নবীজী বলিলেন, নিজের সাথে যাহা করা হয় তাহা করুণা নহে বরং করুণা হইল সার্বজনীন। নবীকরিম (ছঃ) একটি গৃহে গমন করিলেন, সেখানে কয়েকজন কোরায়েশ উপস্থিত ছিলেন। নবীজী

বলিলেন, লালন ক্ষমতা এবং সালতানাতের ধারা কোরায়েশদের মধ্যেই থাকিবে যতোদিন পর্যন্ত মানুষ তাহাদের কাছে করুণার আবেদন করিয়া বিমূখ হইবে না, আদেশ প্রদানে ন্যায় পরায়নতা অবলম্বন করিবে, কোন জিনিস বর্জন করার সময় সুবিচার করিবে। যে ব্যক্তি এসব বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবে না তাহার প্রতি আল্লাহর লানত ফেরেশতাদের লানত এবং সকল মানুষের লানত।

একবার নবীজী একটি গৃহে গমন করিলেন। মুহাজির ও আন-সারদের মধ্যে কয়েকজন লোক সেখানে হাজির ছিলেন, নবীজীকে দেখিয়া সবাই আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তাহারা ভাবি-য়াছিলেন নবীজী উপবেশন করিবেন। নবীজী দরজায় রহিলেন এবং দরজার ছ'পাশে হাত রাখিয়া বলিলেন, তোমাদের উপর আমার অনেক হক রহিয়াছে? রাজ্য পরিচালনার ভার কোরায়েশদের উপর থাকিবে যতোদিন পর্যন্ত তাহারা তিনটি বিষয়ে সচেতনতা অবলম্বন করে। (১) যে ব্যক্তি দয়ার আবেদন জানায় তাহাকে আবেদন অনু-যায়ী দয়া করিবে। (২) বিচার করিলে সুবিচার করিবে (৩) কাহারো সহিত অঙ্গীকার করিলে তাহা পালন করিবে। যাহারা এইসব পালন করিবে না তাহাদের প্রতি আল্লাহর লানত ফেরেশতাদের লানত এবং সকল মানুষের লানত।

নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন যে ব্যক্তি একটি চড়ুইকেও অশ্রদ্ধা ভাবে জবাই করিবে কয়ামতের দিন তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে। সাহাবাগণ আরজ করিলেন, এ ব্যাপারে ন্যায় কি? নবীজী বলিলেন জবাই করিয়া তাহা ভক্ষণ করিবে, এমন নহে যে জবাই করিয়া ফেলিয়া দিবে। অনেক হাদীছে অধীনস্থ দাস-দাসীদেরকে নিজের অমুরূপ পানাহার করানোর নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। নিজের মতই পোশাক পরিধান কারাইতে বলা হইয়াছে। যাহার সাথে বনিবনা হয় না তাহাকে বিক্রয় করিয়া দিবে কিন্তু নির্ধাতন করিতে পারিবে না।

(তারগীব)

নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন, তোমাদের কোন ভৃত্য তোমাদের জন্ত কোন জিনিস রান্না করিয়া আনিলে তাহাকে নিজের সহিত

আহার কারাইবে। এই রান্নার সে গরম ও ঘোঁয়ার কষ্ট সহ্য করি-
রাছে। যদি তাহাকে পুরাপুরি খাওয়ানোর মত পরিমিত পরিমাণ না
থাকে তবে অল্প কিছু হইলেও দিয়ো। (মেশকাত)

নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন, অধিনস্থদের সহিত সদ্যবহার করা
উৎকৃষ্ট কাজ আর তাহাদের সহিত দুর্ব্যবহার করা দুর্ভাগ্যজনক।

(মেশকাত)

মোটকথা নবীকরিম (ছঃ) সকল শ্রেণীর সৃষ্টির সহিত করুণাপূর্ণ
ব্যবহারের এবং নানাভাবে তাহাদের সহিত সহৃদয়তামূলক আচরণের
অন্ত বিশেষ ভাবে তাগিদ দিয়াছেন।

(৭) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَيْسَ الْإِسْلَامُ إِلَّا بِإِصْلَاحِ النَّفْسِ وَالْإِصْلَاحِ أَنْ تَطِيعَتْ رَحْمَةً
وَصَلَاها -

অর্থাৎ নবী করিম (ছঃ) বলিয়াছেন সেই ব্যক্তি নিকট আত্মীয়দের
সহিত সম্পর্ক স্থাপনকারী নহে যে নাকি সমতা ভিত্তিক কর্কশলাপ
করে বরং সম্পর্ক স্থাপনকারী সেই ব্যক্তি যে নাকি অন্যের সম্পর্ক
ছিন্ন করার পর সম্পর্ক স্থাপন করে।

ফায়ুদা : ইহা অতিশয় স্পষ্ট ব্যাপার যখন আপনি সকল বিষয়ে
অন্তের অনুকরণ করিবেন তবে কি আপনাকে আত্মীয়তার সম্পর্ক
স্থাপনকারী বলা যাইবে? অপরিচিত কোন লোকের সঙ্গেও ইহা
হইতে পারে, আপনার প্রতি যে লোক অনুগ্রহ করিবে আপনিও
তাহার সহিত অনুগ্রহপূর্ণ ব্যবস্থা করিবেন। করিতে বাধ্য থাকিবেন
বলা যায়। পক্ষান্তরে যদি কেহ অবহেলা করিয়া তোমার সাথে
সম্পর্ক ছিন্ন করে তবে সেই ক্ষেত্রে সম্পর্ক স্থাপন করাটাই নিকটাত্মী-
য়দের সহিত সম্পর্ক স্থাপন বলিয়া অভিহিত করা যায়। অতঃপক্ষের
আচরণ কিরূপ তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই, বরং সব সময় নিজের
দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থাকা দরকার। এমন যেন না হয়
যে অতঃপক্ষের কোন হুকুম নিজের উপর থাকিয়া যায়, যে জন্ত কেয়াস-
ভের দিন জবাবদিহি করিতে হয়। অতঃপক্ষের নিকট হইতে আসারূপ
সদ্যবহার না পাইলেও দু'খিত হওয়ার কিছুই নাই বরং এ জন্য আনন্দিত

হইতে হইবে যে, পরকালে যে পুরস্কার পাওয়া যাইবে তাহা এখানের
পুরস্কারের চাইতে অনেক বেশী।

রাসুলে করিম (ছঃ) এর নিকট একজন সাহাবী আসিয়া বলিল,
হে আল্লাহর রাসুল, আমার আত্মীয়স্বজন রহিয়াছে, আমি তাহাদের
সহিত অনুগ্রহ স্থাপন করি কিন্তু তাহারা মন্দ ব্যবহার করে। প্রতিটি
বিষয়ে আমি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেই কিন্তু তাহারা মুখতার পরিচয়
দেয়। নবীকরিম (ছঃ) বলিলেন, যদি এইসব সত্য হয় তবে তুমি
তাহাদের মুখে মাটি প্রবেশ করাইতেছ এবং তোমার সহিত আল্লাহর
সাহায্য সামিল থাকিবে যতদিন তুমি নিজের এইরূপ অভ্যাস অব্যাহত
রাখিবে। (মেশকাত)

আল্লাহর সাহায্য সঙ্গে থাকিলে কাহারো ক্ষতিই তোমার কোন
প্রকার ক্ষতি করিতে পারে না, কাহারো অসদ্যবহার তোমাকে সদ্য-
বহার হইতে বিরত করিতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা যাহার
সাহায্যকারী হন অন্য কাহারো সাহায্যের তাহার প্রয়োজন হয় না।
সমগ্র বিশ্ব চেষ্টা করিলেও তাহার কোন ক্ষতি করিতে পারে না।
এক হাদীছে নবীকরিম (ছঃ) বলেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে ৯টি
বিষয়ে আদেশ করিয়াছেন। (১) ভিতরে বাহিরে উভয় ক্ষেত্রে অর্থাৎ
জাহেদে বাতেনে আল্লাহর ভয়। (২) সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টি উভয় অবস্থায়ই
সত্যন্যায়ের কথা অর্থাৎ ইনসাফ করিতে হইবে। (৩) দারিদ্র ও স্বাচ্ছন্দ
উভয় অবস্থায় মিতব্যয়িতার আশ্রয় গ্রহণ। (৪) সম্পর্ক ছিন্নকারীর
সহিত সম্পর্ক স্থাপন। (৫) নিজের দান হইতে যে আমাকে বঞ্চিত
করে তাহার সহিত সদ্যবহার। (৬) যে ব্যক্তি জুলুম করে তাহাকে
মার্জনা করা। (৭) নীরবতা যেন আল্লাহর নিদর্শনের স্রণ হয়।
(৮) কথায় আল্লাহর জিকির প্রকাশ পায়। (৯) দৃষ্টি যেন নদীহত
পূর্ণ হয়। (১০) সংকাজের আদেশ। প্রথমে ৯টি বলিয়াছেন কিন্তু
বিস্তারিত বর্ণনায় ১০টি হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই দশটি পূর্বোক্ত
৯টির ব্যাখ্যা হইতে পারে আবার ৭টি বা ৮টিও হইতে পারে। দুইটি
মুখোমুখি হওয়ার তাহা একটির অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। যেন প্রথম
জাহেদ বাতেনে একটি ধরা হইয়াছে, সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টিতে একটি ধরা

হইয়াছে।

হাকিম ইবনে হাজ্বাম (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি নবী করিম (ছঃ) এর নিকট জিজ্ঞাসা করিল উত্তম সদকা কি? নবীজী বলিলেন, কাশেহ আত্মীয়স্বজনের সহিত সুসম্পর্ক স্থাপন। (মেশকাত) কাশেহ সেই ব্যক্তিকে বলা হয় যে ব্যক্তির মনে কাহারো প্রতি শত্রুতা ও ঘৃণা পোষণ করে। একটি হাদীছে নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি চায় যে কেসামতে উঁচু উঁচু বাসভবন এবং উচ্চ মর্যাদা লাভ করিবে তাহার উচিত তাহার প্রতি জুলুমকারীকে ক্ষমা করা, তাহাকে দান হইতে বঞ্চিত কারীকে অল্পএহ করা তাহার সহিত সম্পর্ক ছিন্নকারীর সহিত সম্পর্ক স্থাপন। (দোররে মনছুর)

একটি হাদীছে রহিয়াছে যখন ছুরা আরাকের চব্বিশতম রুকু এই আয়াত নাজিল হইল, ক্ষমাশীলতা গ্রহণ কর, পুণ্য কাজের আদেশ কর এবং মুখদের সংস্পর্শ হইতে দূরে থাক—তখন নবীকরিম (ছঃ) হজরত জিব্রাইল (আঃ)-কে এই আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করিলেন। জিব্রাইল (আঃ) বলিলেন, যিনি জানেন তাহার নিকট হইতে (আল্লাহ তায়ালা) জানিয়া উত্তর দিব। একথা বলিয়া জিব্রাইল (আঃ) চলিয়া গেলেন, তারপর ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আপনার প্রতি জুলুম করিবে তাহাকে ক্ষমা করিবেন, যে ব্যক্তি আপনাকে দান হইতে বঞ্চিত করিবে তাহাকে দান করিবেন আর যে ব্যক্তি আপনার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিবে তাহার সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিবেন।

অন্য এক হাদীছে এ ঘটনার পর উল্লেখ করা হইয়াছে যে, অতঃপর নবী করিম (ছঃ) লোকদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আমি তোমাদেরকে ইহ পরকালের সর্বোৎকৃষ্ট চরিত্রের কথা বলিব? সাহাবাগণ বলিলেন, জী অবগুই বলুন। নবীকরিম (ছঃ) বলিলেন, তোমার উপর যে ব্যক্তি জুলুম করিবে তাহাকে ক্ষমা করিবে, তোমাকে যে দান হইতে বঞ্চিত রাখিবে তাহাকে দান করিবে, তোমার সহিত যে সম্পর্ক ছিন্ন করিবে তাহার সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিবে।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন আমি তোমাকে প্রথম ও শেষের উত্তম চরিত্র সম্পর্কে অবহিত করিব?

আমি আরজ করিলাম জী অবগুই বলুন। নবী করিম (ছঃ) বলিলেন, তোমাকে যে ব্যক্তি নিজের দান হইতে বঞ্চিত করিবে তাহাকে দান কর। তোমার প্রতি যে ব্যক্তি জুলুম করিবে তাহাকে মার্জনা কর। তোমার সহিত যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করিবে তাহার সহিত তুমি সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করিবে।

হজরত ওকবা (রাঃ) বলেন, নবী করিম (ছঃ) আমাকে বলিয়াছেন, আমি তোমাকে ছনিয়া ও আখেরাতের উৎকৃষ্ট চরিত্রের কথা বলিতেছি অতঃপর তিনি উপরোক্ত তিনটি বিষয় উল্লেখ করিলেন। অতঃপর সাহাবাগণও একই বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন।

হজরত আবু হোরায়া (রাঃ) নবী করিম (ছঃ) এর বাণী নকল করিয়াছেন যে, মানুষ প্রকৃত ঈমান পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে না বতফর না সে তাহার সহিত সম্পর্ক ছিন্নকারীদের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করে তাহার উপর জুলুম কারীদের ক্ষমা করে, তাহার প্রতি গালীগালাহ-কারীদের মার্জনা করে এবং তাহার সহিত মন্দ ব্যবহারকারীদের সহিত ভাল ব্যবহার করে। (দুররে মনছুর)

দুইটি পাপের সাজা ছনিয়াতেও ভোগ করিতে হয়

(১০) عَنْ أَبِي بَكْرٍ (رَضِيَ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ ذَنْبٍ أَحْرَى أَنْ يَعْجَلَ اللَّهُ لَهَا حَبْءَ الْعُقُوبَةِ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدْخُلُ لَهَا فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْبَغْيِ وَظُلْمَةِ الْأَرْحَامِ -

অর্থাৎ নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন, দুইটি গুণাহ এমন রহিয়াছে যাহার শাস্তি পরকালের জন্ত সঞ্চিত থাকা সত্ত্বেও ইহকালেও ভোগ করিতে হইবে। এই দুইটি গুণাহ হইতেছে জুলুম এবং নিকটাত্মীয়ের সহিত সম্পর্ক ছিন্নকরণ।

ফায়দা : জুলুম অত্যাচার এবং নিকটাত্মীয়ের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করা এমন দুটি পাপ যে আখেরাতে তাহার জগৎ কঠিন শাস্তি ভোগ তো করিতে হইবেই, এ পৃথিবীতেও তাহার শাস্তি ভোগ করিতে হয়। হাদীছে রহিয়াছে আল্লাহ ইচ্ছা করিলে সকল গুণাহ মাক করিয়া দেন কিন্তু পিতামাতার সহিত নাকরমানী করার শাস্তি মৃত্যুর আগেই প্রদান করেন। (মেশকাত)

একটি হাদীছে রহিয়াছে, প্রতিটি পাপের শাস্তিই আল্লাহ তায়ালা আখেরাতে দিয়া থাকেন কিন্তু পিতামাতার সহিত নাকরমানীর শাস্তি খুব শীঘ্রই পৃথিবীতেই প্রদান করেন। (জামেউস্-সগীর)

অনেক হাদীছে এমন ও উল্লেখ রহিয়াছে আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন আত্মীয়তার সম্পর্কে কথা বলার শক্তি দিবেন, সে আরশে মুয়াল্লা ধরিয়া আল্লাহর কাছে আবেদন করিবে, হে আল্লাহ! যে আমার সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছে তুমি তাহার সহিত সম্পর্ক স্থাপন কর। আর যে আমাকে ছিন্ন করিয়াছে তাহার সহিত তুমি সম্পর্ক ছিন্ন কর।

অনেক হাদীছে আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন, রেহম শব্দ পবিত্র নাম রহমান হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে, যে ব্যক্তি রেহম (আত্মীয়দের সহিত সম্পর্ক) স্থাপন করিবে রহমান তাহার সহিত সম্পর্ক করিবে আর যে ব্যক্তি ছিন্ন করিবেন আল্লাহ তাহার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিবেন।

একটি হাদীছে রহিয়াছে, প্রতি শুক্রবার রাতে আল্লাহর নিকট বান্দার আমল পেশ করা হয় কিন্তু আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর কোন আমল কবুল হয় না। (ছুররে মনজুর)

ফকীহ আবুল লায়স (রহঃ) বলেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা এতো নিকৃষ্ট পাপ যে এধরনের পাপকারীর নিকট যাহারা বসে তাহাদের ও আল্লাহ তাহার দয়া হইতে দূরে সরাইয়া দেন। এ কারণে প্রত্যেকের উচিত আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার পাপ হইতে তওবা করা এবং আত্মীয়তার সম্পর্কের গুরুত্ব অনুধাবন করা।

নবী করিম (ছঃ) বলিয়াছেন, আত্মীয়তার সম্পর্কের বন্ধন স্থাপনকারীর পুণ্যসম অথ কোন পুণ্য নাই, যাহার বিনিময় অতি শীঘ্র পাওয়া যায় আর এই বন্ধন ছিন্ন করা ও জুলুম করার মতো কোন পাপ নাই যাহার শাস্তি পরকালে সংরক্ষিত থাকা সত্ত্বেও খুব শীঘ্রই ছনিয়াতেও ভোগ করিতে হয়। (তাস্বীহুল গাফেলীন)

হজরত আবুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) একবার কবরের পর একটি সমাবেশে উপবিষ্ট ছিলেন, সেখানে তিনি বলিলেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহর কসম দিতেছি, যদি তোমাদের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্কের বন্ধনছিন্নকারী কোন ব্যক্তি থাকিয়া থাকে তবে সে যেন চলিয়া

যায় আমরা আল্লাহর কাছে একটি বিষয়ে দোয়া করিতে চাই। নিকটাত্মীয়দের সহিত সদ্যবহারের সম্পর্ক ছিন্নকারীর জন্য আকাশের দরওয়াজা বন্ধ হইয়া যায়। (তারগীব)

অর্থাৎ তাহার দোয়া আকাশে পৌঁছায় না তাহার আমেই আকাশের দরওয়াজা বন্ধ করিয়া দেয়া হয়। এ ধরনের লোকের দোয়ার সহিত আমাদের দোয়া মিশিত হইলে দরওয়াজা বন্ধ থাকার কারণে সেই দোয়া (ছনিয়াতেই) থাকিয়া যাইবে। বহু সংখ্যক বর্ণনার এ বিষয়ে উল্লেখ করা হইয়াছে। ছনিয়ার ঘটনাবলী হইতেও জানা যায় যে নিকটাত্মীয়দের সহিত সম্পর্ক ছিন্নকারী পৃথিবীতে এমন সব বিপদে পতিত হয় যাহাতে শুধু কাঁদিতেই থাকে। অথচ নিজের নিবুদ্ভিতা ও মুখতার কারণে জানিতেও পারে না যে এ পাপ হইতে তওবা না করিলে সেই পাপের প্রতিকার না করিলে, বদল না নিলে এ বিপদ ও আজাব হইতে নিষ্কৃতির জন্ত যতই চেষ্টা তদবির করা হোকনা কেন নিষ্কৃতি মিলিবে না। তবে ছনিয়ার শাস্তি ও আজাবে জড়িত হওয়া কোন প্রকার বদদ্বীনীতে জড়িত হওয়ার চাইতে বরং ভাল। কারণ ইহাতে অনেক সময় তওবা করার সুযোগও হয় না। আল্লাহ তায়ালা তাহার দয়া ও করুণায় সবাইকে নিরাপদে রাখুন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জাকাত প্রদানের তাগিদ

এবং ফাজায়েলের বিবরণ

জাকাত আদায় করা ইসলামের স্তম্ভ সমূহের মধ্যে অষ্টম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। আল্লাহ জাল্লা শাহুহ পবিত্র কোরআনে ৮২ জায়গায় নামাজ কয়েদের সাথে সাথে জাকাত প্রদানেরও নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন। ইহাছাড়া বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ তাবের জাকাত প্রদানের নির্দেশ রহিয়াছে। নবী করিম (ছঃ) বলিয়াছেন, ইসলামের বুন্যাদ পাঁচটি জিনিসের উপর প্রতিষ্ঠিত : কালেমা তাইয়েবার প্রতিশ্রুতি, নামাজ জাকাত, রোজা এবং হজ। একটি হাদীছে রহিয়াছে, আল্লাহ তায়ালা সেই ব্যক্তির নামাজ কবুল করেন না যে ব্যক্তি জাকাত প্রদান করে না। কেননা আল্লাহ তায়ালা কোরআনে জাকাতকে নামাজের সহিত এক-

ত্রিত করিয়াছেন, কাজেই এই দুইটির প্রতি পার্থক্য করিও না। (কান্জ)

ওলামায়ে কেরাম একমতে উপনীত হইয়াছেন যে, ইহাদের মধ্যে কোন একটি অস্বীকারকারী কাফের। এই পাঁচটি জিনিস ইসলামের ভিত্তি এবং ইবাদত হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ। এইসব জিনিসের উপরই ইসলামের পরিচয় প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু গভীর দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিলে ইহার মূলকথা তা বুঝে আসে কি আল্লাহকে মাবুদ বা উপাস্ত বলিয়া স্বীকার করিলে প্রিয়তমের দরবারে দুইটি হাজিরা অবশিষ্ট থাকে। প্রথম হাজিরা হইতেছে আত্মিক হাজিরা বা উপস্থিতি, যাহা নামাজের মাধ্যমে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এ কারণেই নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন, নামাজের মাধ্যমে নামাজী আল্লাহ তায়ালা সহিত আলাপ করে। একারণেই ইহাকে মেরাজুল মোমেনীন বলা হয়। এই উপস্থিতিতে সর্বক্ষণের প্রয়োজনের চাহিদা মালিকের দরবারে পেশ করার সময়।

একারণেই বারবার হাজিরার প্রয়োজন দেখা দেয়, যেহেতু মানুষের প্রয়োজন ও চাহিদা সর্বক্ষণ লাগিয়াই থাকে। হাদীছে বার বার উল্লেখ রহিয়াছে যে, নবীকরিম (ছঃ) এবং সকল আশ্রিয়ায়ে কেরাম কোন প্রয়োজন দেখা দিলে নামাজ পাঠে আত্মনিয়োগ করিতেন। এই হাজিরায় বান্দার পক্ষ হইতে আল্লাহর গুনগানের পর তাঁহার নিকট সাহায্যের আবেদন জানানো হয়। এই আবেদন আল্লাহ তায়ালা নিকট মঞ্জুর করারও অস্বীকার রহিয়াছে। হাদীছ শরীফে ছুরা ফাতেহার তাফছীরে ইহার বর্ণনা রহিয়াছে। একারণে যখন নামাজের জন্য আহ্বান জানানো হয় তখন নামাজের জন্য আস বলার সাথে সাথে ঘোষণা করা হয় যে কামিয়াবীর জন্য আস। অর্থাৎ উভয় জাহানের সাফল্যের জন্য আস। নামাজের মাধ্যমে যেহেতু উভয় জাহানের কল্যাণ ও সাফল্য মহান প্রতিপালকের দরবারে পাওয়া যায়। দ্বীন দুনিয়া উভয়ই লাভ হয় : একারণে জাকাত যেন তাহার পূর্ণতা বিধান। আল্লাহ যেন বলিয়া দেন যে; আমার দরবার হইতে যাহা দান করা হইয়াছে তাহা হইতে অতি সামান্য অংশ শতকরা আড়াই টাকা আমার নামোচচারনকারী ফকিরদেরকেও দান কর। ইহা যেন শুকরিয়া স্বরূপ।

ইহা বিবেক সম্মত এবং স্বভাব সম্মত ব্যাপার যে, দরবারে পাওয়া দানের মধ্যে দরবারের ভৃত্যদেরও কিছু দেওয়া হয়। একারণে কোরানে যেখানে নামাজের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে সাথে সাথে যাকাতের ও নির্দেশ রহিয়াছে। অর্থাৎ নামাজের মাধ্যমে আমার নিকট সাহায্য চাও এবং গ্রহণ কর। অতঃপর ইহা হইতে যাহা পাওয়া যায় তাহার কিছু অংশ আমার নাম স্মরণ কারীদেরকেও দান কর। এই সামান্য দানের কারণে পৃথকভাবে সওয়াব এবং প্রচুর পুরস্কারের অস্বীকারও রহিয়াছে।

দ্বিতীয়ত প্রিয়তমের গৃহে শারীরিক ভাবে উপস্থিতি। ইহাকে হজ্জ বলা হয়। যেহেতু এই ইবাদতে আত্মিক ও শারীরিক কষ্ট স্বীকার করিতে হয় এ কারণে সমর্থ থাকিলে সমগ্র জীবনে শুধু একবার হাজির হওয়া অত্যাৱশ্যক বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তবে সেখানে হাজিরার জন্য নিজেকে সকল প্রকার অপবিত্রতা হইতে মুক্ত হইতে হইবে। সেই উদ্দেশ্যে কিছুকাল রোজা পালন অত্যাৱশ্যক বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এইভাবে পবিত্র হইলে আল্লাহর গৃহে হাজীর হওয়ার যোগ্যতা অর্জিত হইবে। একারণে রোজার মাস শেষ হওয়ার সাথে সাথে হজ্জের সময় শুরু হয়। ফেকাহবিদগণ সম্ভবত এই যুক্তিকতার কারণেই এ সকল ইবাদতের তরতীব তাহাদের গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত রোজার মধ্যে অন্যান্য বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকা এই বৈশিষ্ট্যের পরিপন্থী নহে। ধন-সম্পদ ব্যয় না করার ব্যাপারে কোরানের আয়াতে যে সব সতর্কতা উচ্চারিত হইয়াছে তাহার কিছু কিছু দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ করা হইয়াছে। অধিকাংশ ওলামার মতে এই সতর্কতা যাকাত আদায় না করার প্রেক্ষিতেই নাজিল হইয়াছে। মুসলমানদের জন্য তো একটি আয়াত বা একটি হাদীছ উল্লেখ করাই যথেষ্ট, আর যাহারা নামমাত্র মুসলমান তাহাদের জন্য সমগ্র কোরানে এবং হাদীছের দপ্তরও নিষ্ফল। অনুগতদের জন্য আল্লাহ ও রাসুলের ফরমান একবার জানাটাই যথেষ্ট, কিন্তু অবাধ্য অর্থাৎ নাফরমানদের জন্য হাজার তাগিদ ও নিরর্থক।

আয়াত

(১) **وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكعُوا مَعَ الرَّائِعِينَ** -

অর্থাৎ তোমরা নামাজ কয়েম কর এবং জাকাত আদায় কর এবং ঋণকারীদের সহিত রুকু কর।

ফায়েদা : মাওলানা খানবী (রহঃ) লিখিয়াছেন, ইসলামের বিধি-বিধানের মধ্যে দুই প্রকারের আমল রহিয়াছে। জাহেরী ও বাতেনী জাহেরী বাতেনী দুইভাবে বিভক্ত, শারীরিক ও আখিক ইবাদত। ইহার মধ্যে নামাজ শারীরিক ইবাদত যেহেতু ইবাদতে বাতেনীর ক্ষেত্রে দিনরী ও অল্পগত লোকদের সহায়তার বিরূপ প্রভাব রহিয়াছে একারণে ঋণকারীর সহিত রুকু কথাটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম হইয়াছে।

(বয়ানুল কোরান)

একথা ঋণকারী রুকু দ্বারা নম্রতা ও বিনয় পোষায়। কোরানের উপরোক্ত আয়াতে স্পষ্টতা বোঝায় যে এসকল ইবাদতের মধ্যে নামাজ হইতেছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। একারণেই এই ইবাদতকে সর্বপ্রথমে স্থান দেওয়া হইয়াছে। বাক্যে দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত হওয়ায় সতঃপর দাকাতের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। ইবাদতকে ইহাদের জাহেরী অবস্থা বাতেনী অবস্থার উপর অগ্রাধিকার পাইয়াছে। এ কারণে বিনয় ও নম্রতা তৃতীয় পর্যায়ভুক্ত করা হইয়াছে। কেননা বিনয় ও নম্রতা সৃষ্টির জন্য অল্পগত বান্দাদের দলভুক্ত হওয়া প্রয়োজন। নাশায়েখরা একারণে খানকার অবস্থানকে অগ্রাধিকার দিয়া থাকেন। তাহাদের সংস্পর্শে থাকিলে এই গুণবৈশিষ্ট্য শীঘ্র গড়িয়া উঠে এই তিন প্রকারের ইবাদতে সাধারণ মুসলমানদের আমলসমূহ সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। একারণে বহুবচন ব্যবহার সর্বত্র করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় রুকু দ্বারা নামাজের রুকুর কথা বুঝানো হইয়াছে। শাহ আবহুল আজীজ (রহঃ) তাফসীরে আজীজীতে লিখিয়াছেন, নামাজ যাহারা পড়ে তাহাদের সহিত নামাজ পড় ইহার অর্থ এই যে জামাতের সহিত নামাজ আদায় কর। ইহাতে দাকাতের প্রতি তাগিদ দেওয়া হইয়াছে। রুকুর কথা বিশেষভাবে তাগিদে উল্লেখ করা হয় যেহেতু

ইহুদীদের নামাজে রুকু থাকে না। অর্থাৎ এখানে ইঙ্গিত করা হয় যে, মুসলমানদের মত নামাজ পড়।

নামাজের মধ্যে জামাতের বৈশিষ্ট্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ফাজায়েলে নামাজ গ্রন্থে এ সম্পর্কে সবিশেষ আলোকপাত করা হইয়াছে ফেকাহগণ জামাত ব্যতীত নামাজ আদায় করাকে ত্রুটিপূর্ণ আদায় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

(২) **وَرَحِمَتِي وَسَمِعْتُ كُلَّ شَيْءٍ نَسَا كَتَبَهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ**

وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ -

অর্থ “কিন্তু আমার রহমত সমস্ত বিষয়ে জুড়িয়া রহিয়াছে, সুতরাং উহা আমি তাহাদের জন্য লিখিয়া দিব, যাহারা খোদাকে ভয় করে ও যাকাত প্রদান করে এবং আমার আয়াতগুলিতে বিশ্বাস স্থাপন করে।

(আরাফ রুকু ১৯)

ফায়েদা : হজরত হাসান (রাঃ) এবং কাতাদা (রাঃ) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, আল্লাহর রহমত পৃথিবীর সব কিছুর মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। তাহারা পাপী অথবা পুণ্যবান বাহাই হোক না কেন কিন্তু আখেরাতে পুরস্কার শুধু পুণ্যবানদের জন্যই রহিয়াছে। একজন বেহুদৈন মসজিদে আসিয়া নামাজ পড়িয়া তার পর দোয়া করিল হে আল্লাহ আমার উপর এবং মোহাম্মদ (হঃ) এর উপর রহমত নাজিল কর এবং আমাদের রহমতের সহিত অন্য কাহাকেও অন্তর্ভুক্ত করিও না। নবীকরিম (হঃ) ইহা শুনিয়া বলিলেন, তুমি আল্লাহর ব্যাপক রহমতকে সংকীর্ণ করিয়া দিয়াছ, আল্লাহ পাক তাহার রহমতকে একশত ভাগ করিয়া একভাগ পৃথিবীতে প্রদান করিয়াছেন, ইহার ফলে ভীন জাতি, মাদ্রব, গুপ্তদারী প্রভৃতি একে অন্যকে ভাঙভাসে। আর ১৯ ভাগ রহমত আল্লাহ নিজের নিকট রাখিয়া দিয়াছেন।

হাদীছ শরীফে রহিয়াছে, আল্লাহ তায়ালা রহমতের ১৯ ভাগ রাখিয়া আর এক ভাগের কারণে সৃষ্টির সবকিছু একে অন্যের উপর দান

করে এবং জীবজন্তু তাহাদের সন্তানদের প্রতি স্নেহ ভালবাসা রাখে এবং ৯৯ ভাগ কেয়ামতের দিনের জন্য রাখিয়া দিয়াছেন। আরো বহু হাদীছে এই বিষয়ে উল্লেখ করা হইয়াছে। (ছুররে মনছুর)

মায়েরা সন্তানের সামান্যতম দুঃখেও ব্যথিত হন তাহার রোগে কাতর হইয়া পড়েন, পিতা সন্তানের বিপদে অধীর হইয়া পড়েন। আত্মীয় স্বজন আপন পর একে অন্যকে বিপদ গ্রস্থ দেখিলে অস্থির হইয়া পড়ে এসকল দয়া ও ভালোবাসা আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক মানুষের হৃদয়ে স্থাপন করা ভালোবাসার প্রভাবেই প্রকাশ পায়। এক ভাগ রহমতের অভিব্যক্তিতেই এইরূপ হইলে আল্লাহ তায়ালা যিনি ৯৯ ভাগ রহমত নিজের আরম্ভে রাখিয়াছেন তাহার হুকুম আহকামের অবাধ্যাচরণ করা কতো বড় অত্যাচার এবং অকৃতজ্ঞতা তাহা কি আমরা ভাবিয়া দেখি? সন্তানের প্রতি করুণা প্রকাশকারিণী মা সন্তানকে অবাধ্য দেখিলে মনে কত দুঃখ পান অথচ মায়ের করুণা আল্লাহর করুণার মোকাবিলায় কিছুই নহে। ইহাতেই আল্লাহর বিধিবিধান পালন না করার পরিণাম আন্দাজ করা যাইতে পারে।

(৩) وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبِّكَ بِشَيْءٍ وَافٍ أَمْوَالِ النَّاسِ

لَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ -

অর্থাৎ আর যাহা তোমরা স্তূদ দিতেছ লোকের ঐশ্বর্য ববিত হইবে বলিয়া ফলতঃ উহা আল্লাহর নিকট ববিত হয়না, আর যাহা তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করিয়া যাকাত প্রদান কর তাহারাই তাহাদের প্রদত্ত সম্পদকে আল্লাহর নিকট ববিত করিতেছে। (কসস, রুকুঃ ৪)

ফায়েদা : মোজাহেদ (রহঃ) বলেন, ববিত হওয়ার উদ্দেশ্যে মালামাল প্রদানের মধ্যে সেইসব মালামাল অন্তর্ভুক্ত যাহা তাহার চেয়ে উত্তম পাওয়ার প্রত্যাশায় প্রদান করা হয়। অর্থাৎ ছনিয়ায় অধিক পাওয়ার জন্য বা আখেরাতে অধিক পাওয়ার জন্য খরচ করাটাই অধিক পাওয়ার আশায় খরচের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। একারণে স্তূদকে যাকাতের

সহিত উল্লেখ করা হইয়াছে। অথ একটি হাদীছে হজরত মোজাহেদ (রহঃ) হইতে নকল করা হইয়াছে যে ইহা দ্বারা হাদিয়ার কথা বলা হইয়াছে। (ছুররে মনছুর)

অর্থাৎ কাউকে হাদিয়া বা উপহার ইত্যাদি আরো অধিক পাওয়ার আশায় দান করা। যেমন কাউকে একারণে দাওয়াত করা যে সে দাওয়াত রক্ষা করিতে আসিয়া বা থাইবে তাহার অধিক উপহারস্বরূপ দিয়া যাইবে নওতা ইত্যাদিও এরকম দানের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য যাহা খরচ করা হয় আল্লাহর কাছে শুধু তাহাই বৃদ্ধি পায়।

হজরত সাঈদ ইবনে জোবায়ের (রাঃ) বলেন, ছনিয়াতে বিনিময় পাওয়ার আশায় যে হাদিরা দেওয়া হইবে আখেরাতে তাহার কোন সওয়াব পাওয়া যাইবে না। লক্ষ্যীয় যে, আখেরাতে পাওয়ার আশায় যখন দানই করা হয় নাই তবে সেখানে কেনন করিয়া পাওয়া যাইবে।

হজরত কা'ব ফারজী (রহঃ) বলেন, ছনিয়ায় অধিক পাওয়ার উদ্দেশ্যে যদি কিছু দান করে আল্লাহর নিকট এ দান বৃদ্ধি পায় না। পক্ষান্তরে যাহাকে দান করা হইল তাহার নিকট হইতে প্রাপ্তির প্রত্যাশা না রাখিয়া যদি আল্লাহর নিকট হইতে প্রাপ্তির আশা করা হয় তবে তাহা আল্লাহর নিকট বৃদ্ধি পাইতেই থাকে। কাজেই যাহারা কাউকে যাকাত ইত্যাদি মালামাল দান করিয়া অসন্তুষ্ট করিয়াছে এইরূপ চিন্তা করে এবং সেজন্য তাহার মুখাপেক্ষী থাকিবে এইরূপ প্রত্যাশা করে তাহার এইরূপ বদ নিয়তের কারণে প্রাপ্ত সওয়াবের পরিমাণ নিজেরাই কমানিয়া দেয়।

প্রথম অধ্যায়ের ৬৩ নং আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে আল্লাহ বলিয়াছেন, আমরা তোমাদেরকে শুধু আল্লাহর উদ্দেশ্যেই আহ্বান করাই আমরা তোমাদের কাছে ইহার বিনিময় চাই না কৃতজ্ঞতাও চাই না।

অধিক বিনিময় চাওয়ার উদ্দেশ্যে খরচ করার জন্য আল্লাহ তায়ালা নবীকরিন (ছঃ) কে বিশেষভাবে নিষেধ করিয়াছেন। ছুরা মোদাছেরে আল্লাহ নবীকরিনকে বলিয়াছেন, “আপনি দান করিলেন না অধিক প্রতিদান দাবীর উদ্দেশ্যে।”

আল্লাহ তায়ালায় উদ্দেশ্যে দানের কারণে ইহপূর্বকালে সওয়াব পাওয়ার কথা বিভিন্ন আয়াতে ও হাদীছে উল্লেখ করিয়াছে। সেইসব প্রথম পরিচ্ছেদে উল্লেখ করিয়াছি। একারণে বাহারা দান করে তাহারা যাহাকে দান করিল তাহার নিকট হইতে কোন প্রকার প্রতি দান অথবা কৃতজ্ঞতা যেন প্রকাশ না করে। দ্বিতীয় কথা হইল, গ্রহণ-কারীর উচিত সে যেন অনুগ্রহীত হইয়াছে এইরূপ ভাব প্রকাশ করে কৃতজ্ঞতা জানায়। কিন্তু দাতা যদি এইরূপ নিয়ত করে তবে সেই আল্লাহর উদ্দেশ্যে দান না হইয়া ছুনিয়ায় প্রতিদানের উদ্দেশ্যে দান বলিয়া গণ্য হইবে। যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রেতো এধরনের চিন্তা কিছুতেই করা যাইবে না যেহেতু ইহা অবশ্য কর্তব্য হিসাবে আদায় করিতে হয়। একারণে উল্লেখিত আয়াতে যাকাত আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দানের সহিত বলিয়া ব্যক্ত করা হইয়াছে।

(১) من ابن عباس رضي قال لما نزلت و الذين يكفرون الذهب و الفضة كبر ذلک على المسلمين فقال عمر (رض) انا افرج عنكم فاطلق فقال يا نبي الله انه كبر على امحاك هذه الاية فقال ان الله لم يفرض الزكاة الا ليطيب ما بقي من اموالكم وانما فرض المواريث و ذكر كلمة لتكون لمن بعدكم فقال فكبر عمر رضي ثم قال لا الا أخبرك بخير ما يكفر المرأة الصالحة ان انظر اليها سررتي و اذا امر اطاعتها و ان اغاب عنها حفظته -

হাদীছ

অর্থাৎ—হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, পবিত্র কোরানের এ আয়াতটি যখন নাযিল হয়—বাহারা সোনা এবং রূপা কুক্ষিগত করে—তখন এ আয়াতটি সাহাবায়ে কেরামের জন্য কষ্টকর হইয়া দাঁড়ায়। হজরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমি এ মুশকিল সমাধান করিব। এই কথা বলিয়া তিনি (হজরত) ওমর (রাঃ) নবী করিম (ছঃ) এর নিকট গিয়া বলিলেন, হে আল্লাহর রাছুল (ছঃ)! এই আয়াতটির কারণে লোকদের খুব কষ্ট হইতেছে। নবী করিম (ছঃ) বলিলেন, অবশিষ্ট ধন-

সম্পদকে পবিত্র করিবার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ পাক যাকাত ফরজ করিয়াছেন। এবং ধনসম্পদ পরবর্তীকালে অবশিষ্ট রাখার উদ্দেশ্যেই মীরাছ ফরজ করা হইয়াছে। হজরত ওমর (রাঃ) আনন্দে আল্লাহ আকবর শ্বনি দিলেন। অতঃপর নবী করিম (ছঃ) বলিলেন, আমি কি মানুষের জন্ত সবচেয়ে সঞ্চিত উত্তম বস্তু কি তা বলিব? তাহা হইতেছে, পুণ্য-শীলা নারী যাহাকে দেখিয়া স্বামী খুশী হয়, তাহাকে যখন আদেশ প্রদান করা হয় সে তখন তাহা পালন করে, আর স্বামী কোথাও গেলে সেই নারী (স্বামীর জিনিসপত্র) হেফাজত করে।

ফায়েদা : দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ৫নং আয়াতে উল্লেখিত আয়াত এবং তাহার অর্থ উল্লেখ করা হইয়াছে। যাকাতের এই আয়াত দ্বারা মনে হয় যে, যতো প্রয়োজনেই সঞ্চিত করা হোক না কেন সকল প্রকার সঞ্চয়ই কঠিন শাস্তির কারণ। একারণেই সাহাবাদের জন্য ইহা কষ্টকর হইয়াছিল কেননা আল্লাহ এবং নবীকরিম (ছঃ) এর বাণীর অনুসরণ ছিল সাহাবাদের প্রাণ। অথচ প্রয়োজনের কারণে অর্থ সম্পদ সঞ্চয় করা জরুরী হইয়া পড়ে। ওমর (রাঃ) নবীজীকে জিজ্ঞাসা করিয়া এই সমস্যার সমাধান করিলেন। নবী করিম (ছঃ) তাঁহাকে সান্ত্বনা দিলেন যে যাকাত একারণেই ফরজ করা হইয়াছে যে তাহা আদায় করিলে অবশিষ্ট ধন সম্পদ পবিত্র হইবে। ইহাতে ধন-সম্পদ রাখার যুক্তি পাওয়া গেল। অর্থাৎ সমগ্র বছর ধন-সম্পদ সঞ্চিত করিয়া রাখা যদি জায়েজ না হইত তবে যাকাত কেন ফরজ হইল? ইহাতে যাকাতের বিরাট ফজিলত প্রমাণিত হইতেছে যে, যাকাত আদায়ের জন্য আলাদা সওয়াব পাওয়া যাইবে অথচ অবশিষ্ট ধন-সম্পদ ও পবিত্র হইয়া যাইবে। পবিত্র কোরানেও ইহার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

পবিত্র হাদীছে নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন, ধন-সম্পদের যাকাত আদায় কর, ইহা তোমাদের ধনসম্পদ পবিত্র হওয়ার উপায়, অন্য এক হাদীছে নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন, যাকাত আদায় কর, ইহা তোমাদের মালকে পবিত্র করিবে। আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে পবিত্র করিবেন। অতঃপর এক হাদীছে নবীকরিম (ছঃ) বলেন, নিজেদের ধন-সম্পদকে

যাকাতের মাধ্যমে নিরাপদ কর এবং সদকা দিয়া তোমরা রুগীদের চিকিৎসা কর, এবং বালামুসিবতের বিরুদ্ধে দোয়া তৈরী কর।

একটি হাদীছে নবীকরিম (ছঃ) বলেন, যাকাতের মাধ্যমে নিজের ধন-সম্পদকে নিরাপদ কর, নিজের রোগীদের সদকার মাধ্যমে চিকিৎসা কর, এবং বালামুসিবত দূরীকরণের জন্ত দোয়া ও বিনয়ের সহিত সাহায্য চাও।

অতঃপর নবীকরিম (ছঃ) উল্লিখিত হাদীছে ধন-সম্পদ সঞ্চয়ের বৈধতার দ্বিতীয় যুক্তি উল্লেখ করিয়াছেন যে, উক্তবাসিকার কায়দা মোতাবেক ধন-সম্পদ সঞ্চয়ের কারণেই জারী করা হইয়াছে। যদি ধন-সম্পদ সঞ্চয় বৈধ না হয় তবে মীরাছ বটন কোন জিনিসের হইবে? অতঃপর নবীকরিম (ছঃ) এ ব্যাপারে সতর্ক করিয়াছেন যে, বৈধ হওয়া অর্থ কথা। কিন্তু (ধন-সম্পদ) কোষাগারে রাখার মত উপযুক্ত জিনিস হইল পুণ্যবতী স্ত্রী।

কোন কোন বর্ণনা হইতে জানা যায় যে এক্ষেত্রে সাহাবাগণ নবী-জীকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, ইহাতে নবীকরিম (ছঃ) উপরোক্ত কথা বলিয়াছেন।

হজরত ছাওবান (রাঃ) বলেন পবিত্র কোরানে সোনারূপা কুক্ষিগত না করা সম্পর্কীয় আয়াত যখন নাজিল হয় তখন আমরা নবীকরিম (ছঃ)-এর সহিত সফরে ছিলাম। কোন কোন সাহাবা আরজ করিলেন, হে আল্লাহর রাছুল! সঞ্চয় করিয়া রাখার মত জিনিস কি আছে যদি তাহা জানা যাইত, নবীকরিম (ছঃ) তখন বলিলেন, জেকেরকারী জিহবা কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী হৃদয় এবং দ্বীনের কাজে সহায়তা দানকারিণী পুণ্যশীলা স্ত্রী সবচেয়ে উত্তম জিনিস। (হরর মনছুর)

একটি হাদীছে আছে যে, উল্লিখিত আয়াত নাজিল হওয়ার পর নবীকরিম (ছঃ) বলিলেন, সোনারূপার সর্বনাশ হউক, কী খারাপ জিনিস? নবীজী তিনবার একথা বলিলেন, তখন ছাহাবারা বলিলেন হে আল্লাহর রাছুল, সংগ্রহ করিয়া রাখার মত উত্তম জিনিস কি? নবীকরিম (ছঃ) বলিলেন, জেকেরকারী জিহবা, আল্লাহকে ভয় করে এমন হৃদয়, দ্বীনের কাজে সাহায্যকারিণী পুণ্যশীলা স্ত্রী।

(তাকসীরে কবীর)

নবীকরিম (ছঃ) এর শিক্ষা কত পবিত্র এবং জ্ঞানগর্ভ যে, তিনি ধনসম্পদ সঞ্চয়ের বৈধতার কথাও বলিলেন অথচ ইহা যে পছন্দনীয় কাজ নহে তাহাও বলিয়া দিলেন। ছুনিয়াতে শান্তিময় জীবন যাপনের কথাও তিনি বলিলেন, যেই জীবন পরকালে কাজে আসিবে তাহা হইতেছে, জেকেরকারী জিহবা, কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী অন্তকরণ। ছুনিয়ায় শান্তি ও লজ্জতের এমন জিনিসের কথাও বলিয়াছেন যাহা শান্তিতে জীবন যাপনের উপকরণ হইবে এবং ধন সম্পদের মধ্যকার ফেতনার মত ফেতনা ইহাতে থাকিবে না। যাহার মধ্যে সকল প্রকার শান্তি ও আরামের উপকরণ রহিয়াছে। তাহা হইতেছে, এমন স্ত্রী যে নাকি পুণ্যশীলা, ধর্মপরায়না, অনুগত এমন বুদ্ধিমতী যে স্বামীর ধন-সম্পদ হেফাজত করিতে পারে।

(৭) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الزَّكَاةُ قَنْطَرَةُ الْإِسْلَامِ -

অর্থাৎ নবী করিম (সঃ) বলিয়াছেন, যাকাত হইতেছে ইসলামের সেতু।

ফাযল : কোথাও যাওয়ার জন্য যেমন শক্ত সেতু সহজতর উপায় তেমনি ইসলামের হাকিকত পর্যন্ত পৌছার জন্য যাকাত মাধ্যম এবং পথ স্বরূপ। আবছুল আজিজ ইবনে ওমায়ের (রহঃ) যিনি ওমর ইবনে আবছুল আজিজের (রহঃ) পৌত্র ছিলেন, তিনি বলেন নামাজ তোমাকে অর্ধেক পথ পর্যন্ত পৌছাইয়া দিবে। রোজা তোমাকে বাদশাহর দরবার পর্যন্ত পৌছাইয়া দিবে এবং ছদকা তোমাকে বাদশাহর নিকট পৌছাইয়া দিবে। বিশিষ্ট বুজুর্গ এবং সুফী হজরত শকীক বলবীর (রহঃ) কথায়ও সেতুর সহিত একটি সুন্দর সম্পর্ক আন্দাজ করা যায়? তিনি বলেন, আমি পাঁচটি জিনিস সন্ধান করিয়াছি এবং উহা পাঁচ জায়গায় পাইয়াছি। চাশতের নামাজে রুজির বরকত, তাহা—জুদের নামাজে কবরের রোশনী কোরান তেলাওয়াতে মনকির নাকিরের জওয়াব, রোজা ও সদকায় পুলসিরাত সহজ ভাবে পার হওয়া এবং নির্জন ধ্যানের মধ্যে আরশের ছায়া পাইয়াছি। (ফাজায়েলে নামাজ)

(৮) عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ رَأَيْتُ

ان ادى الر جل زكوة ما لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادى زكوة ما لا فقد ذهب عنه شره -

অর্থাৎ নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ধন-সম্পদের যাকাত আদায় করে সেই ধন-সম্পদের অনিষ্টকারীতা তাহা হইতে চলিয়া যায়।

ফায়েদা : কোন কোন বর্ণনায় এবিষয় এভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ধন-সম্পদের যাকাত আদায় করিয়া তুমি সেই ধন-সম্পদে অনিষ্টকারীতা দূর করিয়া দিয়াছ। অর্থাৎ ধন-সম্পদ অনেক অনিষ্টের কারণ হইয়া থাকে কিন্তু যদি তাহার যাকাত স্তম্ভভাবে আদায় করা হয় তবে সেই ধনসম্পদ তাহার নিজস্ব অনিষ্টকারীতা হইতে নিরাপদ থাকে। আখেরাতের দৃষ্টিকোণ হইতে বোঝা যায় যে, এই ধন-সম্পদের কারণে আজাব হইতে নিরাপদ থাকিবে। যদি যাকাত আদায় না করা হয় তবে সেই ধন-সম্পদ ধ্বংস হইয়া যায়। এসম্পর্কে ৬নং হাদীছে উল্লেখ করা হইবে।

(৫) عن الحسن رضي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حصنوا أموالكم بالزكوة ودأروا أموالكم بالصدقة واستقبلوا أمواج البلاء بالصدقة والتفروغ -

অর্থাৎ নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন, নিজের ধন-সম্পদকে যাকাতের মাধ্যমে নিরাপদ কর, নিজ রোগীদের সদকার মাধ্যমে চিকিৎসা কর এবং বালামুসিবতের চেউকে দোয়া ও আল্লাহর সামনে বিনয়ের সহিত কান্নাকাটি করিয়া স্বাগত জানাও।

ফায়েদা : তাহতীন অর্থ চারিদিকে দুর্গ তৈরী করা। দুর্গের মধ্যে অবস্থান গ্রহণ করিয়া মানুষ যেমন চারিদিক হইতে নিরাপদ হইয়া যায় তেমনি ভাবে যাকাত আদায় করিয়া ধন-সম্পদকে নিরাপদ করা হয়। একটি হাদীছে আছে প্রিয়নবী (ছঃ) কা'বার হাতীম্বে অবস্থান রত ছিলেন। এসময় এক ব্যক্তি উল্লেখ করিল যে, অমুক লোকদের বিরাট ক্ষতি হইয়া গিয়াছে। সমুদ্রের চেউ তাহাদের ধন-সম্পদ বিনষ্ট করিয়া দিয়াছে, হুজুর (ছঃ) বলেন জল স্থলের যেখানেই মাল ধ্বংস হউক না কেন তাহা যাকাত আদায় না করার কারণেই

বিনষ্ট হইয়া থাকে। নিজেদের ধন-সম্পদের যাকাত আদায়ের মাধ্যমে চিকিৎসা কর এবং বালামুসিবত অবতরণকে দোয়ার মাধ্যমে দূর কর। দোয়া সেই বালাকে মিটাইয়া দেয় যাহা নাজিল হইয়াছে এবং সেই বালাকে প্রতিরোধ করে যাহা এখনো অবতরণ করে নাই। আল্লাহ তায়ালা যখন কোন জাতির স্থায়ীত্ব চান অথবা তাহাদের উন্নতি চান তখন সেই জাতির মধ্যে পাপ হইতে পবিত্র এবং দানশীলতার গুণ বৈশিষ্ট্য প্রদান করেন। আর যখন কোন জাতিকে বিলম্ব করিয়া দিতে চান তখন সেই জাতির মধ্যে খেয়ানত তৈরী করেন।

(৫) روى عنه انه انما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان تاملوا اسلاكم ان تؤدوا زكوة اسوا لكم -

অর্থাৎ হুজুরত আলকামা (রাঃ) বলেন, আমাদের জামাত যখন নবী (ছঃ) এর নিকট হাজির হইল তখন তিনি বলিলেন, তোমরা জাকাত আদায় কর, ইহার মধ্যে তোমাদের ইসলামের পূর্ণতা নিহীত।

ফায়েদা : ইসলামের পূর্ণতা যে যাকাত আদায়ের সহিত সমপূক্ত ইহা বলার অপেক্ষা রাখে না। ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ কালেমা, নামাজ রোজা, হজ্জ ও যাকাতের মধ্যে যাকাত একটি স্তম্ভ, যাহা ব্যতীত ইসলাম পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না।

হুজুরত আবু আইয়ুব (রাঃ) বলেন এক ব্যক্তি নবীকরিম (ছঃ) এর নিকট হাজির হইয়া আরজ করিল, বেহেশতে প্রবেশ করাইয়া দেওয়ার মধ্যে একটি আমল আমাকে শিখাইয়া দিন। নবীকরিম (ছঃ) বলিলেন আল্লাহর ইবাদত কর, কাহাকেও তাঁহার শরীক করিও না, নামাজ আদায় করিতে থাক, নিকটাত্মীদের সহিত সম্ব্যবহার কর। অতঃপর এক হাদীসে আছে, একজন বেহুইন নবীজীকে বলিল যে, আমাকে এমন আমল শিখাইয়া দিন যাহা পালন করিয়া আমি বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারি। নবীজী বলিলেন, আল্লাহর ইবাদত কর তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করিও না, ফরজ নামাজসমূহ যথাযথভাবে আদায় করিতে থাক।

যাকাত আদায় করিতে থাক, রমজানের রোজা পালন করিতে থাক।

লোকটি তখন বলিল, সেই মহান খোদার কছম যাঁহার নিয়ন্ত্রনে আমার প্রাণ রহিয়াছে, আমি ইহার মধ্যে কম বেশী করিব না। লোকটি চলিয়া গেলে নবীজী বলিলেন, যে ব্যক্তি কোন বেহেশতী মানুষ দেখিয়া মন খুশী করিতে চায় সে যেন এই লোকটিকে দেখিয়া লয়। (তারগীব)

(৭) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعُودٍ الْغَضْرِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ ذُقَ طَعْمُ طَعْمِ الْإِيمَانِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ وَحَدَّثَهُ وَعَلِمَ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاعْطَى زَكَاةً مِمَّا لَا طَيْبَةَ فِيهَا نَفْسُهُ وَارْتَدَّ عَلَيْهِ كُلَّ عَامٍ وَلَمْ يُعْطِ الْهَرَمَةَ وَلَا الدَّرَنَةَ وَلَا الْمَرِيضَةَ وَلَا الْبُشْرَةَ الْبُشْرَةَ لَمْ يَسَأَلْكُمْ خَيْرَ لَكُمْ يَأْمُرُكُمْ بِشُرِّكُمْ -

অর্থাৎ নবীকরিম (ছঃ) বলেন যে ব্যক্তি তিনটি কাজ করিবে সে ঈমানের স্বাদ লাভ করিবে। শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদত করিবে এবং ভালভাবে জানিয়া রাখিবে যে আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই, প্রতিবছর হঠচিতে জাকাত আদায় করিবে, ইহাতে (পশুদের জাকাতের ক্ষেত্রে) বৃদ্ধ পশু লোম উঠা পশু রোগাক্রান্ত বা নিকৃষ্ট পর্যায়ের পশু দান করিবে না বরং মধ্যম শ্রেণীর পশু দিবে। আল্লাহ তায়ালা জাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে তোমাদের উৎকৃষ্ট মালামাল চান না কিন্তু তিনি নিকৃষ্ট মালামাল প্রদানেও নির্দেশ দেন না।

ফায্যদা : এই হাদীছে যদিও পশুদের যাকাতের বিষয় উল্লেখ রহিয়াছে কিন্তু সকল প্রকার যাকাতের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম মালামাল আদায় করা ওয়াজিব নয়। আবার নিকৃষ্ট মালামাল আদায় করাই রীতি। যদি কেহ নিজের মনের সন্তুষ্টিতে সওয়াব লাভের জন্ত, আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্ত উত্তম মালামাল আদায় করে তবে ইহা তাহার সৌভাগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের কর্ম পদ্ধতি গভীরভাবে লক্ষ্য ও পর্যালোচনা করিতে হইবে। উদাহরণ স্বরূপ দুইটি ঘটনা উল্লেখ করিতেছি।

মুসলিম ইবনে শো'বা (রাঃ) বলেন, নাকে ইবনে আলকামা (রাঃ) আমার পিতাকে কওমের চৌধুরী মনোনীত করিয়াছিলেন। একবার তিনি

আমার পিতাকে হুকুম দিলেন যে সমগ্র কওমের যাকাত সংগ্রহ করুন। আমার পিতা আমাকে সবার নিকট হইতে যাকাত আদায় করিয়া একত্রিত করার জন্ত প্রেরণ করেন। আমি হজরত সা'র (রাঃ) নামক একজন বড় মিয়ার নিকট যাকাত আদায় করিতে গেলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাতিজা কি ধরনের মালামাল নিবে। আমি বলিলাম, সবচেয়ে ভাল মাল, এমনকি গ্রহণ করিবার সময় ওলানও দেখিব ছোট নাকি বড়। অর্থাৎ সবকিছু দেখিয়া ভালো ভালোগুলি বাছাই করিব। তিনি বলিলেন, প্রথমে আমি তোমাকে একটি হাদীছ শুনাইয়া দেই। আমি হজুর (ছঃ) এর জীবদ্দশায় এখানেই থাকিতাম। একদিন দুইজন লোক নবীকরিম (ছঃ) এর নিকট হইতে আসিয়া বলিল, নবীকরিম (ছঃ) আমাদেরকে আপনার নিকট হইতে যাকাত গ্রহণ করিতে পাঠাইয়াছেন। আমি তাহাদেরকে আমার বকরীসমূহ দেখাইয়া বলিলাম, এগুলির মধ্যে কি কি ওয়াজিব? তাহারা বলিলেন, এগুলির মধ্যে একটি বকরি ওয়াজিব। আমি চব্বিশুত্ব দুইবতী একটি বকরী বাছিয়া তাহাদের দেওয়ার জন্ত বাহির করিলাম, তাহারা বলিলেন এটি শাবক বিশিষ্ট বকরী, এধরনের বকরী গ্রহণের জন্ত নবীকরিম (ছঃ) এর অনুমতি নাই। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনারা কোন বকরী গ্রহণ করিবেন? তাহারা বলিলেন, ছয় মাসের শাবক অথবা একবছর বয়সের বকরী আমি ছয় মাসের একটি শাবক তাহাদেরকে দিলাম। তাহারা লইয়া চলিয়া গেলেন। (আবু দাউদ)

এ ঘটনায় হজরত সা'র (রাঃ) এর প্রথমে ইচ্ছা ছিল সবচেয়ে ভালো বকরী যাকাত হিসাবে দিবেন, তবে ইবনে নাকে'কে (রাঃ) এই ঘটনা এজন্যই শুনাইয়াছেন তিনি যেন মাছআলা জানিতে পারেন। ইবনে নাকে (রাঃ) ইহা শুনিয়া নিশ্চয় বুজিতে পারিলেন যে হজরত সা'র (রাঃ) উত্তম মালই যাকাত হিসাবে দিতে চাহিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় ঘটনা ব্যক্ত করিয়াছেন হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) তিনি বলেন, নবীকরিম (ছঃ) একবার আমাকে যাকাত আদায় করিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। আমি একজন লোকের নিকট গেলে তিনি নিজের উটগুলো আমার নিকট হাজির করিলেন আমি দেখিলাম উহাদের মধ্যে এক বছরের একটি উটনী ওয়াজিব, আমি তাহাকে

বলিলাম, এক বছরের একটি উটনী দিন। তিনি বলিলেন, এক বছরের উটনী কি কাজে লাগিবে, সওয়ারী হিসাবেও কাজে লাগিবে না ছুধও দিবে না। একথা বলিয়া তিনি একটি মোটা তাজা বড় উটনী দিয়াছিলেন আমি বলিলাম, আমি তো ইহা গ্রহণ করিতে পারি না তবে নবীকরিম (ছঃ) সফরে রহিয়াছেন এবং তিনি নিকটেই অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার অবস্থানের মনজিল বেশী দূরে নহে। আপনি ইচ্ছা করিলে, নবীজীর নিকট এই উটনী হাজির করিতে পারেন। যদি নবীজী অনুমতি দেন তবে আমি গ্রহণ করিব। তিনি তখন উটনী লইয়া আমার সঙ্গে রওয়ানা হইলেন। নবীজীর নিকট হাজির হইয়া তিনি বলিলেন, হে আল্লাহর, রাছুল, আপনার দূত আমার নিকট যাকাত গ্রহণ করিতে গিয়াছিল। আল্লাহর কছম এরকম সৌভাগ্য ইতিপূর্বে আমার হয় নাই যে আপনি নিজে অথবা আপনার দূত আমার নিকট হইতে কোন মাল চাহিয়াছেন। আমি আপনার দূতের সামনে আমার উটগুলি হাজির করিলাম। তিনি দেখিয়া বলিলেন একবছরের একটি উটনী দিন আমি বলিলাম এক বছরের উটনী সওয়ারী হিসাবেও কাজে লাগিবে না, ছুধও দিতে পারিবে না, একারণে আমি উৎকৃষ্ট মানের এই উটনী তাহার সামনে হাজির করিলাম। কিন্তু তিনি উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃতি জানাইলেন। একারণে আমি উটনী আপনার নিকট লইয়া আসিয়াছি। হে আল্লাহর, রাছুল, আপনি এই উটনী গ্রহণ করুন। নবীজী বলিলেন, তোমাকে যাহা বলা হইয়াছে তোমার উপর তাহাই ওয়াজিব, যদি তুমি তাহার চাইতে ভালো অধিক বয়স্ক উট-নফল হিসাবে দাও তবে আল্লাহ জালা শানুছ তোমাকে তাহার পুরস্কার দিবেন। লোকটি আরজ করিল, হে আল্লাহর রাছুল, একারণেই আমি উহাকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি, আপনি গ্রহণ করুন। নবীকরিম (ছঃ) উহা গ্রহণের অনুমতি দিলেন।

(আবু দাউদ)

তাঁহাদের অন্তরে যাকাত আদায়ের ব্যাপারে এইরূপ উদ্দীপনা ছিল এবং তাহারা এ জন্ত গর্ববোধ করিতেন। ইহাকে সম্মানজনক বলিয়া মনে করিতেন যে আল্লাহ ও তাঁহার প্রিয়নবীর দূত আজ আমার নিকট আসিয়াছে এবং আমি এইরূপ যোগ্য হইয়াছি। যাকাত আদায়কে তাহারা শুদ্ধ এবং নিফল কাজ মনে করিতেন না এবং নিজের প্রয়োজন

এবং নিজের কাজ বলিয়া মনে করিতেন, আমরা উৎকৃষ্ট মালামাল নিজের প্রয়োজনের কথা ভাবিয়া দেই অথচ তাঁহারা আল্লাহর পথে ব্যয় করাকেই নিজের কাজ বলিয়া মনে করিতেন।

প্রথম পরিচ্ছেদে ১১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত আবুজর (রাঃ) এর ঘটনা উল্লেখ করা হইয়াছে। সেখানে বলা হয় যে বনি সলিম গোত্রের এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট থাকিতে বলিলে তিনি বলেন, আমার নিকট থাকিতে হইলে একটি শর্ত তোমাকে মানিতে হইবে। তাহা এই যে আমি যখন কাউকে কিছু দিতে বলিব তখন আমার মালামাল হইতে সবচেয়ে উত্তম জিনিস বাছাই করিয়া দিবে। পূর্বে বিস্তারিত ভাবে এ ঘটনা বাক্ত করা হইয়াছে এবং আগামী পরিচ্ছেদে ৬নং হাদীছের আলোচনা প্রসঙ্গে পুনরুল্লেখ করা হইবে যে, যাকাত ও ছদকার মধ্যে বিশেষ করিয়া যাকাতে নিকৃষ্ট মালামাল কিছুতেই প্রদান করা উচিত নহে।

(৪) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَضِيَ) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أُدِيَتِ الزَّكَاةُ فَقَدْ قُضِيَ مَا عَلَيْكَ وَمِنْ جَمْعٍ مَا لَا حَرَامَ مَا تَمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لِمَنْ يَكُنِ الْأَجْرُ وَكَانَ أَجْرَهُ عَلَيْهِ ۝

অর্থাৎ নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন, যখন তুমি ধন সম্পদের যাকাত আদায় করিবে তখন তোমার দায়িত্ব পালিত হইল, কিন্তু যে ব্যক্তি হারাম উপায়ে ধন সম্পদ সংগ্রহ করিয়া সেই ধন সম্পদের সদকা আদায় করে সে সদকা প্রদানের জন্ত কোনরূপ সওয়াব পাইবে না এবং হারাম উপার্জনের জন্ত তাহাকে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

ফায়েরা : এই পবিত্র হাদীছে দুইটি বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে একটি হইতেছে ওয়াজিব শ্রেণীতে যাকাত অন্তর্ভুক্ত, ইহা ছাড়া যেসব শ্রেণী রহিয়াছে তাহা হইতেছে সাদাকাত এবং নফল। অত্র এক হাদীছে রহিয়াছে যাকাত আদায়কারী ব্যক্তি তাহার উপর আরোপিত ওয়াজিব তো আদায় করিল, তবে ইহার চাইতে অধিক আদায় করা উত্তম।

হজরত জামায ইবনে ছা'লাবার (রাঃ) বিখ্যাত হাদীহ বোখারী মুসলিম শরীফসহ বিভিন্ন গ্রন্থে নানাভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। এ

হাদীছে তিনি নবীকরিম (ছ:) এর নিকট ইসলাম ও তাহার স্তম্ভ সমূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করেন নবীজী সবকিছু বিস্তারিতভাবে বলিয়া দেন। ইহাতে নবীজী যাকাতের কথাও উল্লেখ করেন। হযরত জামাম (রা:) নবীজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, যাকাত ব্যতীত অল্প কিছু কি আমার উপর ওয়াজিব? নবীজী বলিলেন না তবে নফল হিসাবে আদায় করিতে পার।

হজরত ওমরের (রা:) সময়ে একবাক্তি গৃহ বিক্রি করিলে তিনি বলিলেন, প্রাপ্ত অর্থ নিজ গৃহে মাটি খুঁড়িয়া সেখানে রাখিয়া দিয়ো। লোকটি বলিল কুক্ষিগত করার অন্তর্ভুক্ত হইবে না তো। হজরত ওমর (রা:) বলিলেন, যাহার জাকাত আদায় করা হয় তাহা কুক্ষিগত করার অন্তর্ভুক্ত বিবেচিত হইবে না।

হজরত ইবনে ওমর (রা:) বলেন, আমার নিকট অহুদ পাহাড় সমতুল্য সোনা থাকিলেও আমি কোন পরোয়া করি না। যেহেতু আমি তাহার যাকাত আদায় করি এবং তাহার দ্বারা আল্লাহর আনুগত্য করি।

(হুররে মনছুর)

হাদীছ গ্রন্থসমূহে এ ধরনের বহু বর্ণনা উল্লেখ রহিয়াছে। সেই সব হাদীছের আলোকে ওলামায়ে জমহুর এবং চারজন ইমাম অভিমত প্রকাশ করিয়াছে যে, মালামালের মধ্যে অনুরূপ মালামাল ব্যতীত যাকাত প্রদানের জন্ত অল্প কোন জিনিস ওয়াজিব নহে। অবশ্য যদি অন্তর্ভুক্ত ওয়াজিব হয় তবে তাহা ভিন্ন বিষয়, যেমন স্ত্রীর ও অপ্রাপ্ত আওলাদের ব্যয়নির্বাহের মতো অন্যান্য ব্যয় নির্বাহকরন। ক্ষুধা তৃষ্ণার কারণে মরণাপন্ন ব্যক্তিকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করা ফরজে কেফায়া।

ইমাম গাজ্জালী (রহ:) এহইয়াউল উলুম গ্রন্থে লিখিয়াছেন, কোন কোন তাবেরীর মজহাব অনুযায়ী ধন-সম্পদের মধ্যে যাকাত ছাড়াও কিছু দায়িত্ব রহিয়াছে। নাথায়ী শা'বী, আতা এবং মুজাহিদের মজহাব এইরূপ। ইমাম শা'বীকে (রহ:) একজন জিজ্ঞাসা করিল ধনসম্পদের মধ্যে যাকাত ছাড়াও কি কোন দায়িত্ব রহিয়াছে? তিনি বলিলেন রহিয়াছে। অতঃপর কোরানের “অ আতাল মালা আ'লা ছব্বিহি” —এ আয়াতটি তেলাওয়াত করেন। প্রথম পরিচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত। ২নং আয়াতের ব্যাখ্যায় এসম্পর্কে আলোকপাত করা হইয়াছে। উপরোক্ত

ইমামদের মতে ধনশালী ব্যক্তির কোন পরমুখাপেক্ষীকে দেখিলে তাহার প্রয়োজন পূরন করিবেন। ইহা মুসলমানদের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু ফেকাহ শাস্ত্রের দৃষ্টিতে হইতে যাহা ছহী তাহা এই যে, ক্ষুধায় কেহ মরণাপন্ন হইলে তাহার ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর করা ফরজে কেফায়া। তবে সেই খাত তাহাকে ঋণ হিসাবে দেওয়া হইবে নাকি সাহায্য হিসাবে—সে ব্যাপারে ফেকাহবিদদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। (এহইয়া)

মরণাপন্ন ব্যক্তির সাহায্য এমনিতেও ওয়াজিব। ক্ষুধা তৃষ্ণা বা অল্প যে কোন প্রকারেই মৃত্যুর কাছাকাছি পৌছানো কেন। কিন্তু ইহা ধনাঢ্য ব্যক্তির যাকাত আদায়ের চাইতে অধিক ওয়াজিব নহে। এখানে দুটি বিষয় লক্ষণীয়। প্রথমত—আমরা কোন কিছুর প্রতি অগ্রসর হইতে শুরু করিলে সীমা সরহদের তোয়াক্কা করি না। একারণে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে অন্য কাহারো ধন সম্পদ তাহার সম্মতি ব্যতীত গ্রহণ করা জায়েজ নহে। ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর ব্যক্তিকে অন্যের মালামাল ভক্ষণের জন্ত ফেকাহবিদগণ অবশ্য অনুমতি দিয়াছেন, কিন্তু এব্যাপারে হানাকী মজহাব ভুক্তদের মধ্যেও দুইটি বক্তব্য রহিয়াছে। প্রথমত অন্যের মালামাল ভক্ষণের চাইতে মৃত পশুর গোশত খাইয়া প্রাণ রক্ষা করা শ্রেয়? দ্বিতীয়ত—মৃত পশুর খাওয়ার চাইতে অন্যের মালামাল খাওয়া শ্রেয়? ফেকাহর কিতাবসমূহে এরূপ উল্লেখ রহিয়াছে। কিন্তু এটা ঠিক যে কেউ যদি এমন অবস্থায় পৌছিয়া যায় যে তাহার জন্য মৃত পশুর গোশত খাওয়া হালাল হইয়া যায় তাহা হইলে সে অন্যের মালামাল খাইতে পারে। আল্লাহ জাল্লা শানুহ বলিয়াছেন “এবং তোমরা অন্যায় ভাবে পরস্পরের মাল গ্রাস করিও না এবং জানা সত্ত্বেও অসহুপায়ে লোকের মাল গ্রাস করার উদ্দেশ্যে উহাকে বিচারকের নিকট লইয়া যাইও না।

(বাকারাহ রুকু ২৩)

নবী করীম (ছ:) বলিয়াছেন, কাহারো উপর জুলুম করিও না। কাহারো মালামাল তাহার সম্মতি ছাড়া গ্রহণ করা জায়েজ নহে।

নবীকরিম (ছ:) এর বিখ্যাত হাদীছ যে ব্যক্তি কাহারো এক বিঘে পরিমাণ জমি অন্যায়ভাবে দখল করিবে কেয়ামতের দিন সপ্ত জমিনের অনুরূপ অংশ বেড়ী বানাইয়া তাহার গলায় পরাইয়া দেওয়া

হইবে। (মেশকাত)

হাওয়াজেন গোত্রের এ ঘটনা বিখ্যাত। তাহারা যখন পরাজিত হইয়া ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া নবীজীর নিকট হাজির হইল তখন আবেদন করিল যে গণিমত হিসাবে যেসব বন্দী এবং মালা-মাল তাহাদের নিকট হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা যেন ফেরত দেওয়া হয়। নবীকরিম (ছঃ) কতিপয় কারণ বিবেচনা করিয়া কথা দিলেন যে দুইটি তো ফেরত দেওয়া হইবে না। তবে যে কোন একটি ফেরত দেওয়া যাইতে পারে। মুসলমানদেরকে বলিলেন, আমি উহাদের বন্দী ফেরত দেওয়ার অঙ্গীকার করিয়াছি, তোমাদের মধ্যে যাহারা স্বেচ্ছায় নিজ অংশ ফেরত দিতে চাও দিতে পারো আর যাহারা স্বেচ্ছায় দিবে না আমি তাহাদের বিনিময় প্রদান করিব। নবীজীর কথা শুনিয়া সবাই বলিল, আমরা স্বেচ্ছায় নিজ দাবী প্রত্যাহার করিতেছি। নবীকরিম (ছঃ) বলিলেন, দলের মধ্যে তোমাদের সম্মতির ব্যাপারে খুশী অখুশী বিষয়ে জানা সম্ভব নহে এ কারণে তোমাদের নেতৃস্থানীয় লোকেরা সে সম্পর্কে আমাকে অবহিত করিবে। তাহারা তোমাদের সহিত পৃথক পৃথক আলোচনা করিয়া আমাকে জানাইবে।

(বোধারী)

অতের মালামালের ব্যাপারে এরূপ আদর্শের উপস্থাপক একমাত্র নবীকরিম (ছঃ)। বহু সংখ্যক হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে যে কাহারো অসম্মতিক্রমে জোর পূর্বক তাহার মালামাল গ্রহণ করা জায়েজ নহে। এ কারণে ওলামায়ে কেরাম জনসমাবেশের লজ্জায় কোন কল্যাণকর কাজে টাঁদা প্রদান ও পছন্দ করেন নাই। কোন সাময়িক আন্দোলনে প্রভাবিত হইয়া কথা ও কাজে নির্ভরযোগ্য ওলামাদের মতামতকে উপেক্ষার ব্যাপারে কিছুতেই সীমা লংঘন করা চলিবে না।

নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন, সেই ব্যক্তিই নিকৃষ্ট লোকদের অন্তর্ভুক্ত যে নাকি অতের দুনিয়ার কারণে নিজের আখেরাতের ক্ষতি করিল।

(আবু দাউদ)

কাজেই এ ব্যাপারে সীমা লংঘন সম্পর্কে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

ধন সম্পদের মধ্যে থাকাত আদায় করা ওয়াজিব কিন্তু শুধু ওয়াজিব আদায় করিয়া যথেষ্ট হইয়াছে এইরূপ মনে করা উচিত নহে। এ যাবত যাহা আলোচনা করা হইয়াছে তাহাতে ইহা স্পষ্ট হইয়াছে যে জীবদ্দশায় আল্লাহর পথে ব্যয় করা ধন সম্পদই শুধু কাজে আসিবে। কেননা তাহা আল্লাহর দরবারে সঞ্চিত থাকিবে। মৃত্যুর পর পিতা-মাতা, স্ত্রী, পুত্র-কন্যা কেহই যথার্থভাবে মনে রাখেন না। সাময়িকভাবে বিনা পরসায় কিছু অশ্রু বিসর্জন দিয়া সবাই নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত হইয়া পড়িবে। বছরের পর বছর কাটিয়া গেলেও মৃত ব্যক্তির খবর নিবে না। অনেকে এমন উক্তি করিয়া থাকে যে, আমরা ছুনিয়াদাররা ফরয আদায় করিতেছি। ইহাইতো যথেষ্ট, নফল তো বড়লোকদের কাজ। ইহা শয়তানের ধোকা ছাড়া আর কিছুই নহে। কেহ কি এরূপ নিশ্চিত বিশ্বাস পোষণ করিতে পারিবে যে, আমি আল্লাহর হক পূরাপুরি আদায় করিয়াছি। ক্রটি থাকিলে তাহা পূরণের জন্য নফল প্রয়োজন।

নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন, মাহুয নামাজ এমতাবস্থায় আদায় করে যে তাহার জন্ম নামাজের এক দশমাংশ লিখিত হয়। নবম, অষ্টম, সপ্তম, ষষ্ঠ, পঞ্চম, চতুর্থ, তৃতীয়, দুই, এক, অর্ধ ও অংশ লিখিত হয়।

(আবু দাউদ)

ইহাত উদাহরণ স্বরূপ নবীজী উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা যেভাবে নামাজ আদায় করি তাহাতে প্রকৃত নামাজের হাজার হাজার অংশের একাংশও লিখিত হয় কিনা সন্দেহ। অতএব এক হাদীছে নবীজী বলিয়াছেন, কোন কোন নামাজ পুরানা কাপড়ের মত জড়াইয়া মুখের উপর নিক্ষেপ করা হইবে যেহেতু তাহার মধ্যে কবুল করার মত কিছু নাই। এমতাবস্থায় আমাদের আদায়কৃত ফরজের কতটুকু লিখিত হয় তাহা বলা শক্ত। অতএব এক হাদীছে রহিয়াছে যে, কেরামতের দিন সর্বাঙ্গে নামাজের হিসাব লওয়া হইবে। আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের বলিবেন, আমার বান্দার নামাজ দেখ, যথাযথ রহিয়াছে না কি ক্রটিপূর্ণ। যদি যথাযথ হইয়া থাকে তবে পূর্ণরূপে লিখিয়া দেওয়া হয় আর যদি ক্রটিপূর্ণ হয় তবে যতোটা ক্রটিপূর্ণ তাহা লিখিয়া

দেওয়া হয়। অতঃপর আল্লাহ বলিলেন, দেখ, তাহার কাছে কোন নফল আছে কি না। যদি নফল থাকে তবে তাহা দিয়া ফরজ পূর্ণ করা হয়। অতঃপর অনুরূপভাবে অন্যান্য আমলের হিসাব গ্রহণ করা হইয়া থাকে। (আবু দাউদ)

এমতাবস্থায় কাহারো এমন গর্ব করা উচিত নহে যে, আমি হিসাব অনুযায়ী যাকাত দিয়া থাকি। কত ক্রটি তাহাতে থাকিয়া যাইতেছে কে জানে? সেই সব ক্রটি পূরণের জন্য নফল সাদাকাতের সঞ্চয় থাকা দরকার। আদালতে মামলা করিতে গেলে মামলাকারীরা পকেটে সব সময় হিসাব অনুযায়ী প্রয়োজনীয় টাকার চাইতে বেশী টাকা রাখিয়া দেয়। কখন কি কাজে আসিবে কে জানে। আখেরাতের আদালত সবচেয়ে উচ্চ আদালত। সেখানে মিথ্যা, বাক চাতুরতা, সুপারিশ কিছুই কাজে আসিবে না। আল্লাহর রহমত সব কিছুর উর্ধে। তিনি ন্যায়বিচারক। সম্পূর্ণ ক্ষমা করিয়া দিলেও কাহারো কিছু বলার থাকিবে না। কিন্তু ইহা নিশ্চিত কোন ব্যাপার নহে যে তিনি ক্ষমা করিবেনই। ক্ষমার আশায় অপরাধে লিপ্ত হওয়া যায় না। কাজেই যথাযথভাবে ফরজসমূহ পালন করা দরকার, এবং তাহা করিয়া সন্তুষ্ট থাকা উচিত নহে, বরং ক্রটি দূরীকরণের প্রয়োজনে নিজের কাছে নফলের সঞ্চয় রাখা চাই।

আল্লামা শূয়তী (রহ:) মেরকাতুস সুউদ গ্রন্থে লিখিয়াছেন, ৭০টি নফল একটি ফরজের সমতুল্য। কাজেই ফরজ সমূহ যথাযথভাবে আদায় করা দরকার। পাশাপাশি নফলও নিজের আমলনামায় সঞ্চিত রাখিতে হইবে।

উপরোল্লিখিত হাদীছে অল্প একটি কথা রহিয়াছে যে, হারাম মাল সঞ্চয় করিয়া তাহা হইতে সদকা করিলে সেই সদকাতে সওয়াব পাওয়া যায় না। বিভিন্ন ভাবে ইহা উল্লেখ করা হইয়াছে যে আল্লাহ তায়ালা হালাল ধন-সম্পদ হইতে প্রদত্ত সদকাই শুধু গ্রহণ করিয়া থাকেন।

একটি হাদীছে রহিয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালা গলুল মালামালের সদকা কবুল করেন না। গণিমতের ধনসম্পদে খেয়ানতকে গলুল বলা হয়। ওলামায়ে কেরাম লিখিয়াছেন, গণিমতের ধন-সম্পদে নিজেরও

অংশ থাকে অথচ সেই ধনসম্পদ খেয়ানত করিলে তাহা হইতে প্রদত্ত সদকা কবুল হইবে না, এমতাবস্থায় নিজের অংশ না থাকা ধন সম্পদের মধ্য হইতে প্রদত্ত সদকা কিছুতেই কবুল হইবে না।

একটি হাদীছে নবী করিম (ছ:) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি হারাম ধন সম্পদ উপার্জন করে তাহা খরচ করিলেও বরকত পাওয়া যায় না। সদকা করিলে কবুল হয় না, যত্নের সময় মীরাছ হিসাবে রাখিয়া যাওয়া দোষের পাথেয় রাখিয়া যাওয়ারই শামিল।

হজরত ইবনে মাসউদ (রা:) বলেন, যে ব্যক্তি হালাল ধন সম্পদ উপার্জন করে তাহার যাকাত না দেয়া সেই ধন সম্পদকে অপবিত্র করিয়া দেয় আর যে ব্যক্তি হারাম ধন সম্পদ উপার্জন করে, যাকাত আদায় করিয়া তাহা পবিত্র করা যায় না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জাকাত আদায় না করার শাস্তির বিবরণ

এ সম্পর্কে পবিত্র কোরানে বহু আয়াত নাজিল হইয়াছে, সে সব আয়াতের কিছু কিছু দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে অর্থাৎ ধন-সম্পদ খরচ না করার শাস্তির বিবরণের মধ্যে উল্লেখ করা হইয়াছে। ধন সম্পদ খরচ না করার ব্যাপারে যেসব শাস্তির উল্লেখ রহিয়াছে সেসব ওলামাদের মতে জাকাত আদায় না করার ব্যাপারেই প্রযোজ্য, কেননা যাকাত সর্ব সম্মতিক্রমে ফরজ বা অবশ্য কর্তব্য।

(১) وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَتُفِقُوا فِيهَا

فِي سَبِيلِ اللَّهِ - آيَةٌ ১০

অর্থাৎ যাহারা সোনারূপা সঞ্চয় করে এবং আল্লাহর পাথে ব্যয় করেনা।—এ আয়াত দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ৫নং এ উল্লেখ করা হইয়াছে। ওলামাদের মতে আয়াতটি যাকাত আদায় না করা সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। এ আয়াতের মধ্যে যে কঠিন শাস্তির কথা বলা

হইয়াছে তাহা যাকাত আদায় করে না এমন লোকদের উদ্দেশ্যেই বলা হইয়াছে। নবীকরিম (ছঃ)-এর হাদীছেও এ সম্পর্কে সমর্থন পাওয়া যায়, উল্লিখিত আয়াতে এইরূপ শাস্তির কথা উল্লেখ রহিয়াছে যে “যাহারা যাকাত আদায় করে না তাহাদের ধন-সম্পদ তণ্ডু করিয়া তাহাদের কাপলে, পাশ্বদেশে, প্রভৃতি স্থানে দাগ দেওয়া হইবে। ইহা যাকাত আদায় না করার শাস্তি। পোড়া ধাতুর সামান্য স্পর্শও কী গভীর যন্ত্রণাদায়ক, অথচ যত বেশী ধন সম্পদ থাকিবে ততই বেশী দাগ দেওয়া হইবে। অল্প কিছু দিন এ ছুনিয়ার সোনারূপার কয়েকটি কড়ি রাখার দরুণ কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হইতে হইবে।

(২) وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ

سِنْ خَالًا - ٥ لَا يَذَرُ

অর্থাৎ এবং আল্লাহ নিজের অনুগ্রহ হইতে যাহা দান করিয়াছেন তাহাতে যাহারা কুপণতা করে—।

তরজুমাসহ এ আয়াত দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার সমর্থনে বোখারী শরীফে সংকলিত নবীকরিম (ছঃ) এর বাণীও উল্লেখ করা হইয়াছে। সেখানে বলা হইয়াছে, যে ব্যক্তিকে আল্লাহ ধন সম্পদ দিয়াছেন, অথচ সে উক্ত ধন সম্পদের যাকাত আদায় করে না। এমনভাবে সে যে ধন সম্পদকে সাপ সাজাইয়া তাহার গলায় পরাইয়া দেওয়া হইবে এবং বলা হইবে এই হইতেছে তোমার ধন সম্পদ, কোষাগার। যেই গৃহে কখনো একটি সাপ বাহির হয় আতঙ্কে ভয়ে সে ঘরে অন্ধকারের মধ্যে যাওয়া যায় না, মনে ভয় জাগে, যদি সাপ আসিয়া কামড় দেয়? কিন্তু আল্লাহর পবিত্র রাছুল (ছঃ) বলিতেছেন, এই ধন সম্পদ আজ যাহাকে ছুনিয়ার নিরাপদ কোষাগারে এবং লোহার আলমারীতে আবদ্ধ রাখা হয় ইহার যাকাত আদায় না করিলে কাল (কেয়ামতে) তোমাদেরকে সাপরূপে জড়াইয়া দেওয়া হইবে। ঘরের সাপ দংশন করিবে এমন সম্ভাবনা অনেক সময় থাকে না। তবু মনের আশঙ্কা দূর হইতে চায় না, কোনদিন হয়ত না জানি আসিয়া পড়ে। এই আশঙ্কা এবং বারবার চিন্তার কারণেই ব্যাপারটা

ভুলিয়া থাকা যায় না। অথচ যাকাত আদায় না করিলে শাস্তি অব্যাহত কিন্তু তবু আমরা সেই শাস্তির ভয় করিতেছি না।

(৩) إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى زَبَغَى عَلَيْهِمْ
وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ... وَيَكَاذِبُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ
(قصص ٨)

অর্থাৎ “নিশ্চয় এই কাকুণ মুসা (আঃ) এর সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল তৎপর সে তাহাদের প্রতি অত্যাচার করিতে লাগিল, এবং আমি তাহাকে এতধন ভাণ্ডার প্রদান করিয়াছিলাম যে, কয়েক জন শক্তিশালী পুরুষ (তাহার ধন ভাণ্ডার পূর্ণ সিন্দূকের) চারি সমূহ অতি কষ্টে বহন করিত। যখন তাহাকে তাহার সম্প্রদায় বলিল তুমি উল্লসিত হইও না নিশ্চয় আল্লাহ উল্লাসকারীদের পছন্দ করেন না, তুমি আল্লাহর প্রদত্ত সম্পদ দ্বারা পরকালের শাস্তি অহুসন্ধান কর এবং ইহজগতে তোমার অংশও ভুলিও না। আর তুমি পরোপকার কর যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি উৎকর্ষ করিয়াছেন। এবং দেশে শাস্তি ভঙ্গ করিয়া বেড়াইও না নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি ভঙ্গকারীগণকে পছন্দ করেন না। সে বলিল—আমার লব্ধ জ্ঞানবলে আমি উহা প্রাপ্ত হইয়াছি। সে কি জ্ঞানিত না যে আল্লাহ তাহার পূর্বে বিনষ্ট করিয়াছেন এমন বহু গোত্রকে যাহারা তদপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ও সঞ্চয়কারী ছিল? আর পাপীদের অপরাধ সম্বন্ধে কোন জিজ্ঞাসাবাদও করা হইবে না। অতঃপর সে আড়ম্বরের সহিত স্বীয় সম্প্রদায়ের দিকে বহির্গত হইল। পার্থিব জীবনাকাজীরা বলিতে লাগিল—আফছোছ! কাকুণের মত যদি আমরাও দান করা হইত! নিশ্চয় সে খুব সৌভাগ্যশালী! আর যাহারা জ্ঞান সম্পদে শক্তিশালী ছিল তাহারা বলিতে লাগিল—রে হতভাগাগণ? আল্লাহর পূণ্য প্রতিদান তাহাদের জন্য শ্রেষ্ঠ যাহারা ধর্মবিশ্বাস করিয়া সংকার্য করিয়াছে, এবং ইহা বৈষ্যশীলগণই পাইয়া থাকে। অতঃপর আমি তাহাকে ও তাহার অট্টালিকাকে মাটির নীচে প্রোথিত করিলাম, তারপর আল্লাহ ব্যতীত তাহার এমন কোন দল ছিল না যে তাহাকে সাহায্য করে, এবং কোন প্রতিরোধকারীও ছিল না।

যাহারা গতকল্য তাহার মত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিল, তাহারা প্রভাতে বলিতে লাগিল—হায়! আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে প্রচুর আহাৰ্য্য দেন, অথবা অপ্রচুর দেন। যদি আল্লাহ আমাদের প্রতি স্বীয় অনুগ্রহ না করিতেন তবে আমরাও কারুণ্যের মত মৃতিকায় প্রোথিত হইতাম, হায়! ধর্ম্মোদ্রোহীগণ কখনো কামিয়াব হইবে না।”

মুহা (আঃ) ও কারুণ্যের কচ্ছা

ফায়ুদা : হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, কারুণ ছিল হজরত মুসা (আঃ) এর চাচাতো ভাই। পাকিস্তানে সে প্রভূত উন্নতি করিয়াছিল এবং হজরত মুসা (আঃ) কে হিংসা করিত। হযরত মুসা (আঃ) তাহাকে বলিলেন, আল্লাহ জালাশানুহ আমাকে তোমার নিকট হইতে যাকাত আদায় করার আদেশ দিয়াছেন। কারুণ যাকাত দিতে অস্বীকার করিল এবং লোকদেরকে বলিল, মুসা যাকাতের নামে তোমাদের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করিতে চায়। সে নামাজের আদেশ দিয়াছে তোমরা তাহা সহ করিয়াছ, অন্যান্য আদেশ করিয়াছে তাহাও তোমরা সহ করিতেছিলে এবার তোমাদেরকে যাকাত প্রদানের আদেশ করিতেছে, তোমরা কি এ আদেশও সহ করিবে? লোকেরা বলিল আমরা সহ করিব না। তুমি আমাদেরকে এ আদেশ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য একটা বুদ্ধি শিখাইয়া দাও।

কারুণ বলিল আমি বুদ্ধি করিয়াছি যে, একজন অসতী নারীকে এ মর্মে রাজী করাইব যে সে মুসার নামে অপবাদ দিবে যে তিনি আমার সহিত ব্যভিচার করিয়াছেন। লোকেরা একজন অসতী নারীকে অনেক টাকার লোভ দেখাইয়া রাজী করাইল যে, সে হযরত মুসার (আঃ) নামে অপবাদ দিবে। মেয়োলোকটি রাজী হওয়ার পর কারুণ হজরত মুসার (আঃ) নিকট যাইয়া বলিল, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে যেসব আদেশ দিয়াছেন সেসব আদেশ বনি ইসরাইলদেরকে সমবেত করিয়া জানাইয়া দিন। হযরত মুসা (আঃ) প্রস্তাবটি পছন্দ করিলেন এবং একদিন বনি ইসরাইলদেরকে এক জায়গায় সমবেত করিলেন।

সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে হজরত মুসা (আঃ) বলিলেন আল্লাহ

আমাকে তাহার সহিত অত্র কাউকে শরীক না করার আদেশ দিয়াছেন, নিকটাত্মীয়দের সহিত সদ্যবহার করার আদেশ দিয়াছেন। বিবাহিত কোন লোক ব্যভিচার করিলে তাকে পাথর নিক্ষেপে হত্যার (সঙ্গেসার) আদেশ দিয়াছেন। এ সময় লোকেরা বলিল, যদি আপনি নিজে ব্যভিচার করেন তাহলে? হজরত মুসা (আঃ) বলিলেন। আমার প্রতিও সেই আদেশ কার্যকর হইবে। অর্থাৎ আমাকেও পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা হইবে। সবাই বলিল আপনি ব্যভিচার করিয়াছেন হজরত মুসা (আঃ) অবাক হইয়া বলিলেন, আমি? তাহারা বলিল হ্যাঁ আপনি। একথা বলিয়া তাহারা মেয়োলোকটিকে ডাকিয়া বলিল, তুমি হজরত মুসা (আঃ) সম্পর্কে কি বল? হজরত মুসা (আঃ) তাহাকে কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করেন তখন সে সত্য কথা বলিল। প্রকৃত কথা এই যে, ওরা আমাকে পুরস্কারের প্রলোভন দেখাইয়া আপনার প্রতি অপবাদ দেওয়ার জন্য রাজী করাইয়াছে। আপনি এ অপবাদ হইতে সম্পূর্ণ পবিত্র।

একথা শুনিয়া হজরত মুসা (আঃ) কাদিতে কাদিতে সেজদায় গেলেন আল্লাহর পক্ষ হইতে সেজদাতেই ওহী নাযিল হইল যে, কাদি বার কি আছে। উহাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য আমি ভূ-পৃষ্ঠকে আচ্ছাদন করিয়া দিয়াছি, তুমি যাহা চাও সে সম্পর্কে ভূ-পৃষ্ঠকে আদেশ কর। হজরত মুসা (আঃ) ছেজদা হইতে মাথা উঠাইয়া হুকুম করিলেন হে জমীন। তাহাদিগকে গিলিয়া ফেল। সাথে সাথে জমীন প্রথমে তাহাদের পায়ের গোড়ালী গিলিয়া ফেলিল, ইহাতে অনুন্নয় বিনয় করিয়া তাহারা হজরত মুসা (আঃ)-কে ডাকিতে লাগিল। হজরত মুসা (আঃ) আবার আদেশ করিলেন, বক্ষে ধারণ করিয়া ফেলো ভূ-পৃষ্ঠ তাহাদের কণ্ঠনালি পর্যন্ত গিলিয়া ফেলিল। তাহারা তখন জোরে সোরে হজরত মুসাকে (আঃ) ডাকিতে লাগিল। হজরত মুসা (আঃ) পুনরায় ভূ-পৃষ্ঠকে আদেশ করিলেন, গিলিয়া ফেল। ভূ-পৃষ্ঠ তখন তাহাদেরকে গিলিয়া ফেলিল। আল্লাহ তায়ালা হজরত মুসার (আঃ) কাছে অহী পাঠাইলেন যে, ওরা তোমার নিকট যতবার মিনতি জানাইতেছিল, তোমাকে ডাকিতেছিল, আমার ইচ্ছতের কছম যদি তাহারা ঐভাবে আমাকে ডাকিত তবে আমি তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিতাম। তাহাদের দোয়া কবুল করিতাম।

হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে নকল করা হইয়াছে যে, আয়াতে বলা হইয়াছে “হুনিয়ার নিজ অংশ তুলিয়া যাইও না” অর্থ হইতেছে আখেরাতের জন্ত আমল কর। হজরত মোজাহেদ (রহঃ) বলেন, আল্লাহর অনুগত্য করা হুনিয়ার সেই অংশ যেখানে আখেরাতের ছওয়াব পাওয়া যায়। হজরত হাছান (রাঃ) হইতে নকল করা হইয়াছে যে হুনিয়ার যাহা প্রয়োজন তাহা অবশিষ্ট রাখ, যাহা অতিরিক্ত আছে তাহা সামনে পাঠাইয়া দাও। অতঃপর এক হাদীছে হজরত হাসান (রাঃ) হইতে নকল করা হইয়াছে যে এক বছরের কুজী বাকী রাখিয়া ইহার অধিক যাহা আছে তাহা ছদকা করিয়া দাও। (ছররে মনছুর) ইহার কিছু অংশ কুণতার বর্ণনায় দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৮নং আয়াতের আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে।

হাদীছ

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبٍ وَلَا نِصْفَةٍ لَا يَرُدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَمَةِ مَفْعَتُ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَاحْمِي عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ ذِيكُورِي بِهَا جَنَّةٌ وَجَبِيَّةٌ وَظَهْرُهُ كَمَا رَدَّتْ أَعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مَقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يَقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ-

অর্থাৎ নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন যে ব্যক্তি স্বর্ণ রৌপ্যের মালিকানা লাভ করিবে অথচ উহার হক আদায় করিবে না কেয়ামতের দিন সেই স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত বানাইয়া দোজখের আগুনে এমনভাবে উত্তপ্ত করা হইবে যেন আগুনের পাত। তারপর এসব পাত দিয়া মালিকের বাহ, কপাল ও কোমরে দাগ দেওয়া হইবে। বারবার দাগ দেওয়া হইবে কেয়ামতের এমন এক দিন যাহার পরিমাণ হুনিয়ার হিসাব অনুযায়ী ৫০ হাজার বছর। অতঃপর সেই ব্যক্তি বেহেশত বা দোজখ যেখানে যাওয়ার চলিয়া যাইবে।

ফায়েদা : এ হাদীছটি খুব দীর্ঘ। এখানে উটের মালিককে উটের যাকাত না দেওয়ার শাস্তি এবং সে শাস্তির প্রকৃতি সম্পর্কে উল্লেখ করা হইয়াছে। এখানে সাধারণত যাকাত ওয়াজিব হওয়ার মত পশু কাহারো মালিকানাভুক্ত থাকে না। আরব দেশে উহাদের

সংখ্যাধিক্য ছিল। তবে স্বর্ণ চাঁদী এবং তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট অশ্মাচ্ছ জিনিস এখানে সাধারণভাবে হয় একারণে উপরোল্লিখিত হাদীছের অংশ বিশেষ তুলিয়া ধরাই যথেষ্ট মনে করা হইয়াছে। ইহাতেই জ্বাকাত পরিশোধ না করার পরিণাম সম্পর্কে জানা যায়। স্বর্ণ রৌপ্য আগুনে উত্তপ্ত করিয়া শাস্তি প্রদানের যে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা কেয়ামতের একদিনের শাস্তি, কিন্তু সেই দিনের মেয়াদ ও হুনিয়ার হিসাবে ৫০ হাজার বছর হইবে। এত মারাত্মক শাস্তি প্রদানের পর যদি তাহার অশ্মাচ্ছ আমল এইরূপ হইয়া থাকে যে, সেসব আমল অনুযায়ী ক্ষমা পাইয়া সে বেহেশতে যাইতে পারে অথবা যদি বেহেশতে যাওয়ার উপযুক্ত না হয় ও ক্ষমা পাওয়ার উপযুক্ত না হয় অথবা যাকাত না দেওয়ার কারণে আরো কিছু শাস্তি এখনো অবশিষ্ট থাকিয়া থাকে তবে দোজখে নিক্ষেপ করিয়া দেওয়া হইবে এবং যেইরূপ শাস্তি সেখানে দেওয়া হইবে তাহা বলিবার ও লিখিবার মত নহে। অর্থাৎ তাহা বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নহে।

এই আয়াতে কেয়ামতের দিনের পরিমাণ ৫০ হাজার বছর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কোরানে ছুরা মায়েরেরেজের প্রথম দিকেই কেয়ামতের দিনের অনুরূপ পরিমাণের কথা উল্লেখ রহিয়াছে, কিন্তু কোন কোন হাদীছে, রহিয়াছে, আল্লাহর অনুগত বান্দাদের জন্ত সেই (৫০ হাজার বছর) সময় এক ওয়াক্ত ফরজ নামাজ আদায় করিবার মতই অতিবাহিত হইয়া যাইবে। কাহারো কাহারো আমল অনুযায়ী জোহর হইতে আছরের সময়ের মত অতিবাহিত হইবে। (ছররে মানছুর) এত তাড়াতাড়ি সময় কাটিয়া যাওয়ার অর্থ হইতেছে সেইদিন তাহারা এখানে সেখানে ভ্রমণে ব্যস্ত থাকিবে। সুখ ও আনন্দের সময় অন্ততই ফুরাইয়া যায় একথা কে না জানে।

একটি হাদীছে নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন। এমন নহে যে টাকার উপর টাকা স্বর্ণ মুদ্রার উপর স্বর্ণমুদ্রা রাখা হইবে বরং শাস্তিভোগকারীদের দেহ বিস্তৃত করিয়া সমভাব দেহের বিভিন্ন অংশে এইসব স্বর্ণ চাঁদী রাখা হইবে তারপর তাহাদের বলা হইবে যে নিজেদের খাজনার স্বাদ গ্রহণ কর।

হজরত ছাওবান (রাঃ) হইতে নকল করা হইয়াছে যে, যত স্বর্ণচাঁদী

তাহার নিকট থাকিবে তাহার প্রতি ক্রিয়াত এক একটি আঙণের টুকরায় পরিণত করা হইবে। তারপর তাহার দেহের সকল অংশে দাগ দেওয়া হইবে। অতঃপর হয়ত তাহাকে ক্ষমা করা হইবে অথবা দোজখে নিক্ষেপ করা হইবে। (ছুরে মানছুর)

আগুনে উত্তপ্ত করিয়া যে শাস্তি দেওয়ার কথা পবিত্র হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের অন্ত আয়াতেও এসম্পর্কে উল্লেখ করা হইতেছে। কোন কোন হাদীছে, ধন-সম্পদ সাপ বানাইয়া শিকলের মত গলায় পরাইয়া দেওয়ার কথাও উল্লেখ রহিয়াছে। এ সম্পর্কে পরে উল্লেখ করা হইতেছে।

(২) من ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتى الله ما لا فلم يؤد زكوة مثله له ما له يوم القيمة شجاعا اقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيمة ثم ياند بلهز منية يعنى شذية ثم يقول انا مالك انا طهرك ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون الاية ٥

অর্থাৎ রাছুলে মকবুল (ছ:) বলিয়াছেন, আল্লাহ জালাশাহুহ বেই ব্যক্তিকে ধন সম্পদ দিয়াছেন অথচ সে উক্ত ধন সম্পদের যাকাত আদায় করে নাই সেই ধন সম্পদ কেয়ামতের দিন একটি সাপে পরিণত করা হইবে সেই সাপ গুঞ্জা হইবে এবং তাহার মাথায় দুইটি কালো বিন্দু থাকিবে। তারপর সেই সাপ যাকাত আদায় না করা ব্যক্তির গলায় শিকলের মত পরাইয়া দেওয়া হইবে। সেই সাপ লোকটির মুখের দুইদিকে কামড়াইয়া ধরিয়া বলিবে, আমি তোমার ধন-সম্পদ তোমার কোষাগার। অতঃপর নবী করিম (ছ:) কোরানের এ আয়াত পড়িলেন যেখানে বলা হইয়াছে, “যাহারা সোনারূপা কুক্ষিগত করে—।”

ফায়দা : এ আয়াতটি অর্থসহ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদেও উল্লেখ করা হইয়াছে। সেই সাপের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে সূজা হইবে। ইহাতে কোন কোন আলেম পুরুষ প্রজাতির সাপকে বুঝাইয়াছেন। কেহ কেহ বলিয়াছেন সূজা এমন সাপকে বলা হয় যে সাপ লেজের উপর খাড়া হইয়া মোকাবিলা করে। (কতহল বারী)

এই সাপের অন্ত একটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলেমগণ বলিয়াছেন

এই সাপ গুঞ্জা হইবে, গুঞ্জা বলার কারণ এই যে সাপ অত্যন্ত বিষধর হইলে তাহার মাথার লোম উঠিয়া যায়। তৃতীয় বৈশিষ্ট্য বলা হইয়াছে যে তাহার মাথায় দুইটি কালো বিন্দু থাকিবে। কালো দুইটি বিন্দু মাত্রার দ্বারাও সাপের অত্যন্ত বিষধর হওয়া বুঝায়। এই ধরনের সাপের বয়স খুব বেশী হইয়া থাকে। কোন কোন ওলামা দুইটি বিন্দুর বদলে সাপের মুখে বিষের আধিক্য ফেনা বাহির হওয়ার কথা লিখিয়াছেন, কেহ কেহ সাপের মুখের দুই দিকের দাঁতের কথা অর্থ করিয়াছেন। কেহ কেহ মুখের দুই পাশে বুলন্ত দুইটি বিশেষ খলি অর্থ করিয়াছেন।

(কতহল বারী)

এ হাদীছে যাকাত না দেয়ার কারণে সেই ধন-সম্পদের শিকল পরানোর উল্লেখ রহিয়াছে। প্রথম হাদীছে আগুনের পাত দিয়া দাগ দেওয়ার কথা ছিল। উভয় প্রকার শাস্তির কথাই কোরানের দুই জায়গায় উল্লেখ রহিয়াছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এ সম্পর্কে উল্লেখ করা হইয়াছে। উভয় প্রকার আজাবের মধ্যে কোন বিরোধ বুঝা যায় না। বিভিন্ন সময়ের প্রেক্ষিতে আজাবের মধ্যে পার্থক্য হইতে পারে আবার উভয় আজাব একই সঙ্গে হইতে পারে।

শাহ আলিউল্লাহ (রহ:) হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা এন্থে লিখিয়াছেন, সাপ হইয়া পিছনে লাগা এবং আগুনের পাত তৈরী করিয়া দাগ দেওয়ার মধ্যে পার্থক্যের কারণ এই যে, মানুষ যদি সকল প্রকার মালামালের প্রতিই ভালোবাসা পোষণ করে, বিশেষ শ্রেণীর মালামালের প্রতি তাহার দুর্বলতা না থাকে তবে তাহার মালামাল একটি জিনিস হইয়া তাহার পিছনে লাগিবে। আর যে ব্যক্তি মালামালের শ্রেণী বিভাগের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করে, যাহা কিছু পায় সেগুলো বিশেষ প্রকারের মুদ্রায় পরিণত করিয়া সঞ্চয় করে তবে তাহার ধন সম্পদ বানাইয়া তাহাকে দাগ দেওয়া হইবে। একটি হাদীছে রহিয়াছে, যাহারা মৃত্যুর পর ধন ভাণ্ডার রাখিয়া যায় সেই ধন ভাণ্ডার একটি গুঞ্জা দুই বিন্দুবিশিষ্ট সাপ হইয়া কেয়ামতের দিন তাহার পিছনে লাগিয়া যাইবে। সেই ব্যক্তি ভয় পাইয়া বলিবে তুমি আমার কোন বিপদ। সে বলিবে, আমি তোমার পরিত্যক্ত ধন-ভাণ্ডার। সেই সাপ প্রথমে লোকটির হাত খাইয়া ফেলিবে, তারপর সমগ্র দেহ ভক্ষণ

করিয়ে।

(তারগীব)

কেয়ামতের শাস্তির ব্যাপারে বিভিন্নভাবে এটা উল্লেখ রহিয়াছে যে, শাস্তির কারণে কোন কোন লোক টুকরা টুকরা ছিন্নভিন্ন হইয়া গেলে পুনরায় তাহাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য তাহার পূর্বাবস্থায় আপনি আপনি তৈরী হইয়া যাইবে।

(৩) من عبد الله بن مسعود (رض) قال إمامنا باقاً
الصلوة وإيتاء الزكاة ومن لم يزك فلا صلوة له

অর্থাৎ হজরত আবুদুজ্জাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমাদেরকে নামাজ কায়েম করিতে এবং যাকাত পরিশোধ করিতে বলা হইয়াছে। যে ব্যক্তি যাকাত পরিশোধ না করে তাহার নামাজ কবুল হয় না।

ফায়েদা : অর্থাৎ নামাজ আদায় করিলে যে পুণ্য আল্লাহর নিকট হইতে পাওয়া যাইবে যাকাত পরিশোধ না করিলে তাহাও মিলিবে না। অত্যা এক হাদীছে রহিয়াছে যে ব্যক্তি জাকাত পরিশোধ না করে সে (পরিপূর্ণ) মুসলমান নহে। তাহার নেক আমল তাহার উপকারে আসিবে না।

(তারগীব)

অর্থাৎ অত্যান্য পুণ্য বা নেক কাজ যাকাত পরিশোধ না করার শাস্তি টলাইতে পারিবে না। অন্য এক হাদীছে রহিয়াছে যে, যাকাত পরিশোধ ব্যতীত দ্বীন পূর্ণ হয় না।

(কান্জ)

অন্য এক হাদীছে রহিয়াছে আল্লাহ তায়ালা সেই লোকের নামাজ কবুল করে না যে ব্যক্তি যাকাত দেয় না। আল্লাহ তায়ালা নামাজ এবং যাকাত একত্র ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন কাজেই উহাকে পৃথক করিও না।

(কান্জ)

পৃথক করার অর্থ হইতেছে নামাজ আদায় করিয়া যাকাত প্রদান না করা।

(৪) عن علي (رض) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم
القدر الذي يسع فقراءهم ولن يجهد الفقراء إذا جاءوا
أموالهم إلا بما يمتنع أغنياءهم إلا وإن الله يحاسبهم

حساباً شديداً أو يعذبهم عذاباً أليماً

অর্থাৎ নবী করিম (ছঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা বিত্তবানদের উপর তাহাদের ধন-সম্পদের মধ্যে সেই পরিমাণই ফরজ করিয়াছেন যাহা তাহাদের গরীবদের জন্য যথেষ্ট এবং তাহাদিগকে ক্ষুধার্ত ও নগ্ন থাকা অবস্থায় তাহাদের কষ্টের মধ্যে না ফেলে। কিন্তু বিত্তবানেরা সেই পরিমাণ ও আটক করিয়া রাখে। ভালোভাবে গুনিয়া রাখ আল্লাহ তায়ালা বিত্তবানদের নিকট হইতে কঠিন হিসাব গ্রহণ করিবেন।

ফায়েদা : আল্লাহ তায়ালা গায়েবের সবকিছু সম্পর্কে অবহিত হওয়া সত্ত্বেও যাকাতের যেই পরিমাণ নির্ধারিত করিয়াছেন তাহাই যথেষ্ট। যদি এই পরিমাণ যাকাত যথাযথভাবে আদায় করা হয় এবং ধনীদের নিকট হইতে তোলা হয় তাহা হইলে কোন মানুষ ক্ষুধায় কষ্ট পাইবে না এবং পোষাকের অনুবিধা কাহারও থাকিবে না।

হজরত আবুজ্জর গেফারী (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীছে এসম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। ফকীহ আবুল লায়ছ সমরকন্দী (রাঃ) তাখীছল গাফেলীন গ্রন্থে বিস্তারিত ভাবে এ হাদীছে উল্লেখ করিয়াছেন। অত্যা প্রশ্নের সহিত সেখানে এ প্রশ্নও ছিল যে আমি আরজ করিলাম, হে আল্লাহর রাছুল আপনি যাকাতের আদেশ দিয়াছেন, এই যাকাত কি? নবী করিম (ছঃ) বলিলেন, আবুজ্জর যে ব্যক্তি আমানতদার নহে তাহার ঈমান নাই। যে ব্যক্তি যাকাত আদায় করে না তাহার নামাজ ও নাই। (অর্থাৎ কবুল হয় না)। আল্লাহ তায়ালা ধনীদের উপর যাকাতের এমন পরিমাণ নির্ধারণ করিয়াছেন যাহা তাহাদের গরীবদের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন তাহাদের ধন-সম্পদের যাকাত দাবী করিবেন। এবং তাহাদের শাস্তি দিবেন।

এ হাদীছ হইতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, নবীকরিম (ছঃ) শুধু যাকাতের কথাই বলিয়াছেন, ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) এহইয়াউল উলুম গ্রন্থে লিখিয়াছেন, যাকাত পরিশোধে যাহারা অমনোযোগী আল্লাহ তায়ালা তাহাদের কঠিন শাস্তির কথা বলিয়াছেন। তিনি ঘোষণা করিয়াছেন যাহারা সোনারূপা কুক্ষিগত করিয়া রাখে—। আল্লাহর রাহে খরচ করা অর্থ হইল যাকাত পরিশোধ করা। যাকাত তাহার প্রকৃতি অনুযায়ী

৬ প্রকার। পশুদের যাকাত, সোনারূপার যাকাত, বাণিজ্যিক মালামালের যাকাত, খনিজ সম্পদের যাকাত, উৎপাদিত শস্যের যাকাত এবং সদকাতুল ফেতের।

এক মাত্র খনিজ সম্পদ ব্যতীত অত্যাশ্চর্য প্রভৃতির যাকাত সম্পর্কে চারজন ইমাম ঐক্যমত প্রকাশ করিয়াছেন। ইমাম আবু হানিফার (রহঃ) মতে খনিজ সম্পদের ক্ষেত্রে এক পঞ্চমাংশ দান করিতে হইবে। ইহা ওয়াজিব। এই ওয়াজিব হওয়া যাকাতেরই অনুরূপ।

ধনী ব্যক্তিরা যদি নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সহিত এ সকল কিছু যাকাত পরিশোধ করে তবে কোন গরীবকে ক্ষুধার ছালায় মরিতে হইবে না এবং পোষাকের অভাবে নগ্ন থাকিতে হইবে না। কোন কোন ওলামা হজরত আলী (রাঃ)-এর বর্ণিত এ হাদীছ সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন যে ইহাতে যাকাতের চাইতে অধিক পরিমাণ অর্থ আদায় করাই উদ্দেশ্য। এটা ঠিক নহে। কেননা এটা ঠিক হইলে হজরত আলী (রাঃ) বর্ণিত অত্র একটি হাদীছের সহিত নামঞ্জরপূর্ণ হইবে না। সেখানে রহিয়াছে যে, নবী করিমের (ছঃ) বাণী হজরত আলী (রাঃ) হইতে নকল করা হইয়াছে যে, যাকাত ওয়াজিব হওয়ার কারণে যাকাত ব্যতীত অত্যাশ্চর্য সদকা, মনচুখ হইয়া গিয়াছে। এ হাদীছটি মারফু বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

ইমাম রাজী (রহঃ) আহকামুল কোরানে, হজরত আলীর (রাঃ) বক্তব্য উৎকৃষ্ট সূত্র হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। কানজুল আমাল গ্রন্থের লেখক বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে এ বর্ণনাটি উল্লেখ করিয়াছেন। হাদীছের বক্তব্য হইতেছে কোরানে বর্ণিত অত্যাশ্চর্য সদকাকে যাকাত মনচুখ করিয়া দিয়াছে। অপবিত্রতা হইতে পবিত্র হওয়ার গোসল অত্যাশ্চর্য গোসলকে মনচুখ করিয়াছে রমজানের রোজা অত্যাশ্চর্য রোজাকে মনচুখ করিয়াছে কোরবানী অত্যাশ্চর্য জবাইকে মনচুখ করিয়াছে। হজরত আলী (রাঃ) নিজে বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্ততির জন্য সমগ্র পৃথিবীর ধন-সম্পদ ও গ্রহণ করে সে ব্যক্তি পরহেজগার।

কোন কোন ওলামা লিখিয়াছেন, যাকাত ফরজ হইবার আগে নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন সম্পদ খরচ করা অত্যাবশ্যকীয় ছিল। যাকাত

তের বিধান তাহা বাতিল করিয়া দিয়াছে। আল্লামা শূরুতী (রহঃ) শূরা আরাফের ২৪ রুকুতে যাকাত সম্পর্কিত আয়াতের ব্যাখ্যায় একথা ছুদী (রহঃ) হইতে নকল করিয়াছেন। কাজেই ইহা দ্বারা যদি ওয়াজিব বুঝানো হয় তবে তাহাও মনচুখ। উল্লিখিত হাদীছ দ্বারা যাকাতের অধিক অর্থ গ্রহণ করা যে বুঝানি নবীজীর অন্ত হাদীছে তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। সে হাদীছে নবী করিম (ছঃ) বলেন, যে ব্যক্তি যাকাত পরিশোধ করিল সে তাহার উপর আরোপিত দায়িত্ব পালন করিল। অতিরিক্ত যাহা দান করা হইল তাহা উত্তম কার্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

এ ধরনের অনেক বর্ণনা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত একটি হাদীছ ইহার চাইতে স্পষ্ট বক্তব্য সম্বলিত এবং তাহা হজরত আলী (রাঃ) বর্ণিত হাদীছের সমর্থক। সে হাদীছে নবীজী বলিয়াছেন, যদি এটা আল্লাহ পাক বৃষ্টিতেন যে ধনীদেব অর্থ সম্পদের নির্ধারিত যাকাত গরীবদের জন্য যথেষ্ট হইবে না তবে তাহাদের জন্য অত্র জিনিস ও ফরজ করিয়া দিতেন। কাজেই গরীবরা যদি এখন ক্ষুধার্ত থাকে তবে ধনীদেব কারণেই থাকে। (কানজ)

অর্থাৎ ধনীরা নিয়মিত যাকাত আদায় না করার কারণেই গরীবদের ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করিতে হয়। এ কারণেই মোহাদ্দেছ হায়ছামী (রাঃ) মাজমাউজ যাওয়ায়েদ গ্রন্থে হজরত আলীর (রাঃ) বর্ণিত এ হাদীছের দ্বারা যাকাত ফরজ বলিয়াছেন। এমন কি এ হাদীছ দ্বারাই তিনি যাকাত সংক্রান্ত অধ্যায় শুরু করেন।

কানজুল ওম্মাল গ্রন্থের লেখকও এ কারণেই কিতাবুজ্জ যাকাত শীর্ষক অধ্যায়ে এ হাদীছ উল্লেখ করেন। হাফেজ ইবনে আবদুল বার (রাঃ) লিখিয়াছেন, যাহারা সোনা-রূপা কুক্ষিগত করে—কোরানের এ আয়াত এবং এ ধরনের অত্যাশ্চর্য আয়াতের দ্বারা যাহারা যাকাত আদায় করে না তাহাদের কথাই বলা হইয়াছে। ফেকাবিদগণ এ অভিমতই ব্যক্ত করিয়াছেন। হজরত ওমর, ইবনে ওমর, হজরত জাবের ইবনে মাযুদ (রাঃ) এ অভিমতই ব্যক্ত করিয়াছেন। এর সমর্থনে আবু দাউদ শরীফে সংকলিত একটি হাদীছ লক্ষ্যণীয়। উক্ত হাদীছে বলা হইয়াছে,

হজরত উম্মে সালমা (রাঃ) বলেন আমি সোনার একটি অলঙ্কার পরিয়েছিলাম, এমতাবস্থায় নবীজীকে জিজ্ঞাসা করিলাম ইহাও কি কুক্ষিগত করণের অন্তর্ভুক্ত হইবে। নবীকরিম (ছঃ) বলিলেন, যে জিনিস যাকাতের পরিমাণে পৌঁছে এবং তাহার যাকাত আদায় করা হয় সে জিনিস কুক্ষিগত করণের আওতায় পড়িবে না। তিরমিজি এবং হাকেম উল্লেখিত আবু হোরাযরার (রাঃ) বর্ণিত হাদীছেও ইহার সমর্থন রহিয়াছে। উক্ত হাদীছে নবীকরিম (ছঃ) হইতে নকল করা হইয়াছে, তুমি যাকাত পরিশোধ করিলে, তোমার উপর আরোপিত ওয়াজিব পালন করিয়াছ। হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত হাদীছে নবীকরিম (ছঃ) বলেন, তুমি যাকাত পরিশোধ করিলে সেই ধন-সম্পদের অনিষ্টকারীতা দূর করিয়া দিয়াছ। হাকেম (রহঃ) এ হাদীছকে 'মাক্রুফ' বলিয়া উল্লেখ করেন, বায়হাকী (রহঃ) হজরত জাবেরের (রাঃ) বরাত দিয়া ইহাকে মওকুফ বলিয়াছেন। আবু জোরয়াও (রহঃ) হজরত জাবেরের বরাত দিয়া মওকুফ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন তবে তাহার উল্লেখিত হাদীছে একথা ও রহিয়াছে যে, যে ধন-সম্পদের যাকাত আদায় করা হয় তাহা কান্জ (কুক্ষিগত) নহে।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং ইবনে ওমর (রাঃ) এর নিকট হইতেও এইরূপ নকল করা হইয়াছে যে, যে ধন সম্পদের যাকাত পরিশোধ করা হইয়াছে তাহা ভূ-গর্ভের মধ্যে পুতিয়া রাখিলেও তাহা কুক্ষিগত করণ হইবে না। পক্ষান্তরে যে ধন সম্পদের যাকাত পরিশোধ করা হয় নাই তাহা মাটির উপর থাকিলেও কুক্ষিগত করণ অর্থাৎ কান্জ এর অন্তর্ভুক্ত হইবে। আভিধানিক পরিভাষায় যদিও মাটির তলায় রাখা ধন-সম্পদকে কান্জ বলা হয় কিন্তু শরিয়তের পরিভাষায় তাহা কান্জ হইবে না। যাহার যাকাত পরিশোধ করা হয় নাই তাহা যে কান্জ অর্থাৎ কুক্ষিগত করণ এর বিরুদ্ধ মতামতকারীদের সংখ্যা আমি বেশী দেখি নাই। অবশ্য হজরত আলী (রাঃ) হজরত আবুজর (রাঃ) হজরত জহাক (রহঃ) এবং অন্যান্য কয়েকজন বৃদ্ধ অতিমত প্রকাশ করেন যে, যাকাত ছাড়া ও ধন-সম্পদের মধ্যে কিছু হকুক রহিয়াছে। হজরত আবুজর (রাঃ) এমন অতিমত প্রকাশ করেন যে, যেই ধন সম্পদ রুজি এবং জীবন যাপনের প্রয়োজনের অতিরিক্ত তাহাই কান্জ

বলিয়া গণ্য হইবে। হজরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, চার হাজার দিরহামের অধিকই কান্জ। জহাক (রাঃ) বলেন, দশ হাজার দিরহাম পরিমাণের ধন-সম্পদ অধিক বলিয়া গণ্য হইবে। ইব্রাহীম নাখারী, মোজাহেদ সা'বী এবং হাছান বছরীও বলিয়াছেন, ধন-সম্পদের মধ্যে যাকাত ছাড়াও অল্প অধিকার (হকুক) রহিয়াছে।

ইবনে আবুহুল বার (রহঃ) বলেন, উল্লিখিত ব্যক্তিগণ ব্যতীত অন্তসব পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ওলামা অভিমত প্রকাশ করেন যে, ইতিপূর্বে যেই মতামত উল্লেখ হইয়াছে তাহাই কান্জ (কুক্ষিগত করণ) অর্থাৎ যাহার যাকাত পরিশোধ করা হয় নাই। সেই সকল আয়াত ও হাদীছ হইতে দ্বিতীয় দলের ওলামায়ে কেলাম অভিমত দিয়াছেন, জমহুরে ওলামার মতে তাহা আল্লাহর প্রতি অধিক ভালোবাসা প্রকাশ অথবা যাকাতের বিধান নাথিল হওয়ার পূর্বকার নির্দেশ, যাকাতের বিধান নাথিল হওয়ার পর এই নির্দেশ মনছুখ হইয়া গিয়াছে। রমজানের রোজার বিধান নাথিল হওয়ার পর যেমন আশুরার রোজা মনছুখ হইয়া গিয়াছে। অবশ্য ফজিলত এখনো অব্যাহত রহিয়াছে। (ইতহাক)

ইহার সমর্থনে হজরতের পরবর্তী একটি ঘটনা উল্লেখ করা যায়। নবীকরিম (ছঃ) মদীনায়ে আনসার মুহাজিরদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন প্রতিষ্ঠা করিয়া দেওয়ার পর আনসারগণ আবেদন করিলেন যে আমাদের ধন সম্পদ ও তাহাদের মধ্যে অধিক হিসাবে বন্টন করিয়া দিন। নবীকরিম (ছঃ) তাহা করিতে অস্বীকৃতি জানাইলেন। তিনি ব্যবস্থা দিলেন যে, আনসারগণ মুজাহিদদের বাগানে কাজ করিবে এবং ইহাতে তাহারা বাগানের ফলের অংশ লাভ করিবে। সেই সময়ে নবীকরিম (ছঃ) হজরত সা'দ (রাঃ) এবং হজরত আবুহুর রহমান ইবনে আওফের (রাঃ) মধ্যে ভাই বন্ধু পাতিয়া দিলেন। হজরত সা'দ (রাঃ) আবুহুর রহমানকে (রাঃ) বলিলেন সবাই জানে যে, আমি আনসারদের মধ্যে সবচেয়ে ধনাঢ্য। আমি নিজের ধন সম্পদের অধিক তোমাকে ভাগ করিয়া দিতে চাই। হজরত আবুহুর রহমান (রাঃ) তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃতি জানাইলেন এবং বলিলেন আমাকে বাজারের পথ বলিয়া দাও। তার পর তিনি বাজারে যাইয়া

জিনিস পত্র ক্রয় বিক্রয়ের কাজ শুরু করিলেন। যদি ধনিদের অতিরিক্ত ধন-সম্পদে গরীবদের বাধাহীন অধিকার থাকিত? কেনই বা আবহর রহমান (রাঃ) তাঁহার অধিকার গ্রহণে রাজি হইলেন না। আর হজুর (ছঃ) ও আনছারদের প্রস্তাবিত সমভাবে বন্টনে অস্বীকৃতি জানাইলেন।

আসহাবে সুফকার ঘটনাবলী হাদীছের গ্রন্থাবলী এবং সীরাতে গ্রন্থাবলীতে এতো বেশী সংখ্যায় উল্লিখিত হইয়াছে যাহা হিসাব করা মুশকিল। তাঁহারা কয়েকদিন যাবত অনাহারে থাকিতেন। ক্ষুধায় মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাইতেন। অথচ আনসারদের মধ্যে অনেক ধনাঢ্য মুসলমানও ছিলেন কিন্তু হজুর বলেন নাই যে নিজের প্রয়োজনের অধিক ধন-সম্পদ আছতাবে সুফকার মধ্যে বন্টন করিয়া দাও। অবশ্য নবীজী এমনিতে তাহাদেরকে দান করার জন্ত প্রায়ই তাগিদ দিতেন।

হজরত আবু হোরাযরা (রাঃ) বলেন; আসহাবে সুফকার সংখ্যা ছিল ৭০ জন তাহাদের কাহারো নিকটেই চাদর ছিল না। (হুররে মনসুর)

হজুর (ছঃ)-এর মো'জেজা

হজরত আবু হোরাযরা (রাঃ) নিজের এ সংক্রান্ত ঘটনা এই ভাবে বর্ণনা করেন যে সেই খোদার কছম যিনি ব্যতীত উপাস্য নাই আমি ক্ষুধার বাতনায় ভুলুষ্ঠিত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতাম কখনো পেটে পাথর বোধিতাম। একবার রাস্তার পাশে পড়িয়া রহিলাম যে হয়তো কেহ আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইবে। কিছুক্ষণ পর হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন আমি কোরানের একটি অয়াতে সম্পর্কে তাঁহাকে এ উদ্দেশ্যেই জিজ্ঞাসা করিলাম যে তিনি আমাকে তাঁহার সঙ্গে লইয়া যাইবেন। কিন্তু তিনি এমনিতেই চলিয়া গেলেন। তাঁহার পর নবী করিম (ছঃ) আগমন করিলেন এবং আমার অবস্থা দেখিয়া মুহূ হাসিলেন, তারপর বলিলেন আমার সহিত চল। আমি হজুরের সাথে সাথে চলিলাম, হজুর (ছঃ) ঘরে প্রবেশ করিলেন। সেখানে এক গোয়ালী দুধ রাখা হইয়াছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন ইহা কোথা হইতে আসিয়াছে। তাঁহাকে বলা হইল অমুক ব্যক্তি হাদিয়া হিসাবে (উপঢৌকন) পাঠাইয়াছেন। নবীজী বলিলেন, আবু

হোরাযরা, সুফকার সবাইকে ডাকিয়া আন। আবু হোরাযরা (রাঃ) বলেন, আহলে ছোফকা ছিলেন ইসলামী মেহমান, নবীজীর পরিবারের কেহ ছিলেন না, তাহাদের নিকট অর্থ সম্পদ কিছুই ছিল না, না ছিল পরিবার পরিজন, তাহাদের অন্ত বস্ত্রের দায়িত্ব কাহারো উপর গুস্ত ছিল না। নবীজীর নিকট কোথাও হইতে সদকা স্বরূপ মালামাল আসিলে তাহা আহলে ছোফকার মন্যে বন্টন করিয়া দিতেন, নিজে তাহা হইতে গ্রহণ করিতেন না। হাদীয়া স্বরূপ কিছু আসিলে তিনি নিজে তাহা আহার করিতেন এবং অগৃহদেয়কেও দিতেন। আসহাবে ছোফফাকে ডাকিতে বলায় মনে মনে আমি কিছুটা ক্ষুব্ধ বোধ করিলাম, বলিলাম, এক পেয়লা দু'ধে আহলে ছোফকার কি হইবে? নবীজী আমাকে দিতেন তবে আমি তাহা পান করিয়া কিছুটা ক্ষুধা নিবারণ করিতাম, এখন আমি তাহাদের আনিলে নবীজী আমাকেই বনিবেন, সবাইকে পান করাও। বন্টনকারী হিসাবে আমার নম্বর সংখ্যা শেষে আসিবে, তখন কতটুকু অবশিষ্ট থাকিবে কে জানে। কিন্তু নবীজীর আদেশ না মানিয়া উপায় ছিল না। আমি সবাইকে ডাকিয়া আনিলাম। তাঁহারা আসিবার পর নবীজী আমাকে আদেশ করিলেন, সবাইকে পান করাও। আমি সবাইকে তৃপ্তি সহকারে পান করাইলাম। অবশেষে নবীজী বলিলেন, আবু হোরাযরা, এবার আমি আর তুমি বাকি রহিয়াছি। আমি আরজ করিলাম জী নবীজী বলিলেন, নাও বসিয়া পড় পান কর। আমি তৃপ্তির সহিত পান করিলাম নবীজী বলিলেন, আরো পান কর। আমি আরো পান করিলাম। নবীজী আবার বলিলেন, আমার পক্ষে আর সম্ভবপর নহে। অবশিষ্ট দুধ নবীজী পান করিলেন।

অত্র এক দিনের ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে আবু হোরাযরা (রাঃ) বলেন, তিন দিন যাবত আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, ছোফকার যাওয়ার পথে ঘুরিয়া পড়িয়া গেলাম। বালকেরা বলাবলি করিল আবু হোরাযরাকে মাতলামীতে পাইয়াছে। আমি বলিলাম তোমাদিগকে মাতলামীতে পাইয়াছে। ছোফকার গিয়া পৌছিলাম। সেখানে নবী করিম (ছঃ) এর নিকট দুই পাত্র 'হারিদ' (গোশত রুটি মিশ্রিত) খাবার কোথাও

হইতে আসিয়াছিল। নবীজী আসহাবে ছুফফাকে তাহা খাওয়াইতেছিলেন। আমি উপরের দিকে মুখ তুলিলে নবীজী আমাকে ডাকিলেন। ইতিমধ্যে সবার আহার শেষ হইয়া গিয়াছে। পাত্রে তেমন কিছুই ছিল না। নবী করিম (ছঃ) পাত্র দুইটি চারিদিক হইতে আবুল দিয়া মুছিলে এক লোকমা পরিমাণ খাওয়া গেল। নবীজী তাঁহার আবুলের মাথায় রাখিয়া বলিলেন, আল্লাহর নাম লইয়া ইহা খাও। আমি তাহা খাইলাম। ইহাতে আমার পেট ভরিয়া গেল।

হজরত ফোজালা ইবনে ওবায়দ (রাঃ) বলেন, নবীকরিম (ছঃ) প্রত্যুষে নামাজ পড়িতে গেলে আছহাবে ছোফফার মধ্যে কেহ কেহ চরম ক্ষুধায় পড়িয়া যাইতেন। নবী করিম (ছঃ) তাহাদের প্রতি তাকাইয়া বলিতেন আল্লাহর নিকট তোমাদের মর্যাদা সম্পর্কে যদি তোমরা অবহিত হইতে তবে ইহার চাইতে অধিক ক্ষুধার কষ্ট ও স্বীকার করিতে। (তারগীব)

প্রথম পরিচ্ছেদের ৩০ নং আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মোজার গোত্রের একটি ঘটনা বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। নবীকরিম (ছঃ) নিজের গৃহে তাদের জন্ত সন্ধান করিয়াও কিছু পাইলেন না। সবাইকে একত্রিত করিয়া তিনি সদকা প্রদানের তাগিদ দিলেন এবং ভালোভাবে তাগিদ দিলেন। ইহাতে বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী ছই স্তপে পরিণত হইল। এই দ্রব্য সামগ্রী নবীজী সমভাবে বন্টন করিয়া দিলেন। দান আদায়ের ক্ষেত্রে তিনি কোন প্রকার জোরজবরদস্তি ও করিলেন না কাহারো উপর চাপও দিলেন না।

প্রিয় নবী (ছঃ) এর অপূর্ব শিক্ষা

হজরত আনাস (রাঃ) বলেন, একজন আনসার আসিয়া নবী করিম (ছঃ) এর নিকট কিছু সাহায্য প্রার্থনা করিল। নবীজী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার ঘরে কি কিছুই নাই? সে বলিল, একটি চট আছে, অর্ধেক বিছাইয়া শয়ন করি অর্ধেক গায়ে দেই। পানি পান করার একটি পেয়ালা আছে। নবকরিম (ছঃ) এই দুইটি জিনিস ছই দিরহাম মূল্যে বিক্রি করিলেন। এক দিরহাম লোকটির হাত দিয়া নবীকরিম (ছঃ) বলিলেন ইহা দিয়া বাসায় থাবার কিনিয়া নিবে জন্ত এক দিরহাম দিয়া বলিলেন এই দিরহাম নিয়া একখানা কুঠার কিনিয়া আনিবে।

কুঠার কিনিয়া আনার পর নবীজী নিজহাতে হাতল লাগাইয়া দিলেন। তারপর তাহাকে দিয়া বলিলেন, তুমি এই কুঠার দিয়া কাঠ কাটিয়া বাজারে বিক্রয় করিবে, পনের দিন যেন তোমাকে এখানে না দেখি। পনের দিন পর লোকটি দশ দিরহাম উপার্জন করিয়া নবীজীর দরবারে আসিল। সে জানাইল যে, এই অর্থ দিয়া সে কিছু খাদ্যদ্রব্য এবং কিছু কাপড় ক্রয় করিবে। নবী করিম (ছঃ) বলিলেন ভিক্ষা করার চাইতে এই কাজ উত্তম। তুমি ভিক্ষা করিলে তোমার চেহারায় কেরামতের দিন দাগ থাকিয়া যাইবে। অতঃপর নবীজী বলিলেন, তিনজন লোকের ভিক্ষা করার অবকাশ রহিয়াছে। (১) এমন ব্যক্তি ক্ষুধায় যাহার মৃত্যুর আশঙ্কা দেখা দেয় (২) এমন ব্যক্তি যাহার উপর কোন ঋণ মারাত্মক হইয়া দেখা দেয় (৩) এমন ব্যক্তি যে নাকি বেদনাদায়ক কোন খুনের ব্যাপারে জড়াইয়া পড়ে। এ তিন অবস্থায় নবীকরিম (ছঃ) ভিক্ষার অনুমতি দেন, এবং উক্ত লোকটিকে দান করার জন্ত কাউকে আদেশও প্রদান করেন নাই। মোটকথা হাদীছ গ্রন্থ সমূহের বহু ঘটনায় এ সাক্ষ্য পাওয়া যায় যে ওয়াজিবের যতোটা সম্পর্ক রহিয়াছে তাহা হইতেছে শুধু যাকাত। ইহার সহিত নবীজীর এ কথাও সন্নিবেশিত হইয়াছে যে সদকার ক্ষেত্রে কমবেশী করা ব্যক্তি সদকা প্রদান না করারই শামিল হবে।

জহাক ইবনে কয়েছকে নবীকরিম (ছঃ) সদকা আদায়ের জন্ত প্রেরণ করিলে তিনি উত্তম উট বাছাই করিয়া আনেন। নবী করিম (ছঃ) ইহা দেখিয়া বলিলেন তুমি উহাদের উৎকৃষ্ট মালামাল লইয়া আসিয়াছ। জহাক (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর রাসূল আপনি জেহাদে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছেন, একারণে আমি এমন উট আনিয়াছি, যে উট ছওয়ারী হিসেবে ব্যবহার করা যায় এবং যাহার পিঠে সাজসজ্জাম বোঝাই করা যায়। নবীকরিম (ছঃ) বলিলেন এগুলো ফিরাইয়া দিয়া আস এবং সাধারণ জিনিস লইয়া আস। (মাজমাউজ জাওয়ায়েদ)

জেহাদের প্রয়োজনীয়তায় নবীকরিম (ছঃ) এমন ছোরে উৎসাহ দিলেন যে হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) তাঁহার গৃহের অর্ধেক সাজ সরঞ্জাম লইয়া আসিলেন। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ

(রাঃ) একবার বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল আমার নিকট-চার হাজার দিরহাম রহিয়াছে। পারিবারিক ব্যয় নির্বাহের জন্য দুই হাজার দিরহাম রাখিয়া আসিয়াছি। আর দুই হাজার দিরহাম আল্লাহর জন্য লইয়া আসিয়াছি। অথচ একজন সাহাবী নিবেদন করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল সারারাত মজুরী করিয়া আমি দুই সাআ (সাতসের) খেজুর পাইয়াছি অথচ ক রাখিয়া বাকী অর্ধেক লইয়া আসিয়াছি ?

(হুররে মনছুর)

হজরত আবু মাসউদ (রাঃ) বলেন, নবীকরিম (ছঃ) সদকার আদেশ দিতেন অথচ আমাদের কারো কারো নিকট কিছুই থাকিত না। যাহার নিকট কিছুই থাকিত মা তিনি শুধু শ্রম বিক্রি করার উদ্দেশ্যে বাজারে যাইতেন এবং পরিশ্রমিক হিসাবে এক মুদ (দেড়পোয়া) খেজুর পাইতেন এবং তাহাই ছদকা করিয়া দিতেন। (বেখারী)

প্রথম পরিচ্ছেদের ১৪নং হাদীছে এ বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু প্রয়োজনের তীব্রতা সত্ত্বেও সাধারণ উটের স্থলে উত্তম উট গ্রহণ করা হয় নাই। কাজেই ধন-সম্পদের দিক হইতে ওয়াজিব শুধু মাত্র যাকাত ইহাছাড়া আল্লাহর পথে ব্যয়ের প্রশ্নে বলিতে হয় যে, তাহা কুফিগত করিয়া রাখার জন্ত নহে। কোরানের আয়াতে এবং নবীজীর হাদীছে একথা কোরানের সহিত উল্লেখ করা হইয়াছে যে ধন-সম্পদ শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্তই খরচ করিতে হইবে। নিজে সাধ্যম্যক্ষিক কষ্ট করিয়া অপরের জন্য খরচ করিতে হইবে। আল্লাহর কোষাগারে যাহা সঞ্চয় করা হইবে তাহাই শুধু কাজে আসিবে। তাহার ব্যাংকে সঞ্চয়ের পর তাহা নষ্ট হওয়ার কোন আশঙ্কা নাই, ব্যাংক ফেল হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। এমন কঠিন সময়ে সেই সঞ্চিত অর্থ কাজে আসিবে যখন মানুষ খুব বেশী দিপদগ্রস্ত হইবে। আল্লাহর বাণী নবীকরিম (ছঃ) নকল করেন যে, আল্লাহ বলেন, হে মানুষ! তুমি আমার নিকট তোমার কোষাগার গচ্ছিত রাখ তাহাতে আগুন লাগিবার আশংকা থাকিবে না, চুরি বা বিনষ্ট হওয়ার আশংকা থাকিবে না, আমি এমন সময়ে তোমাকে তাহা পরিপূর্ণরূপে ফেরত দিব যখন তুমি খুব বেশী পরমুখাপেক্ষী হইবে। (তারগীব)

প্রথম পরিচ্ছেদের ৩০নং আয়াতে আল্লাহর বাণী উল্লেখ করা হইয়াছে যে, প্রত্যেকে যেন এটা চিন্তা করে যে সে কেয়ামতের দিনের জন্য কি জিনিস সামনে প্রেরণ করিয়াছে। যাহারা আল্লাহকে ভুলিয়া গিয়াছে তাহাদের মত হওয়া উচিত নহে। আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং তাহাদেরকে আত্মবিশ্মৃতিতে নিমজ্জিত করিয়াছেন। উক্ত পরিচ্ছেদের ৩১নং আয়াতে আল্লাহ বলিয়াছেন, তোমাদের ধন-সম্পদ, সম্ভান-সম্পত্তি তোমাদের জন্য পরীক্ষার জিনিস, আল্লাহর পথে ব্যয় করিতে থাক উহা উত্তম হইবে। নবী করিম (ছঃ)-এর বাণী উক্ত পরিচ্ছেদের ১নং হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে যে, যদি আমার নিকট ওহুদ পাহাড় সম পরিমাণ স্বর্ণ থাকিত তবে ঋণ পরিশোধের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু রাখা ব্যতীত সেই স্বর্ণ নিজের নিকট রাখিবার ইচ্ছা আমার হইত না। ৩নং হাদীছে নবীকরিম (ছঃ) এর বাণী উল্লেখিত ছিল যে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিস আল্লাহর পথে ব্যয় করা উত্তম, সঞ্চয় করিয়া রাখা অকল্যাণকর। ১২নং হাদীছে নবী করিম (ছঃ) বলেন, হিসাব করিয়া খরচ করিও না যতো বেশী সম্ভব খরচ করিয়া ফেল। ২০নং হাদীছে এ ঘটনার উল্লেখ ছিল যে, একটি বকরি জবাই করার পর তাহার উরু ব্যতীত সবটুকু বর্জন করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। নবীকরিম (ছঃ) জিজ্ঞাসা করিয়া একথা জানিবার পর বলিলেন, এই উরু ব্যতীত সবটাই অবশিষ্ট রহিয়াছে।

প্রথম পরিচ্ছেদে নবী করিম (ছঃ) এর এধরনের বহু বাণী উল্লেখ করা হইয়াছিল। কাজেই কি ওয়াজিব কি মোস্তাহাব তাহা চিন্তা না করিয়া জীবদ্দশার যতোটা ধন-সম্পদ পরকালের জন্ত প্রেরণ করা যায় তাহাই কাজে আসিবে। শ্রমের উপার্জনের মাল যদি প্রয়োজনের সময় কাজে আসিবার জন্ত সঞ্চিত রাখিতে হয় তবে আল্লাহর পথে খরচ করিতে হইবে, তাহার মুনাফা পরকালে তো পাওয়া যাইবেই উপরন্তু ছুনিয়াবী জীবনেও পাওয়া যাইবে। কেননা যে কোন মছীবত দূর হওয়ার জন্ত সদকার বিশেষ ভূমিকা রহিয়াছে। মৃত্যুকালীন কষ্ট হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

নবী করিম (ছঃ) বলিয়াছেন, ইর্ষাযোগ্য মানুষ হইলেন দুইজন, প্রথমত যাহাকে আল্লাহ পাক কোরান শিক্ষার তওফীক দিয়াছেন এবং সে

দিন রাত তাহা তেলাওয়াত করে এবং কোরানের শিক্ষা অনুযায়ী আমল করে। দ্বিতীয়ত আল্লাহ যাহাকে ধন সম্পদ দিয়াছেন এবং সে সব সময় সেই ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করিতে সচেষ্ট থাকে।

(মাজমাউজ জাওয়ায়েদ)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ৩নং হাদীছে নবী করিম (ছঃ) এর বাণী উল্লেখ করা হইয়াছে যে, আল্লাহর পথে এদিকে ওদিকে যাহারা ব্যয় করে তাহারা ব্যতীত সকল ধনশালী লোক ক্ষতির মধ্যে রহিয়াছে। ৭নং হাদীছে রহিয়াছে, সেই ব্যক্তি মোমেন নহে যে নিজ পেট ভরিয়া খায় কিন্তু তাহার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে। প্রথম পরিচ্ছেদে এটা বিস্তারিত ভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে যে, ধন সম্পদ সঞ্চয় করিয়া রাখা মুসলমানের জন্য শোভনীয় নহে। এস ধন সম্পদের উদাহরণ পায়খানার মত, দুইদিন বাহিরে না আসিলে ডাক্তার কবিরাজের নিকট ছুটাছুটি করিতে হয় অথচ পরিমাণের চাইতে বেশী আসিলেও বন্ধ করার জন্য অর্থায় নিয়মিত করার জন্য ডাক্তার কবিরাজের শরণাপন্ন হইতে হয়। এতো গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় পায়খানা ঘরে জমা করিয়া রাখিলে হুর্গন্ধে ঘর নষ্ট হইয়া হইবে, রোগ ছড়াইয়া পড়িবে। টাকা পয়সার ব্যাপারও একই রকম, হাতে না থাকিলে তাহার জন্য চেষ্টা করিতে হয় অথচ অতিরিক্ত অংক ঘর হইতে বাহির না করিলে তাহার দ্বারা অহংকার জন্ম নেয় মানুষকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিবার মনোভাব সৃষ্টি হয় বিলাসিতার উপকরণ সৃষ্টি হয়। মোটকথা সকল প্রকার আপদ জন্ম নেয়। একারণেই নবী করিম (ছঃ) তাঁহার সন্তানদের জন্য দোয়া করিয়াছেন, হে আল্লাহ, মোহাম্মদ (ছঃ) এর সন্তানদেরকে প্রয়োজন অনুযায়ী দ্বিজিক প্রদান কর।

নৈয়দগণ একারণেই ধনশালী হন না তবে ছ'একজনের ধনশালী হওয়া নবীজীর দোয়ার সাহায্যের পরিপন্থী নহে। আল্লাহ তায়ালা তাঁহার অপার অনুগ্রহে এই অধমকেও ধন-সম্পদের প্রাচুর্য হইতে রক্ষা করুন।

(৫) عَنْ بَرِيْدَةَ (رَضِيَ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مَنَعَ قَوْمَ الزَّكَاةِ إِلَّا ابْتِلَاءُ اللَّهِ بِهِمْ بِالْمَسْكِينِ ۝

অর্থঃ নবী করিম (ছঃ) বলিয়াছেন যে কওমই যাকাতকে আটকাইয়া রাখে আল্লাহ তায়ালা সেই কওমকে ছ'ভিক্ষের মধ্যে ফেলিয়া দেন।

ফায়েদা : ছ'ভিক্ষ অর্থায় দারিদ্র আশাদেরকে এমনভাবে ঘিরিয়া রাখিয়াছে যে শত চেষ্টা করিয়াও আমরা তাহা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিতেছিলাম। আল্লাহ তায়ালা পাপের কারণে কোন বিপদ নাজিল করিলে যতো চেষ্টাই করা হোক না কেন যত আইন প্রণয়ন করাই হোক না কেন তাহা ঠেকানো যায় না। তিনি রোগ এবং প্রতিষেধক দুটোই জানাইয়া দিয়াছেন। যদি রোগ দূর করিতে হয় তবে সঠিক চিকিৎসা করিতে হইবে। আমরা নিজেরাই রোগের উপকরণ তৈরী করিব আবার রোগ আসিলে কান্নাকাটি করি এটা কেমন ধরণের বুদ্ধিমত্তা। হুজুর (ছঃ) ইহকালীন জীবনে সকল বাল্য মছীবত এবং তাহা হইতে মুক্তির উপায় সম্পর্কে আলোকপাত করিয়াছেন।

নবী করিম (ছঃ) বিশেষভাবে তাঁহার উম্মতকে সতর্ক করিয়াছেন যে আমার উম্মত যখন এইরূপ কাজ করিবে তখন তাহাদের উপর বিপদ নামিয়া আসিবে। ঝড়তুফান, ভূমিকম্প, চেহারা বিকৃত হওয়া আকাশ হইতে পাথর বর্ষণ হওয়া, অন্তরে ভয় সৃষ্টি হওয়া পুন্যবানদের দোয়াও কবুল না হওয়া—এ সকল বিপদের কথা নবীজী বলিয়াছেন। আমরা বর্তমানে সেইসব প্রত্যক্ষও করিতেছি। নবীজীর কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে। শুধু মুসলমানদের জন্যই নয় নবীজীর কথা সকল শ্রেণীর মানুষের জন্যই সত্য প্রমাণিত হইতেছে তাঁহার কথা পালন করিয়া সকল শ্রেণীর মানুষ উপকার লাভ করিতেছে কিন্তু ইসলামের দাবীদার হইয়াও যদি মুসলমানরা তাঁহার কদর না করে তবে অতাদের দোষ দিয়া কি হইবে? নবীজীর বাণী ও আদর্শ অনুসরণ করিয়াই এইসব বিপদ হইতে মুক্তি লাভ সম্ভব। মুসলমান চিকিৎসক মুসলমানের চিকিৎসা করিতেছে অথচ মহানবীর বাণীর উপর আমল করিলেই আমরা শান্তি স্থখে পরিপূর্ণ জীবন যাপন করিতে সক্ষম হইতে পারি।

হুজুরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, নবী করিম (ছঃ) একবার বলিয়াছেন হে মুহাজিরিন সম্প্রদায়। পাঁচটি জিনিস এমন রহিয়াছে, আমি আল্লাহর কাছে মুনাযাত করিতেছি বাহাতে তোমরা সেই জিনিস সমূহে জড়াইয়া না পড়। (১) অল্লীল পাপাচার, এ পাপাচার খোলাখুলিভাবে যে জাতির মধ্যে দেখা দেয় সে জাতির মধ্যে অজানা রোগ সমূহ ছড়াইয়া

পড়ে (২) যাহারা ওজনে কারচুপি করে তাহারা হুভিক্, দুঃখকষ্ট এবং শাসন কর্তার জুলুমের শিকার হয়। (৩) যে জাতি জাকাত দেয় না! তাহার উপর বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। যদি জীব জন্তু না থাকিত তবে আসমান হইতে এক ফোটা বৃষ্টিও বর্ষন করা হইত না। (৪) যাহারা ওয়াদা ভঙ্গ করে তাহাদের উপর অন্য জাতির প্রভুত্ব কায়েম করিয়া দেওয়া হইবে যাহারা উহাদের লুণ্ঠন করিবে। (৫) আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে যাহারা আদেশ জারি করিবে তাহাদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ দেখা দিবে। (তারগীব) বর্তমানে আমরা উপরোল্লিখিত কোন দোষে দোষী নই এবং কোন বিপদে নিপতিত হই নাই? এ সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করিয়া দেখা দরকার।

হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন পাঁচটি জিনিস, পাঁচটি জিনিসের বিনিময় স্বরূপ। একজন জিজ্ঞাসা করিল হে আল্লাহর রাছুল ইহার অর্থ কি? নবীজী বলিলেন, যে জাতি ওয়াদা ভঙ্গ করে তাহাদের উপর শত্রুদল জয়যুক্ত হয় এবং যাহারা আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে আদেশ করিবে তাহাদের মধ্যে মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে যাহারা যাকাত বন্ধ করিবে তাহাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ হইবে। যাহারা ওজনে কারচুপি করিবে তাহাদের উৎপাদন কম হইবে। এবং দারিদ্র ব্যাপকতা লাভ করিবে। (তারগীব) এই হাদীছে সম্ভবত সংক্ষিপ্ত করা হইয়াছে, কারণ সর্বমোট চারটি বিষয় উল্লেখিত হইয়াছে। আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে আদেশ প্রদানের শাস্তি এখানে মৃত্যুর সংখ্যাধিক্য এবং পূর্বোক্ত হাদীছে গৃহযুদ্ধ ছড়াইয়া পড়ার কথা বলা হইয়াছে। উভয় বিপদ একত্রেও দেখা দিতে পারে আবার গৃহযুদ্ধের কারণেও মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে পারে। এ ধরনের মৃত্যুতো এখন অহরহ দেখা যায়।

হজরত আলী (রাঃ) এবং হজরত আবু হোরায়া (রাঃ) হইতে একটি হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে যে, নবী করিম (ছঃ) বলিয়াছেন, আমার উম্মত ১৫টি দোষে লিপ্ত হইয়া পড়িবে। উক্ত হাদীছে উপরোক্ত দোষ সমূহ ব্যতীত এটাও উল্লেখ করা হইয়াছে যে যাকাত আদায় করা তাদের নিকট ট্যাঞ্জের মত মনে হইবে। এমন অবস্থা যখন হইবে

তখন তাদের উপর ঝড় তুফান, প্লাবন ভূমিকম্প চেহারার বিকৃতি সাধন আকাশ হইতে পাথর বর্ষণ—এ ধরনের বিপদ এত বেশী আসিতে থাকিবে তাছবীর সূতা ছিড়িয়া গেলে দানা যেমন একের পর এক পড়িতে থাকে। এ'তেদাল নামক গ্রন্থে এ সম্পর্কে আমি বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি সেখানে ১৫টি দোষ বিস্তারিতভাবে উল্লেখ রহিয়াছে। এখানে শুধু যাকাতের প্রসঙ্গ আলোচনা হওয়ায় সেদিকে শুধু ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে।

(৭) من ابى هريرة (رض) قال سمعت عمر بن خطاب (رض) حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته منه و كنت اكثرهم لزوماً لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تلف مال في بر ولا بحر الا بحبس الزكاة ۝ (طبرانی)

অর্থাৎ নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন যে স্থলভাগে বা সমুদ্রে ধন-সম্পদ যেখানেই বিনষ্ট হউক না কেন তাহা যাকাত আটকাইয়া রাখার কারণেই বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ফায়েদা : যাকাত পরিশোধ না করার জন্য আখেরাতে ভয়াবহ শাস্তিতো পাইতেই হইবে, তন্নিয়াতে ও তাহা ধন-সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার কারণ হইয়া দেখা দেয়। অন্য একটি হাদীছে এ হাদীছ সম্পর্কে একটি ঘটনা বর্ণনা করা হইয়াছে। হজরত ওবাদা ইবনে সামেত (রাঃ) বলেন, নবীকরিম (ছঃ) মক্কায় হাভীমের ছায়ায় বসিয়াছিলেন। একজন লোক আসিয়া বলিল হে আল্লাহর রাছুল, অমুক পরিবারের ধন-সম্পদ সমুদ্রের তীরে ছিল তাহা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে নবীকরিম (ছঃ) বলিলেন, জলে স্থলে যাকাত পরিশোধ না করার কারণেই ধন-সম্পদ ধ্বংস হইয়া থাকে। যাকাত যথারীতি পরিশোধ করিয়া নিজেদের ধন-সম্পদ হেফাজত কর। নিজেদের রোগ বালাইয়ের ব্যাপারে সদকার মাধ্যমে চিকিৎসা কর। আকস্মিক বিপদ সমূহকে দোরার মাধ্যমে সরাইয়া দাও। দোয়া বিপদকে দূর করিয়া দেয়, যে বিপদ আসিয়া পড়ে তাহা দোয়া দূর করে এবং যে বিপদ এখনো আসে নাই তাহা প্রতিরোধ করে।

নবী করিম (ছঃ) বলিতেন, আল্লাহ জাম্মা শানুহ্ যে জাতিকে উন্ন

ও স্থায়িত্ব দান করিতে চান সে জাতির মধ্যে, লজ্জাশীলতা, নম্রতা ও দান শীলতার বৈশিষ্ট্য প্রদান করেন। আর যে জাতিকে ধবংস করিতে চান সে জাতির মধ্যে খেয়ানতের অভ্যাস সৃষ্টি করেন।

অতঃপর নবীকরিম (ছঃ) আয়াত তেলাওয়াত করিলেন, “তবে যখন আমার আজাব তাহাদেরকে ঘিরিয়া ধরিল তখন কেন তাহারা প্রার্থনা জানায়নি? এ আয়াত ছুরা আনয়ামের পঞ্চম রুকু প্রথমে কয়েকটি আয়াতে বলিয়াছেন, ‘আমি তোমার পূর্ববর্তী জাতি সমূহের নিকটও আমার রাছুল প্রেরণ করিয়াছি; অতঃপর তাহাদের নাকরমানীর জন্য তাহাদিগকে সাজা হুখ কষ্ট ও বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলিয়াছি। তবে যখন আমার আজাব তাহাদিগকে ঘিরিয়া ধরিল তখন কেন তাহারা কাতর প্রার্থনা জানায়নি? তাহাদিগের অন্তর সমূহ কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল, এবং তাহাদের কার্ধাবলীকে শয়তান অভ্যস্ত হৃদয়াগ্রাহী করিয়া দেখাইয়াছিল। অতঃপর তাহারা তাহাদিগকে প্রদত্ত সত্বপদেশ বিশ্বস্ত হইয়া গেল, অতঃপর আমি আরাম ও আয়েশের যাবতীয় ছুরার খুলিয়া দিলাম, বাহার ফলে প্রদত্ত জিনিস লইয়া তাহারা অত্যন্ত আনন্দিত হইতে লাগিল, তারপর হঠাৎ তাহাদিগকে পাকড়াও করিলাম ইহাতে তাহারা ভগ্ন মনোরথ হইয়া পড়িল। এইভাবে অত্যাচারী জাতির মূলোৎপাটন করা হইল। তাহা এই জন্ত যে, সারা বিশ্বের পালনকর্তা আল্লাহর জন্ত যাবতীয় প্রশংসা রহিয়াছে।

উপরোক্ত আয়াতগুলোর মধ্যে কয়েকটি শিক্ষণীয় বিষয় রহিয়াছে আল্লাহর নাকরমানী করা সত্ত্বেও যদি তিনি কোন শাস্তি দানের পরিবর্তে তাহাদের আরাম আয়েশ ও বিলাসিতার উপকরণ সরবরাহ করেন তবে বুঝিতে হইবে যে ইহা বিপজ্জনক। একটি হাদীছে নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন ‘পাপাচার সত্ত্বেও যখন দেখিবে যে কোন ব্যক্তির ছনিয়াবী ঔখর্ব বৃদ্ধি পাইতেছে তবে মনে করিবে যে তাহার জন্য রশি টিলা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর নবীজী কোরানের এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন, অতঃপর তাহারা তাহাদিগকে প্রদত্ত উপদেশ ভুলিয়া গিয়াছে।

হজরত আবু হাজেম (রাঃ) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে যখন

তুমি দেখিবে যে আল্লাহর নাকরমানী করিতেছ অথচ তোমার উপর আল্লাহর নেয়ামত ক্রমাগতভাবে বর্ষণ করা হইতেছে তখন তুমি তাহাকে ভয় কর। যে নেয়ামত আল্লাহ সান্নিধ্য হইতে দূরে সরাইয়া দেয় সেই নেয়ামত বিপদ স্বরূপ। (ছুরের মনছুর)

যষ্ঠ পরিচ্ছেদের ১৭ নং হাদীছে বিস্তারিতভাবে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হইবে। ধন-সম্পদ যেহেতু আল্লাহর অত্মতম শ্রেষ্ঠ নেয়ামত কাজেই ধন সম্পদের মালিকানা লাভ করিলে তাহাকে আল্লাহর সান্নিধ্যে যাওয়ার উপায় হিসাবে গ্রহণ কর। কেহ যদি ধনসম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় না করে বরং যাকাত আদায় করিতে ও কুণ্ঠিত হয় তবে ইহা আল্লাহর নাকরমানী ছাড়া আর কি হইতে পারে? এ ধরনের লোকের ধনসম্পদ স্থায়ীভাবে থাকিবে এমন আশা করা সমীচীন নহে। কেননা সে নিজেই ধনসম্পদ ধংস করার তৎপরতায় নিয়োজিত। যদি এ ধরনের অবস্থায় ধংস না হয় তবে বুঝিতে হইবে যে ইহা আরো কঠিন বিপদের পূর্বাভাস। আল্লাহ পাক তাহার অপার অনুগ্রহে আমাদের রক্ষা করুন।

(৭) عَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ) قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا خَالَطَتِ الزَّكَاةَ مَا لَا قَطَ إِلَّا أَهْلَكَتَهُ ۝

অর্থাৎ নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন, যে ধন-সম্পদের সহিত যাকাতের ধন-সম্পদ মিলিয়া যায় তাহা সেই ধন-সম্পদকে ধবংস না করিয়া ছাড়ে না।

ফায়দা ১—এ হাদীছের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ওলামাগণ দুইটি অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। দুইটি অভিমতই নিম্নলিখিত। প্রথমত যে মালামাল বা ধন সম্পদে যাকাত ওয়াজিব হইয়াছে অথচ তাহা হইতে যাকাতের মালামাল বাহির করা হয় নাই তবে সেই মালামাল সমুদয় মালামালকে ধবংস করিয়া দিবে। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল হইতে বর্ণিত দ্বিতীয় অর্থ এই, যে ব্যক্তি নিজে যাকাত আদায় করার মত ছাহবে নেছাব সে যদি নিজেকে দরিদ্র হিসাবে প্রকাশ করিয়া যাকাতের মাল গ্রহণ করে তবে সেই মাল তাহার নিজের সমুদয় মালকে ধবংস করিয়া দিবে।

(৮) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (رَضِيَ) قَالَ مَنْ كَسَبَ طَيْبًا خَبِثَ مِنْهُ الزَّكَاةُ وَمَنْ كَسَبَ خَبِيثًا تَطْيِبَهُ الزَّكَاةُ ۝

অর্থাৎ হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি পবিত্র মালামাল উপার্জন করে যাকাত পরিশোধ না করা সে মালামালকে অপবিত্র করিয়া দেয়। আর যে ব্যক্তি হারাম মালামাল উপার্জন করে, সেই মালামালের যাকাত পরিশোধ করিলেই তাহা পবিত্র হইয়া যায় না।

ফায়দা : মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া যে মালামাল উপার্জন করা হইয়া থাকে, কুণ্ণতার কারণে সেই মালামালে যাকাতের সামান্য পরিমাণ অর্থ পরিশোধ না করা হইলে আল্লাহর নিকট সমস্ত মালামাল অপবিত্র অর্থাৎ নাপাক হইয়া যায়। একটি হাদীছে নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন যে ব্যক্তি হারাম উপায়ে মালামাল উপার্জন করে অতঃপর তাহা হইতে সদকা করে তাহার জন্ত উহাতে কোন প্রকার বিনিময় নাই বরং এ কাজের জন্ত তাহাকে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। (তারগীব) অর্থাৎ হারাম উপার্জনের শাস্তিও ভোগ করিবে আবার কোন প্রকার পুণ্যও পাইবে না।

(৭) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ بَزِيدٍ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيْمَا امْرَأَةٍ تَقْلُدُ ثَلَاثًا مِنْ ذَهَبٍ قُلِدَتْ فِي عَذْقِهَا مِثْلُهَا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَإِيْمَا امْرَأَةٍ جَعَلَتْ فِي أُذُنِهَا خِرْصًا مِنْ ذَهَبٍ جَعَلَ فِي أُذُنِهَا مِثْلُهُ مِنَ النَّارِ ۝

অর্থাৎ হজরত আসমা বিনতে ইরাজিদ (রাঃ) বলেন, নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন, যে নারী নিজের গলায় সোনার হার পরিবে তাহার গলায় কেয়ামতের দিন অল্পকাল আগুনের হার পরাইয়া দেওয়া হইবে। আর যে নারী নিজের কানে সোনার বালি পরিধান করিবে তাহার কানে কেয়ামতের দিন অল্পকাল আগুনের বালি পরাইয়া দেওয়া হইবে।

ফায়দা : এই হাদীছ পড়িয়া মনে হয় যে নারীদের জন্ত সোনার অলঙ্কার পরিধান করা হারাম অর্থাৎ নিষিদ্ধ। এ কারণে কোন কোন আলেম বলিয়াছেন যে ইহা ইসলামের প্রাথমিক যুগের বিধান ছিল। কেননা অতীত হাদীছের প্রেক্ষিতে নারীদের স্বর্ণালঙ্কার পরিধান করা জায়েজ করা হইয়াছে। তবে কোন কোন ওলামা এ হাদীছ এবং এ ধরনের অন্যান্য হাদীছের নিষেধাজ্ঞাকে যাকাত না দেয়ার সহিত

সম্পৃক্ত করিয়াছেন। হজরত আছমা (রাঃ) বলেন আমি ও আমার খালা নবীকরিম (ছঃ) এর সমীপে হাজির হইলাম। আমাদের হাতে ছিল সোনার কাঁকন। নবীজী জিজ্ঞাসা করিলেন, এগুলোর যাকাত আদায় করিয়া থাক? আমরা আরজ করিলাম জী না। নবীকরিম (ছঃ) বলিলেন ইহার দরুণ যে আগুনের কাঁকন পরিধান করানো হইবে তোমরা কি সে ভয় করিতেছ না? এগুলোর যাকাত আদায় করিও।

(তারগীব)

এ বর্ণনা হইতে বুঝা যায় যে ব্যবহৃত স্বর্ণালঙ্কারে যাকাত আদায় না করিলেই তাহা দোষের আগুনের শাস্তি ভোগের কারণ হইবে। নারীদের এ সম্পর্কে বিশেষভাবে সজাগ থাকিতে হইবে।

হজরত আসমা (রাঃ) যাকাত আদায় করেন নাই বলার কারণ সম্ভবত এই যে তখনো তিনি যাকাতের বিধান সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। অন্য একটি হাদীছে উল্লেখিত তাহার জিজ্ঞাসা হইতে তাহা বুঝা যায়। অথবা এমনও হইতে পারে যে তখন পর্যন্ত হজরত আসমা (রাঃ) স্বর্ণালঙ্কারকে নারীর অত্যাবশ্যকীয় ব্যবহার্য বলিয়া মনে করিতেন, কিন্তু আসলে তাহা ঠিক নহে। রূপার অলঙ্কার সম্পর্কেও এই কথা প্রযোজ্য। একটি হাদীছে রহিয়াছে, হজরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবীকরিম (ছঃ) আমার হাতে রূপার চুড়ি দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ইহা কি? আমি বলিলাম, আপনার জন্য সৌন্দর্যস্বরূপ নিজেকে সাজাইতে ইহা পরিধান করিয়াছি, নবীজী জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার যাকাত দিয়া থাক? আমি বলিলাম জী না। নবীজী বলিলেন, জাহান্নামের আগুনের জন্য তোমার এটাই যথেষ্ট। (তারগীব)

অতঃপর এক হাদীছে রহিয়াছে একজন নারী নবী করিম (ছঃ) এর নিকট হাজির হইল, তাহার সঙ্গে তাহার মেয়েও ছিল। মেয়েটির হাতে ছিল ছ'গাছি সোনার কাঁকন। নবীজী জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার যাকাত দিয়া থাক? সে বলিল, জী না। নবী করিম (ছঃ) বলিলেন, কেয়ামতের দিন ইহার বদলে তোমাকে আগুনের কাঁকন পরিধান করানো তুমি পছন্দ করিবে? এ কথা শুনিয়া মেয়েটি ছ'গাছি চুড়ি খুলিয়া নবীজীর হাতে দিয়া বলিল, আমি এগুলি আল্লাহর জন্ত দিতেছি।

ছাহাবায়ে কেরামের অবস্থা ছিল এইরূপ, তাহারা আল্লাহ ও তাঁহার রাসুলের কথা শুনিলে কোন প্রকার টালবাহানার আশ্রয় নিতেন না। এ রকম বর্ণনা হইতে সোনা! রূপার অলঙ্কার সম্পর্কে একই রকম নির্দেশ রহিয়াছে বুঝা যায়। যে সকল বর্ণনায় যাকাতের উল্লেখ করা হয় নাই এবং সোনারূপার পার্থক্য করা হইয়াছে সে ক্ষেত্রে অহংকার প্রকাশক হিসাবেই অলঙ্কারকে কেরামতের দিনে শাস্তির কারণ রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। আবু দাউদ ও নাছাই শরীফের একটি হাদীছে নবী করিম (ছঃ) বলিয়াছেন, হে নারীগণ তোমাদের অলঙ্কার তৈরীর জন্ত কি রূপাই যথেষ্ট নহে? মনে রাখিবে যে নারী সোনার অলঙ্কার তৈরী করাইবে এবং তাহা প্রকাশ করিবে সেই কারণে তাহাকে শাস্তি দেওয়া হইবে। (তারগীব)

মহিলাদের মধ্যে অলঙ্কার অন্যকে দেখানোর ব্যাপারে একটা মজ্জাগত অভ্যাস লক্ষ্য করা যায়। নানা বাহানায় তাহারা নিজের পরিহিত অলঙ্কার অন্যদেরকে দেখাইয়া থাকে। রূপার অলঙ্কার ব্যবহার করিলে ততটা প্রদর্শন বাতিক না থাকিলেও সোনার অলঙ্কার পরিলে মাছি তাড়ানো, অঁচল ঠিক করা ইত্যাদি বাহানায় অতাদের নিজের অলঙ্কার না দেখাইয়া মহিলারা যেন স্বস্তি পায় না। ইহা যে অহংকারের প্রকাশ তাহা বলার অপেক্ষা রাখে না। কাজেই সোনারূপার অলঙ্কার পরিধান করিলেও সে জন্ত কোন প্রকার অহংকার যেন প্রকাশ না পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, এবং ব্যবহৃত অলঙ্কারের জাকাত নিয়মিত পরিশোধ করিতে হইবে। যদি অহংকার প্রকাশ হইতে বিরত না থাকা হয় এবং যাকাত পরিশোধ না করা হয় তবে শাস্তির জন্ত নিজেকে প্রস্তুত রাখিতে হইবে।

(১০) عَنْ الضَّحَّاكِ (رَف) قَالَ كَانَ اُنَاسٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ جِئْنَ امْرَاةً لِّلَّهِ اَنْ تُؤَدِيَ الزَّكَاةَ يَجِيئُوْنَ بِصَدَقَاتِهِمْ بَارِدٍ اَمَّا هَذِهِم مِّنَ الثَّمَرَةِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَجْعَلُوْا الْخَبِيْثَ مَعًا تَنْفَقُوْنَ اَخْرَجَهُ ابْنُ جُرَيْرٍ وَغَيْرُهُ ۝

অর্থাৎ হজরত জহাক (রাঃ) বলেন, আল্লাহ তায়ালা জাকাত প্রদানের নির্দেশ দেওয়ার পর মোনাফেকগণ নিকৃষ্ট ফলসমূহ যাকাত হিসাবে প্রদান করিত। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা (সূরা বাকারার) এ আয়াত

নাযিল করিলেন, “এবং নিকৃষ্ট বস্তু হইতে ব্যয় করিবার নিয়ত করিও না।

ফায়দা : উল্লিখিত আয়াত ছুরা বাকারার ৩৭ রুকু'র অন্তর্গত রুকু'র প্রথম দিকের এ আয়াতে আল্লাহ বলেন, হে মোমেনগণ! তোমাদের উপার্জিত উত্তম সম্পদসমূহ হইতে এবং তোমাদের জন্ত ভূমি হইতে আমার উৎপন্ন ফসল হইতে যাহা উৎপন্ন করিয়াছ ব্যয় কর এবং নিকৃষ্ট ফসল হইতে ব্যয় করার নিয়ত করিও না। বস্তুতঃ তোমরা নিজে তাহা গ্রহণ কর না, তবে ইয়া অনেক সময় না দেখায় ভানে তাহা গ্রহণ কর এবং জানিয়া রাখ আল্লাহ পাক কাহারও মুখাপেক্ষী নন যে কাহারো নিকৃষ্ট মাল গ্রহণ করিবেন।

এ আয়াত সমূহ সম্পর্কে বহু হাদীছে রহিয়াছে। ধন সম্পদ সকলের একই প্রকৃতির। হজরত বারা (রাঃ) বলেন, এ আয়াতগুলি আমাদের অর্থাৎ আনছারীদের সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে। আমরা মালিক ছিলাম এবং সাধ্য মত সবাই কিছু না কিছু হাজির করিতাম। কেহ কেহ দুই এক কাঁদি খেজুর মসজিদে টাঙ্গাইয়া দিত। আহলে শূফার পানাহারের কোন বিশেষ ব্যবস্থা ছিল না। তাহাদের মধ্যে যাহার ফুখা পাইত তিনি ফলের কাঁদিতে লাঠি দিয়া আঘাত করিতেন, ইহাতে পাকা খেজুর নীচে পড়িলে তিনি তাহা কুড়াইয়া খাইতেন। পূণ্যকাজে যাহার তেমন আশ্রয় ছিল না সে নিকৃষ্ট ধরনের ফল টাঙ্গাইয়া দিত। অতঃপর আল্লাহ জালা শাহুছ কোরানের এই আয়াত নাযিল করিলেন, ইহাতে বলা হয় যে অন্তরূপ নিকৃষ্ট বস্তু কেহ তোমাদেরকে উপহার-স্বরূপ প্রদান করিলে চক্ষু লজ্জার কারণে তোমরা হয়তো গ্রহণ করিবে, মনের খুশীতে গ্রহণ করিবে না। এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর ভাল ভাল কাঁদি আসিতে লাগিল।

এ সম্পর্কে বেশ কয়েকটি বর্ণনা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। একটি হাদীছে আছে যে, কেহ কেহ বাজার হইতে সস্তা জিনিস ক্রয় করিয়া সদকা স্বরূপ প্রদান করিত। অতঃপর এই আয়াত নাযিল হইল।

হজরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এ আয়াতটি ফরজ জাকাত সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। লোকেরা খেজুর কাটিলে ভাল ভাল খেজুর আলাদা করিয়া রাখিত, যাকাতের জন্য গ্রহীতারা তাহাদের

সামনে আসিলে নিকৃষ্ট খেজুর হাজির করিত।

একটি হাদীছে আছে যে একবার নবী করিম (ছ:) মসজিদে গমন করিলেন। নবীজীর হাতে একটি লাঠি ছিল। মসজিদে কে যেন নিকৃষ্ট খেজুরের কাঁদি বুলাইয়া রাখিয়াছিল। নবী করিম (ছ:) কাঁদিতে লাঠি দ্বারা আঘাত করিয়া বলিলেন, যে ব্যক্তি ইহা টাঙ্গাইয়াছে, ইহার চেয়ে ভাল কাঁদি টাঙ্গাইলে কি অনুবিধা হইত? এই লোকটি বেহেশতেও অনুরূপ নিকৃষ্ট খেজুর পাইবে। (দুররে মনছুর)

হজরত আয়েশা (রা:) নবী করিম (ছ:) এর বাণী বর্ণনা করিয়াছেন যে, মিসকিনকে এমন জিনিস খাইতে দিয়া না যাহা তোমরা নিজেরা খাও না। (কানুজ)

অন্য এক হাদীছে রহিয়াছে যে, (রাঃ) গোশত গন্ধ হইয়া গিয়াছিল, হযরত আয়েশা (রা:) সেই গোশত কাউকে আল্লাহ ওয়াস্তে প্রদানের ইচ্ছা করিয়াছিলেন, নবী করিম (ছ:) বলিলেন, এমন জিনিস কি সদকা করিতেছ যাহা নিজে খাইতে পার না? (জামেউল ফাওয়ায়েদ)

অর্থাৎ আল্লাহর নামে যখন দিবে তখন যতোটা সম্ভব ভাল জিনিস দিবে। যদি একান্তই ভাল দেওয়ার সাধ্য না থাকে তবে না দেওয়ার চাইতে খারাপ জিনিস দেওয়া উত্তম। ফরজ জাকাত পরিশোধের ব্যাপারে নিকৃষ্ট বা খারাপ জিনিস দেওয়া জাকাত না দেওয়ার অন্তর্ভুক্ত। চতুর্থ পরিচ্ছেদে ৬নং হাদীছে যাকাত দেওয়ার বিধান সম্বলিত নবীজীর বাণী উল্লেখ করা হইয়াছে। নবীজী বলিয়াছেন, আল্লাহ উৎকৃষ্ট জিনিস ও চান না, নিকৃষ্ট জিনিস দেয়ার ও অনুমতি দেন না বরং তিনি মধ্যম শ্রেণীর জিনিস দাবী করেন। এটাই যাকাত পরিশোধের মূলনীতি।

হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রা:) তাঁহার অধিনস্থদেরকে যাকাত গ্রহণের যে নির্দেশ দিয়াছিলেন, সেখানে যাকাত সম্পর্কে বিস্তারিত লিখিয়াছেন। ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন, এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী যাহারা যাকাত প্রদান করিবে তাহাদের নিকট হইতে গ্রহণ করিবে আর যাহারা ইহার অতিরিক্ত আদায় করিতে চাহিবে তাদের কাছে যাকাত দিবে না।

নবী করিম (ছ:) হজরত মোআজকে (রা:) ইয়েমেনের শাসনকর্তা রূপে প্রেরণের সময় নামাজের সাথে সাথে যাকাত সম্পর্কেও তাগিদ দেন এবং বলেন, যাকাত গ্রহণের সময়ে দাতাদের উৎকৃষ্ট জিনিস গ্রহণের

চেষ্টা করিও না। মজলুমের বদদোয়া কবুল হওয়ার পথে কোন পদাধী থাকে না।

ইমাম যুহরী (রহ:) বলেন, সরকারের লোক যাকাত গ্রহণ করিতে আসিলে বকরীগুলোকে তিন ভাগ করিবে। উৎকৃষ্ট, নিকৃষ্ট এবং মধ্যম। অতঃপর মধ্যম শ্রেণী হইতে যাকাত গ্রহণ করিবে। (আবু দাউদ)

যাকাত গ্রহীতার জন্য ইহাই মূলনীতি! তবে দাতা যদি স্বেচ্ছায় উৎকৃষ্ট জিনিস দেয় তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। ৬নং হাদীছে এ সংক্রান্ত হাদীছ রহিয়াছে। নবীকরিম (ছ:) বলিয়াছেন যদি তোমরা সমস্ত চিত্তে উৎকৃষ্ট জিনিস নির্দারিত প্রাপ্যের চাইতে বেশী পরিমাণে পরিশোধ কর তবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তোমাদের পুরুন্সার দিবেন। একারণেই প্রদত্ত জিনিস নিজের কাছে আসিবে—এইরূপ মনোভাব পোষণ করিয়া দাতার উচিত উৎকৃষ্ট জিনিস দান করা।

ইমাম গাজ্বালী (রহ:) লিখিয়াছেন, যে ব্যক্তি আখেরাতের উদ্দেশ্যে যাকাত আদায় করিতে চায় তাহার জন্য কিছু নিয়ম কানুন রহিয়াছে। গাজ্বালী (রহ:) এ পর্যায়ে ৮টি নিয়ম উল্লেখ করিয়াছেন, আমি এখানে তাহার কিয়দংশ উল্লেখ করিতেছি। প্রথমত দেখিতে হইবে যাকাত কেন ওরাজিব হইল। কেন ইহাকে ইসলামের স্তম্ভ বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে। ইহার কারণ ৩টি। কালেমার স্বীকারোক্তি আল্লাহকে একমাত্র উপাস্ত হিসাবে বিশ্বাস করিবার স্বীকারোক্তি। তাহার কোন অংশীদার নেই। এই বিশ্বাসের পূর্ণতা তখনই হইবে যখন আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার দাবীদার অর্থ কাউকে শরীক করিবে না। কেননা ভালোবাসা অংশগ্রহণ সহ করে না। উপরন্তু মৌখিক দাবীর কোন মূল্য নাই অত্যাশ্চর্য প্রিয় জিনিষের সহিত মোকাবিলা হইলেই ভালোবাসার পরীক্ষা হয়। স্বভাবতই ধন সম্পদ প্রত্যেকেরই প্রিয়। একারণে ইহাতে আল্লাহর ভালোবাসার প্রমাণ পাওয়া যায়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাই ছুরা তওবার ১৪ রুকুতে বলিয়াছেন নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের জান ও মাল ইহার বদলে ক্রয় করিয়াছেন যে তাহারা জান্নাত লাভ করিবে।

জেহাদের মাধ্যমে জীবন ক্রয় করা হয়। ধন-সম্পদ ব্যয় করা

জীবন দানের চাইতে সহজ। ধনসম্পদ ব্যয় করা ভালোবাসার মাপকাটি হওয়ার কারণে এ পদ্বীক্ষায় মানুষকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম শ্রেণীভুক্ত লোকেরা তাহারা যাহারা আল্লাহর একত্বের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে কিছুমাত্র অংশীদারিত্বেরও প্রশ্রয় দেয় নাই, নিজের সকল সম্পদ আল্লাহর নামে উৎসর্গ করিয়াছে। একটি দিনার দিরহামও নিজের জন্ত রাখে নাই। তাহারা যাকাত ওয়াজিব হওয়ার প্রশ্নই আসিতে দেয় না। একারণেই একজন বুজুর্গকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, দুই শত দিরহামে কি পরিমাণ যাকাত ওয়াজিব। তিনি বলিলেন, শরীয়তের বিধান অনুযায়ী ৫ দিরহাম কিন্তু আমাদের জন্ত সবকিছু ব্যয় করা জরুরী। একারণেই হযরত সিদ্দিকে আকবর (রাঃ) নিজের সবকিছু আল্লাহর নবীর নিকট হাজির করিয়া বলেন আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলকে ঘরে রাখিয়াছি।

দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত লোকেরা মধ্যম শ্রেণীভুক্ত। তাহারা নিজেদের প্রয়োজনের সামগ্রী রাখিয়া দেন, অবশিষ্ট অংশ ব্যয় করেন। ব্যয় বাহুল্য এবং বিলাস বস্তুতে তাহারা নিয়োজিত হন না। ইহারা যাকাতের নিদিষ্ট পরিমাণের কথা চিন্তা করেন না বরং প্রয়োজনের অতিরিক্ত অংশ আল্লাহর পথে ব্যয় করেন। একারণেই ইমাম নাখায়ী শাবী (রহঃ) প্রমুখ তাবয়ী বলিয়াছেন, ধন-সম্পদে যাকাত ছাড়াও প্রাপ্য রহিয়াছে। তাহাদের মতে ওর মুখাপেক্ষী লোক দেখিলেই তাহাদের সাহায্যে আগাইয়া আসিতে হইবে। কিন্তু ফেকাহর দৃষ্টিকোণ হইতে ক্ষুদ্র মরণাপন্ন ব্যক্তিকে সাহায্য দান করলে ফেকায়া ওলামাদের মধ্যে এধরনের লোককে সাহায্য করার ব্যাপারে মতভেদ রহিয়াছে। মৃত্যু হইতে রক্ষা পাওয়ার মতো সাহায্য মুফত দেওয়া অথবা ঋণ দেওয়া কাহারো কাহারো মতে যথেষ্ট। ঋণ দানের কথা তাহারা বলেন তাহারা তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

তৃতীয় শ্রেণী হইতেছে নীচ পর্যায়ভুক্ত। তাহারা নির্ধারিত পরিমাণ যাকাতই শুধু আদায় করিয়া থাকে। কম বেশী করে না। সাধারণ মুসলমানেরা এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ধন সম্পদের প্রতি ইহাদের ভালোবাসা অত্যন্ত গভীর। আল্লাহর পথে ব্যয় করিতে তাহারা কুপণতা করে।

আখেরাতের প্রতি ভালোবাসা কম। ইমাম গাজ্বানী (রহঃ) তিন শ্রেণীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন, চতুর্থ শ্রেণীর কথা বলেন নাই। কেননা তাহারা নির্ধারিত পরিমাণ জাকাতও আদায় করে না। তাহাদের ভালোবাসার দাবী সম্পূর্ণ মিথ্যা। এ ধরনের মিথ্যাবাদীদের সম্পর্কে কি আর আলোচনা করা হইবে।

(খ) যাকাত মানুষকে কুপণতা হইতে রক্ষা করে। কুপণতা একটি ধ্বংসাত্মক অভ্যাস। নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন, তিনটি জিনিস ধ্বংসাত্মক প্রথমত এমন লোভ ও কুপণতা যাহার আনুগত্য করা হয়। দ্বিতীয়ত এমন প্রবৃত্তি যাহার আনুগত্য করা হয়। তৃতীয়ত নিজের মতামতকে সর্বোত্তম মনে করা।

পবিত্র কোরানের অনেক আয়াতে এবং বহু হাদীছে কুপণতার নিন্দা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এ সম্পর্কে কিছু কিছু উল্লেখ করা হইয়াছে। মানুষের মধ্য হইতে কুপণতার অভ্যাস দূর করিতে হইলে তাহাকে জোরপূর্বক ব্যয়ে বাধ্য করিতে হইবে। যেমন নাফি কাহারো কাহারো সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল করিতে হইলে তাহার সংস্পর্শ হইতে নিজেকে দূরে সরাইয়া রাখিতে হইবে। ইহাতে ভালোবাসা হ্রাস পাইতে থাকিবে। এই দৃষ্টিকোণ হইতেই যাকাতকে পবিত্রতা সৃষ্টির মাধ্যম বলা হইয়া থাকে। কেননা যাকাত তাহার দাতাকে কুপণতার নোংরামী হইতে মুক্ত রাখে। আল্লাহর পথে যত বেশী পরিমাণে অর্থ ব্যয় করা হইবে আল্লাহর ভালোবাসার স্বাদ পাইয়া ততই কুপণতা হইতে পবিত্রতা হাছেল করা সম্ভব হইবে।

(গ) ইহা আল্লাহর দেওয়া নেয়ামতের শোকরিয়া স্বরূপ। আল্লাহ তাবারক অ-তায়াল্য প্রতিটি মানুষকে এত বেশী নেয়ামত দিয়াছেন যাহার সীমা রেখা নাই। শারীরিক আনুগত্য করা শারীরিক নেয়ামতের শোকরিয়া স্বরূপ। অনুরূপভাবে আর্থিক দান-খয়রাত আল্লাহর প্রদত্ত আর্থিক নেয়ামতের শোকরিয়া স্বরূপ।

ভিক্ষুক অর্থাৎ পরমুখাপেক্ষী ব্যক্তির দৃষ্টি হৃদ-শা দেখিয়া যাহার মনে করুণার উদ্বেক হয় না সে কত বড় অকৃতজ্ঞ আল্লাহর নেয়ামত সম্পর্কে তাহার মনে কোন প্রতিক্রিয়া হয় না অথচ তাহার চিন্তা করা উচিত যে আল্লাহ প্রাকবুল আলামীন তাহাকে ভিক্ষা করার মতো দুর্ভাগ্যজনক

অবস্থায় নিমজ্জিত করেন নাই। উপরন্তু পরমুখাপেক্ষীরা তাহার নিকট সাহায্য প্রার্থী হইয়াছে তাহাকে এইরূপ ভাগ্যবান করা হইয়াছে। এমতাবস্থায় নিজের মালামালের এক দশমাংশ অথবা চল্লিশ ভাগের এক ভাগ আল্লাহর পথে ব্যয় করা কি উচিত নয়? (একদশমাংশ দ্বারা ফসলের যাকাত বুঝানো হইয়াছে।)

(২) যাকাত পরিশোধ যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি করিতে হইবে। ওয়াজিব হওয়ার আগেই যাকাত পরিশোধ করিতে হইবে। ইহাতে আল্লাহর আদেশের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ পাইবে এবং দরিদ্র লোকেরা সন্তুষ্ট হইবে। দেবী করিলে মালামালের উপর এবং নিজের উপরও বিপদ আসিয়া পড়িতে পারে। যাহারা তাড়াতাড়ি যাকাত আদায় করিয়া থাকেন তাহারা দেবীতে যাকাত আদায় করাকে রীতিমত পাপ বলিয়া মনে করেন। কাজেই যাকাত পরিশোধের ইচ্ছা মনে জাগ্রত হইলেই তাহাকে ফেরেশতার তাকিদ মনে করিতে হইবে। হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে মানুষের সহিত তাকিদ দেওয়ার একজন ফেরেশতা থাকে এবং একটি শয়তান থাকে। ফেরেশতা কল্যাণ ও সত্যের প্রতি তাকিদ করেন। শয়তান মনের প্রতি এবং সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার তাকিদ দেয়। শয়তানের তাকিদ অনুভব করিলে আউজুবিলাহ পড়িবে।

(ছাদাত)

অন্ত এক হাদীছে রহিয়াছে যে, মানুষের মন আল্লাহর দুই অঙ্গুলের মধ্যে নিবদ্ধ। তিনি যেভাবে ইচ্ছা তাহা ঘুরাইয়া দেন।

কাজেই আল্লাহর পথে ব্যয় করার চিন্তা মনে আসিলে সেই চিন্তা পরিবর্তিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। উপরন্তু শয়তান দারিদ্রের ভয় দেখায়। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ২নং আয়াতে এ সম্পর্কে উল্লেখ করা হইয়াছে। ফেরেশতার তাকিদের পর শয়তানের তাকিদ আসিতে পারে। এ কারণে শয়তানের তাকিদের আগেই যাকাত আদায় করিতে হইবে। সমুদয় যাকাত একই সঙ্গে পরিশোধ করিতে চাহিলে উত্তম কোন মাস বাছিয়া লইতে হইবে। ইহাতে অধিক ছোয়াব মিলিবে। যেমন—মহররম মাস। এ মাসের মধ্যেই আশুরা রহিয়াছে, আশুরায়

দান থয়রাত এবং স্বজন-পরিজনের জন্য ব্যয় করিলে প্রচুর ছোয়াবের কথা উল্লেখ রহিয়াছে। মহররম মাসে পরিশোধ করিলে দশ তারিখে পরিশোধ করাই উত্তম। রমজান মাসও বাছিয়া নেওয়া যাইতে পারে। নবীকরিম (ছঃ) দান-থয়রাতের ব্যাপারে সকল মানুষের চাইতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। রমজান মাসে তাহার দান-থয়রাত ক্রত চলমান বাতাসের মত ছিল। উপরন্তু এ মাসে রহিয়াছে লায়লাতুল কদর। এ রাত হাজার মাসের চাইতে উত্তম। কদরের এ রাত্রে আল্লাহর অপরিমিত রহমত নাজিল হয়। জিলহজ্ব মাসও ফজিলতপূর্ণ। এ মাসে আল্লাহকে স্মরণ করার তাগিদ কোরানেও রহিয়াছে। রমজান মাস নির্ধারণ করিলে উহার শেষ দশ দিন উত্তম আর জিলহজ্ব মাস নির্ধারণ করিলে প্রথম দশ দিন উত্তম।

প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের প্রদত্ত যাকাত সম্পর্কে পূর্বাঙ্কেই গারণা করিতে পারে। কাজেই আমার অভিমত এই যে, বছরের শুরু হইতেই যাকাতের প্রয়োজনীয় অর্থ হিসাব করিয়া কিছু কিছু করিয়া পরিশোধ করিতে হইবে। বছরের শেষে চূড়ান্ত হিসাব করিয়া যদি দেখা যায় যে, তখনো যাকাত দেয়া বাকী রহিয়াছে তখন তাহা পরিশোধ করিতে হইবে। যদি বেশী দেওয়া হইয়া থাকে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করিবে যে তিনি নির্ধারিত পরিমাণের চাইতেও অধিক অর্থ তাহার পথে ব্যয় করিবার তাওফীক দিয়াছেন। এইরূপে পরিশোধের তিনটি যুক্তি রহিয়াছে। প্রথমত পুরা যাকাত একত্রে পরিশোধ করিতে স্বতস্কৃত মানসিক সমর্থন পাওয়া সহজ নহে। অথচ যাকাত পরিশোধে মানসিক পরিছন্নতা একান্ত প্রয়োজন।

দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, প্রয়োজনের সুযোগ সব সময় পাওয়া যায় না। এমনিভাবে পরিশোধ করলে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রেই ব্যয় করা হইবে। যদি বছর শেষে হিসাব করিয়া পৃথক করিয়া রাখে যে সময় সুযোগমত ব্যবহার করিব তবে প্রতিদিন দেবী হইতে থাকিবে। উপরন্তু পরিশোধের আগে জান মালের কোন ঘর্ষণনা ঘটিয়া যাওয়াও বিচিত্র নহে। যাকাত ওয়াজিব হইলে তাহা পরিশোধ না করা সর্বসম্মতভাবে পাপ।

তৃতীয় যুক্তি এই যে, সময়ে সময়ে অল্প অল্প করিয়া পরিশোধ করিলে নির্ধারিত অঙ্কের চাইতে বেশী খরচ করা সম্ভব হইবে। ইহাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অধিক মিলিবে। অথচ এককালীন হিসাব

করিয়া অনুরূপ পরিমাণ দান করা অনেকের জ্ঞানই সাধাতিরিক্ত হইবে। একটা কথা মনে রাখা দরকার হে, যাকাত চল্লিশ মাসের হিসাব অনুযায়ী দিতে হয়। সৌরবর্ষের হিসাব অনুযায়ী নহে। কেহ কেহ ইংরেজী মাসের হিসাব অনুযায়ী যাকাত দিয়া থাকে। ইহাতে প্রতি বছর দেবী হইয়া যায়। এমনি করিয়া দিতে থাকিলে ৩৬ বছর সময়ে এক বছরের যাকাত কম হইয়া যাইবে। ইহা অনাদারীই থাকিবে।

(৩) যাকাত গোপনীয়ভাবে পরিশোধ করিবে। কারণ ইহাতে লোক দেখানো, অহংকার এবং সুনামের কোন ব্যাপার থাকে না। প্রকাশ্যে দেওয়ার বিশেষ কোন কারণ না ঘটিলে গোপনে দেওয়াই উত্তম। কেননা সদকার উদ্দেশ্য হইতেছে কৃপণতা দূরীকরণ ধন সম্পদের প্রতি ভালবাসা দূরীকরণ। অথচ লোক দেখানোর মধ্যে খ্যাতিপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। সম্পদের প্রতি ভালবাসার চাইতে ইহা মারাত্মক, মানুষের উপর সম্পদের প্রতি ভালোবাসার চাইতে ইহা অধিক প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। কৃপণতার পাপ কবরে বিচ্ছু হইয়া মানুষকে দংশন করে কিন্তু খ্যাতিপ্রিয়তা অজগর হইয়া দংশন করে। কৃপণতার পাপকে নষ্ট করিয়া অহংকারকে প্রাধান্য দেওয়ার অর্থ হইতেছে কেহ যেন বিচ্ছুকে মারিয়া সাপকে খাওয়াইল, ইহাতে বিচ্ছুর অনিষ্টকারীতা দূর হইল ঠিকই কিন্তু সাপ অধিক শক্তিশালী হইয়া পড়িল।

অথচ ছটিকে মারিয়া ফেলাই জরুরী বরং সাপকে মারিয়া ফেলা অধিক জরুরী।

(৪) যদি কোন ধর্মীয় প্রয়োজনের কথা বলা হইয়া থাকে, যেমন অগ্নদের তাকিদ দেওয়া অথবা লোকেরা তাহার কাজের অনুসরণ করিবে বলিয়া অনুমিত হয়, অথবা ধর্মীয় অথবা কোন যৌক্তিকতা থাকে তবে তখন প্রকাশ করা উত্তম হইবে। এই দুইটি নব্বয়ের বিবরণ প্রথম পরিচ্ছেদে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে।

(৫) দান খয়রাতকে অনুগ্রহ প্রকাশের খোঁটা দিয়া নষ্ট করা। প্রথম পরিচ্ছেদের ৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় এ সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে।

(৬) নিজের দানকৃত সদকাকে তুচ্ছ ও সামান্য জিনিস মনে করিতে হইবে। বড় কিছু দান করিয়াছি এইরূপ মনে করিলে অহংকার সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে। ইহা ধবংসাত্মক। ইহা সকল পুণ্যকে নষ্ট করিয়া

দেয়। ছুরা তওবার চতুর্থ রুকুতে আল্লাহ বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদিগকে বহুবিধ সাহায্য করিয়াছেন এবং হোনাইনের দিনে যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদিগকে আত্মহারা করে কিন্তু তোমাদের কোন কাজে উহা আসে নাই বরং জমীন প্রশস্ত হওয়া সঙ্গেও তোমাদের প্রতি সংকীর্ণ হয় এবং তোমরা পিছন দিকে পলায়ন করিতেছিলে। পরিশেষে আল্লাহ তাঁহার রাছুলের প্রতি ও ঈমানদারদের প্রতি সাক্ষ্য অবতীর্ণ করেন, সৈন্য প্রেরণ করেন, যাহাদিগকে তোমরা দেখিতে পাও নাই।

হাদীছ ঐশ সমূহে এ ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে। মক্কা বিজয়ের পর নবীকরিম (ছঃ) হাওয়াজেন ও ছকিফ গোত্রের উপর আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে রমজান মাসেই রওয়ানা হন। ইতিপূর্বে সংঘটিত যুদ্ধসমূহের চাইতে অধিক সংখ্যক হওয়ার মুসলমানদের মনে অহংকার দেখা দিয়াছিল, তাহারা ভাবিয়াছিল আমরা কিছুতেই পরাজিত হইব না। এমনি অবস্থায় আল্লাহ তায়ালা তাহাদের এ অহংকার পছন্দ করেন নাই। প্রথমদিকে তাই মুসলমানরা পরাজিত হয়। উপরোক্ত আয়াতে এ সম্পর্কে ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, সংখ্যাধিক্য দেখিয়া তোমরা অহংকার করিয়াছিলে কিন্তু সংখ্যাধিক্য তোমাদের কোন কাজে আসে নাই।

হজরত ওরওয়া (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাছুল (ছঃ) মক্কা জয় করার পর হাওয়াজেন ও ছকিফ গোত্রের লোকেরা অভিযান চালাইল এবং হোনাইনে তাহারা সমবেত হইল। হজরত হাছান (রাঃ) হইতে নকল করা হইয়াছে যে, মক্কাবাসীরা মক্কা বিজয়ের পর মদীনাবাসীদের সহিত একত্রিত হইয়া বলিল, আল্লাহর কছম আমরা হোনাইন ওয়ালাদের সহিত মোকাবিলা করিব। নবীকরিম (ছঃ) তাহাদের এইরূপ অহংকার উক্তি পছন্দ করিলেন না। (হরুরে মনছুর)

ওলামাগণ লিখিয়াছেন, নেকী করিয়া তাহা যতই কম মনে করা হইবে আল্লাহর নিকট তাহা ততই বড় বিবেচিত হইবে। পক্ষান্তরে পাপকে নিজের দৃষ্টিতে যতই বড় মনে করা হইবে আল্লাহর নিকট তাহা ততই হালকা ছোট বলিয়া বিবেচিত হইবে। ওলামাগণ লিখিয়াছেন তিনটি জিনিসের দ্বারা নেকী পূর্ণতা লাভ করে। (১) নেকী যতই করিবে তাহা কম মনে করিতে হইবে (২) নেকী করিবার ইচ্ছা মনে

জাগ্রত হওয়ার সাথে সাথে তাহা করিয়া ফেলিবে, কারণ পরে মনোভাব পরিবর্তিত হইতে পারে অথবা কোন অসুবিধার ফলে তাহা করা সম্ভব নাও হইতে পারে। (৩) গোপনীয় ভাবে নেকী করিতে হইবে। নেকীকে তুচ্ছ সামান্য মনে করার উপায় হইতেছে, আল্লাহর জন্ত খরচের তুলনায় নিজের জন্ত খরচ ও সঞ্চিত অর্থ সম্পদ সামগ্রীর এক তৃতীয়াংশ খরচ করিলে প্রিয়তমের জন্ত এক ভাগ খরচ করা হইল অথচ ভালোবাসার দাবীদারের নিকট ছই তৃতীয়াংশ রহিয়া গেল। আল্লাহর জন্ত সবকিছু খরচ করিলেও মনে করিতে হইবে যে অর্থ সম্পদতো আল্লাহরই ছিল তিনি আমাকে নিজের অনুগ্রহে যাহা দান করিয়াছেন, তাহা আমি খরচ করিয়াছি, নিজের প্রয়োজনে খরচ করিবার জন্তও তিনি অনুমতি দিয়াছেন কিন্তু আমি তাহা করি নাই। যদি কাহারো নিকট কেহ কিছু আমানত রাখে এবং রাখিবার সময় বলে যে আপনি নিজের প্রয়োজনে ইহা নিজ সম্পদ মনে করিয়া খরচ করিতে পারিবেন। অতঃপর যদি আনানতদার ধন সম্পদের প্রকৃত মালিককে তাহা কিছু কম করিয়া ফেরত দেয় তবে ইহাতে কি আমানত দারের কৃতিত্ব দাবী করিবার কোন কারণ থাকে? যেহেতু আল্লাহর নামে খরচ করিলে তিনি বিরাট পুরস্কারের অঙ্গীকার করিয়াছেন সেইহেতু এমনও বলা যাইবে না যে আমরা তাঁর আমানত ফেরত দিয়াছি বরং এইরূপ বলা যায় যে, যেমন এক ব্যক্তি একশত টাকা আমানত রাখিয়া ৫০/৬০ তাহা হইতে ফেরত নিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে শীঘ্রই ইহার কয়েকগুণ বেশী তোমাকে দেওয়া হইবে। অথবা এইরূপ বলা যাইতে পারে যে একশত টাকা হইতে ০ টাকা ফেরত দিয়া ৫০০ টাকার ব্যাংক চেক লিখিয়া দিয়াছেন। এমনি অবস্থায় অহংকার করিবার কি থাকিতে পারে যে আমানত যিনি রাখিয়াছেন তাঁহাকে ফেরত দিয়াছি। কাজেই সৌজ্য রক্ষা তখনই হইবে যখন লজ্জিতাবস্থায় খরচ করিবে যেমন নাকি কাহারো আমানত কম করিয়া ফেরত দেওয়া হইতেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে একশত টাকা কেহ আমানত রাখিয়াছে, সেই টাকা ফেরত দেওয়ার সময় ৫০ টাকা খরচ করিয়া ৫০ টাকা দেওয়া হইল। নিজের সাক্ষী গাহিয়া বলিল, আপনি যেহেতু আমাকে নিজের প্রয়োজনে খরচ করিবার জন্ত অথবা রাখিয়া দিবার জন্ত বলিয়াছেন তাই আমি তাহা

করিয়াছি। বলিবার সময় যেমন বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ পায় আল্লাহর পথে খরচের সময় অনুরূপ বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করিতে হইতে।

দান-খয়রাতের যাহা কিছু দরিদ্রকে দেয়া হয় প্রকৃতপক্ষে তাহা আল্লাহকেই ফেরত দেওয়া হয়। ভিক্ষুক বা পর মুখাপেক্ষী দরিদ্র ব্যক্তি আমানত যিনি রাখিয়াছেন তিনি তাহাকে তাঁহার আমানত ফেরত আনিতে পাঠাইছেন। এমনি অবস্থায় বাহকের নিকট দাতার কত অনুন্নয় বিনয় করা উচিত যে তুমি মালিককে বলিও তাঁহার আমানত যথারিতী ফেরত দেওয়া সম্ভব হয় নাই। মোটকথা যত বেশী সম্ভব বিনয় ও নম্রতার পরিচয় দিতে হইবে কেননা যিনি দিয়াছেন তিনি সবকিছু কাড়িয়া নিতে পারেন।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁহার জন্ত সবকিছু খরচ করা অত্যাশ্চর্য করেন নাই, যদি সবকিছু খরচ করার নির্দেশ দিতেন তবে আনাদের স্বভাবজাত কপণতার কারণে তাহা খুবই কঠিন হইত।

(৭) আল্লাহর পথে খরচের সময় বিশেষত যাকাত পরিশোধের সময় উত্তম জিনিস প্রদান করিতে হইবে, কেননা আল্লাহ তায়ালা পবিত্র এবং দোষমুক্ত। তিনি পবিত্র ও উত্তম জিনিসই পছন্দ করেন ও গ্রহণ করেন। মানুষ যদি মনে করে যে, আল্লাহকে যাহা দেওয়া হইতেছে তাহা প্রকৃত পক্ষে তাহারই মালিকানা তাহা হইলে নিজের জন্ত উৎকৃষ্ট জিনিস রাখিয়া আল্লাহর জন্ত নিকৃষ্ট জিনিস দেওয়া কত বড় বেয়াদবী। এইরূপ করাত সেই ভূতোর আচরণের মত হইবে, যে নাকি মনিবের জন্ত ডাল ও বাসি রুটি রাখিয়া নিজের জন্য পোলাও কোমার ব্যবস্থা করে। এই রকমের ভূতোর সহিত মনিব কিরূপ ব্যবহার করিবেন ভাবিয়া দেখা দরকার। চিনিয়ার মনিববৃত্তো সব খবর জানেন ও না। কিন্তু সবজাত্তা সর্বজ্ঞানী আল্লাহ সবকিছু দেখেন ও জানেন। তিনি মনের চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কেও অবহিত। এমনাবস্থায় তাঁহারই দেয়া মালামাল হইতে তাহার জন্ত নিকৃষ্ট জিনিস প্রদান কত বড় নেমক হারামী। নিজের তীব্র প্রয়োজনে কাজে আসিতে পারে জানিয়াও যদি কেহ নিকৃষ্ট জিনিস নিজের জন্ত রাখিয়া ভাল ভাল জিনিস অথকে বিলাইয়া দেয় তবে তাহা চরম নিবৃদ্ধিতার পারিচায়ক হইবে। হাদীছ শরীফে আছে যে, মানুষ বলে, আমার মাল আমার মাল অথচ তাহার মাল উহাই যাহা সে সদকা করিয়া সামনে প্রেরণ

করিয়াছে। বাহা বাকি রহিয়াছে অথবা নিজের পাইয়া শেষ করিয়াছে তাহা অশ্বদের মালিকানাভুক্ত। অর্থাৎ ওয়ারিশদের। একটি হাদীছে আছে, এক দিরহাম কখনো লাগ দিরহামের চাইতে বৃদ্ধি পায়, যদি উত্তম মাল হইতে সন্ততির সহিত আল্লাহর পথে ব্যয় করে। পক্ষান্তরে দুগ্ধ মাল এক লাখ দিরহাম খরচ করিয়াও অমন বৃদ্ধি হয় না।

(৮) সদকা এমন জায়গায় খরচ করিতে হইবে যে, যাহাতে তাহার সওয়াব বৃদ্ধি পায়। ছয়টি গুণ এমন বস্তুতে যদি তাহার একটিও দাতার মধ্যে পাওয়া যায় তবে সদকার সওয়াব বৃদ্ধি পাইবে। যাহার মধ্যে এই গুণাবলী বেশী থাকিবে তাহার সওয়াবের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইবে। উক্ত গুণাবলী নিম্নরূপ :

(ক) মোত্তাকী অর্থাৎ পরহেজগার হইতে হইবে। ছনিয়ার কাজের চাইতে আখেরাতের কাজে অধিক আগ্রহ থাকিবে। নবীকরীম (ছ:) বলিয়াছেন, তোমার খাবার যেন মোত্তাকী ব্যতীত কেহ না খায়। প্রথম পরিচ্ছেদে ২৩নং হাদীছে ইহা উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, মোত্তাকী বা পরহেজগার ব্যক্তি এই সদকার মাধ্যমে নিজের তাকওয়ার সাহায্যকারী হইবে। তাহার ইবাদতে সওয়াবের ভাগ তুমিও পাইবে।

(খ) ধর্মীর জ্ঞানে জ্ঞানী হইতে হইবে। ইহাতে তোমার সহায়তার তাহার জ্ঞানার্জন সকল ইবাদতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ধর্মীর জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে নিয়ত যত ভাল থাকিবে এই ইবাদত ততই উত্তম হইতে থাকিবে। হজরত আবুহুলাই ইবনে নোবারক (রা:) বিখ্যাত মোহাদ্দেহ এবং বুজুর্গ ব্যক্তি। তিনি তাহার দান-খয়রাতে ওলামাদেরকে অন্তর্ভুক্ত রাখিতেন। তাহাকে কেহ জিজ্ঞাসা করিল যে, আলেম যাহারা নহে তাহাদের জ্ঞানও যদি আপনি ব্যয় করিতেন তবে কতই না ভাল হইত। তিনি জবাবে বলিলেন, নবুয়তের মর্যাদার পর ধর্মীয় জ্ঞানের (এলেম) সম মর্যাদার কাউকে আমি পাই নাই। ধর্মীয় জ্ঞানের অধিকারীরা যদি অশ্ব দিকে মনোনিবেশ করে তবে তাহার জ্ঞানবিষয়ক তৎপরতার বিহীন সৃষ্টি হয়। এই কারণে তাহাদের জ্ঞান সাধনায় নিয়োজিত রাখাই উত্তম কাজ।

(গ) পরহেজগারী এবং জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি সত্যিকার

অর্থে নিয়োজিত। অর্থাৎ তাহার প্রতি কেহ অনুগ্রহ করিলে তিনি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন এবং মনে মনে চিন্তা করেন যে, প্রকৃত করুণা ও দয়া সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রাপ্য তিনিই সত্যিকার দানশীল। তিনিই অশ্বের মাধ্যমে তাহাকে সাহায্য করিতেছেন। হজরত লোকমান (আ:) তাহার পুত্রকে অছিয়ত করিয়াছিলেন যে, কাহারো অনুগ্রহীত হইওনা অশ্বের অনুগ্রহকে নিজের উপর বোঝাস্বরূপ মনে করিও। অনুগ্রহের মাধ্যমকে যাহারা প্রকৃত অনুগ্রহকারী মনে করে তাহারা আসল অনুগ্রহকারীকে চেনে না। তাহারা বুঝিতে পারে না যে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে অনুগ্রহ করার জন্ত অমূকের মনে আগ্রহ সৃষ্টি করেন। মানুষের মধ্যে এইরূপ মনোভাব সৃষ্টি হইতে তাহারা সৃষ্টির চাইতে শ্রেষ্টার প্রতি নির্ভরশীল হইয়া পড়ে। এই ধরনের মানুষের প্রতি দান-খয়রাতে ন্যায্যে অনুগ্রহ করিলে উহাতে দাতা অধিক উপকৃত হয়। মানুষকে প্রকৃত অনুগ্রহকারী মনে করিয়া তাহার প্রশংসায় মুখর হইলেও পরদিনই অনুগ্রহ না করা অবস্থায় তাহার নিন্দা করিতে শুরু করিবে। কাজেই আল্লাহর করুণা ও অনুগ্রহ সম্পর্কে অবহিত পরহেজগার ব্যক্তি মানুষের দান বা অনুগ্রহ না হইলেও মানুষের প্রতি নিন্দায় মুখর হইবে না কেননা সেই ব্যক্তি প্রকৃত দাতা আল্লাহকে মনে করে এবং মানুষকে শুধু আল্লাহর অনুগ্রহ ও দানের বাহক মনে করে।

(ঘ) যাহাকে দান করা হইবে সে ব্যক্তি নিজের অভাব ও দৈন্য প্রকাশ করার চাইতে গোপন রাখিতে অধিক সচেষ্ট। নিজের স্বচ্ছলতার সময়ে তাহার মধ্যে যে আত্মমর্যদাবোধ ছিল অস্বচ্ছলতার সময়ও তাহা কিছু মাত্র হ্রাস পায় নাই। এই প্রকারের লোকের প্রশংসা করিয়া আল্লাহ জালা শানুহ ছুরা বাকারার ৩৭ ককুতে বলিয়াছেন, ইহা সেই অভাবগ্রস্তদিগের প্রাপ্য যাহারা আল্লাহর পথে আবদ্ধ আছে, ছনিয়ার কোথাও যাইতে পারেনা, ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনকারী না হওয়ার কারণে অজ্ঞব্যক্তির তাহাদিগকে ধনী মনে করে, তাহাদের চেহারা দৃষ্টে তুমি তাহাদিগকে চিনিতে পারিবে, তাহারা লোকদিগের কাছে আকড়াইরা ভিক্ষা করে না এবং তোমাদের মাল হইতে বাহা কিছু ব্যয় করিবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাহা সুপরিজ্ঞাত।

ফায়েরা : তবে এই ধরনের লোক ব্যতীত সাহায্য প্রার্থনাকারীদেরও সাহায্য করা প্রয়োজন। যেখানে লোকেরা সাহায্য পাওয়ার জন্য উত্তম বিবেচিত হইবে। সাহায্য প্রার্থনাকারী মুন্ডাকী না হইলে এমনকি মোনেন না হইলেও উহাদের আবেদন উপেক্ষা করা সমীচীন হইবে না। উপরে যেসব গুণাবলীর উল্লেখ করা হইয়াছে সেগুলিকে লোক আমাদের দেশে ধর্মীয় শিক্ষা অর্জনে নিয়োজিত তাহাদের এলেমরাই হইবে। যেসব নির্বোধ বলে যে, উহাদের দিয়া কি হইবে উহারা উপার্জন করিতে সক্ষম। কোরানে ইহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে, সেই উত্তরের সারাংশ এই যে, কোন লোক একই সঙ্গে দুইটি কাজে মনযোগ দিতে পারে না। ধর্মীয় জ্ঞান সম্পর্কে যাহারা কিছুমাত্রও অবহিত তাহারা জানেন যে, এই জ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রে ঐকান্তিক মনোনিবেশ কত বেশী প্রয়োজন। এই জ্ঞান অর্জনের সময়ে অর্থ উপার্জনের চিন্তা তাহাদের মাথায় আসিতে পারে না। কারণ তাহা করিলে জ্ঞান সাধনা পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না অপূর্ণ থাকিয়া যায়।

হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এই আয়াতে ফোকারা বলিতে সুফফাকে বোঝানো হইয়াছে। আহলে সুফফার জামাত ছিল প্রকৃত অর্থেই তালেবে এলেম। তাহারা জাহেরী ও বাতেনী জ্ঞান লাভের জন্য নবীজীর দরবারে পড়িয়া থাকিতেন।

মোহাম্মদ ইবনে ফারজী (রহঃ) বলেন, ইহা দ্বারা আমাদেরকে সুফফার বিষয় বুঝানো হইয়াছে। যাহাদের বাড়ির সন্তান পড়িত ছিল না, আল্লাহ তাহাদেরকে সদকা প্রদানের জন্ত তাদিন দিয়াছেন।

কাদাতা (রাঃ) বলেন, এই আয়াতে ঐ সকল ফকীরদের কথা বলা হইয়াছে যাহারা নিজেদেরকে আল্লাহর পথে জেহাদে আবদ্ধ রাখিয়াছে। বাবসা ইত্যাদি করিতে পারে না। (ছুরের মনছুর)

ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) বলেন যাহারা আকড়াইয়া ধরিয়া ভিক্ষা করে না, ঈমানের দৃঢ়তার কারণে তাহাদের হৃদয় ধনশালী, প্রবৃত্তির দ্বারা তাহাদের সাধনা শক্তিশালী। এই ধরনের লোকদের বিশেষ ভাবে খুঁজিয়া সাহায্য দিতে হইবে, দীনদারদের আর্থিক অবস্থার

খোঁজ খবর নিতে হইবে। ইহাদের জন্য ব্যয় করিলে ভিক্ষা প্রার্থীদের জন্য ব্যয়ের চাইতে অধিক সওয়াব পাওয়া যাইবে। কিন্তু এ ধরনের লোক খুঁজিয়া বাহির করা মুশকিল, ইহারা নিজেদের অবস্থা অশ্রের নিকট পারতপক্ষে প্রবেশ করে না। আর একারণে অশ্রা তাহাদিগকে ধানশালী মনে করে।

(৬) গ্রহীতার পরিবার রহিয়াছে অথবা যে কোন রোগে আক্রান্ত অথবা অথ কোন বিশেষ কারণে উপার্জনে সক্ষম নহে। এইরূপ লোকেরাও কোরানের আয়াতে যাহারা আল্লাহর পথে আবদ্ধ আছে— এই বক্তব্যের অন্তর্ভুক্ত হইবে। এই আবদ্ধ থাকা নিজেদের দারিদ্রের মধ্যে আবদ্ধ হইতে পারে, রিজিকের সংকীর্ণতায় আবদ্ধ হইতে পারে অথবা নিজের মনের সংস্কার সাধনায় আবদ্ধ হইতে পারে। নিজেদের ব্যস্ততার কারণে যাহারা প্রয়োজনীয় অর্থ উপার্জনে সক্ষম হয় না। একারণেই হজরত ওমর (রাঃ) এই ধরনের কোন কোন পরিবারকে দশটি বা ততোধিক বকরী প্রদান করিতেন। নবীকরিম (ছঃ) এর নিকট কাঙ্গি এর মালামাল আসিলে স্ত্রীপরিজন যাহাদের রহিয়াছে তাহাদের হইভাগ এবং অবিবাহিত লোকদের একভাগ প্রদান করিতেন। কাকেরদের সহিত যুদ্ধ না করিয়া যে মালামাল পাওয়া যায় তাহাকে কাঙ্গি বলা হয়।

(গ) আত্মীয়স্বজনের দান। ইহাতে সদকার সওয়াব এবং আত্মীয়দেরকে দান করা—এই দুইটি আদেশ পালনের সওয়াব পাওয়া যাইবে। তৃতীয় পরিচ্ছেদের ৬নং হাদীছে এ বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে।

উপরোক্ত ৬টি গুণাবলী উল্লেখের পর ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) বলেন, যাহার জন্য অর্থব্যয় করা হইবে তাহার মধ্যে উপরোক্ত গুণাবলী প্রত্যাপিত। প্রতিটি গুণের কম বেশীর প্রেক্ষিতে গ্রহীতার মর্যাদার হ্রাসবৃদ্ধি হইবে। তাকওয়ার উচ্চ ও তুচ্ছ শ্রেণীর মধ্যে আসমান জমীন ফারাক। প্রতিটি গুণের ক্ষেত্রে উচ্চ শ্রেণীর সন্ধানই বাঞ্ছনীয়। কোন লোকের মধ্যে উপরোক্ত সকল গুণের সমাবেশ দেখিতে পাইলে তাহা বিরাট পাওনা বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। এরকম লোকের জন্য খরচ করিতে সচেষ্ট হইবে। না পাইলেও এই রকমের লোক খুঁজিয়া দেখিবে, পাওয়া গেলে এবং তাহার জন্য খরচ করিলে দ্বিগুণ

সওয়াব পাওয়া যাইবে। যদি অনুরূপ লোক পাওয়া না যায় তবু চেষ্টা করার জন্যও আলাদা সওয়াব পাওয়া যাইবে। এ ধরনের চেষ্টাকারী লোক মোট তিন প্রকার সওয়াব পাইবে। প্রথম কৃপণতা হইতে নিজের হৃদয়কে পবিত্র করার সওয়াব দ্বিতীয়ত আল্লাহর পথে তাঁহার ভালবাসা পাওয়ার প্রত্যাশায় দান করার সওয়াব, তৃতীয়ত তাঁহার প্রিয় বান্দাকে খুঁজিয়া বাহির করার সওয়াব। এ তিনটি গুণাবলী দাতার অন্তরকে শক্তিশালী করিবে। এবং আল্লাহর সহিত মিলনাকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি করিবে। এই মুনাফা তো অজিত হইল। যদি সঠিক লোক খুঁজিয়া পাওয়া যায় তবে তাহাকে দান করিলে তাহার নেক দোয়া এবং মনযোগ হাসিল করিবে। ছুনিয়া ও আখেরাতে উভয় ক্ষেত্রের ব্যাপারেই আল্লাহর নেক বান্দাদের মনে প্রভাব ও বরকত বিরাজমান থাকে। তাঁহাদের দোয়ায় আল্লাহ জালালাশানুহ প্রচুর প্রভাব ও বরকত সন্নিহিত রাখেন।

(এহুইয়াউল উলুম)